১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২৩ রবি. আউ., ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারি, ২০১৫ ঈসাব্দ

কাদিয়ানের ১২৩তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)।

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

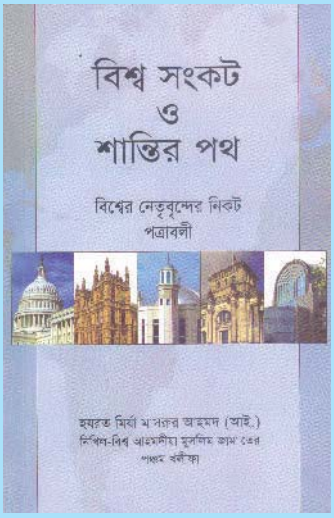

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

সম্পাদকীয়

ইমাম আখেরুজ্জামান (আ.)-এর প্রেমাস্পদ নবীকুল শিরোমণি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমগাঁথা থেকে এক ঝলক

আল্লাহ্‌র পরে মুহাম্মদের প্রেমে আমি বিভোর

এটা যদি কুফর হয় তবে–

খোদার কসম! আমি শক্ত কাফির

(ফারসী দূররে সামীন)

"হে নির্বোধ এবং জ্ঞানান্ধরা! আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা (হাজার হাজার সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর), তাঁর কল্যাণ বিতরণের দিক দিয়ে সমস্ত নবীদের অতিক্রম করে গিয়েছেন। কেননা বিগত নবীদের কল্যাণ বিতরণ–ধারা একটি সীমায় এসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং সেসব জাতি এবং সেসব ধর্ম এখন মৃত। তাদের মধ্যে কোনই জীবন নেই। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিতরণ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান রয়েছে। কাজেই তাঁর এই কল্যাণ প্রবহমানতা সত্ত্বেও এ উম্মতের জন্য বাইরে থেকে কোন মসীহ্‌র আগমন প্রয়োজনীয় নয়। বরং তাঁর (অনুবর্তিতার) ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ার কল্যাণ, এক অতি নগণ্য ব্যক্তিকেও মসীহ্ বানাতে পারে, যেমন এই অধমকে করেছে।"

'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করছেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

(সূরা আল্ আহযাব: ৫৭-৫৮)

(চশমায়ে মসীহী ঃ পৃঃ ৭৪-৭৫)

"আল্লাহ জাল্লাশানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতাম'-এর অধিকারী করেছেন অর্থাৎ তাঁকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ বিতরণের জন্য 'মোহর' দান করেছেন যা অন্য কোনও নবীকে দান করা হয়নি। সে কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'খাতামান্নাবীঈন'। অর্থাৎ তাঁর পায়রবী ও অনুবর্তীতা নবুওয়াতের কল্যাণ, গুণ ও মর্যাদাসমূহ প্রদান করে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নবী সৃষ্টি করে। এই পবিত্রকরণ শক্তি ও ক্ষমতা আর কোন নবীকেই দেয়া হয়নি।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ ৯৭ পাদটীকা)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস ও দাবীর সাথে বলছি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর খতমে-নবুওয়াতের 'কামালাত' (বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী) শেষ (চূড়ান্ত সীমায় উপনীত) হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী, যে তাঁর বিপরীতে আলাদা কোন সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নবুওয়াত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন সত্য পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়াতের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে, সে-ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর খতমে-নবুওয়াতকে ভঙ্গ করে। এ কারণেই এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার ওপর মুহাম্মদী নবুওয়াতের মোহর না থাকে।"

(আল-হাকাম ঃ ১০ই জুন, ১৯০৫ ইং)

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ
ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম
ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ

সূচিপত্র

১৫ জানুয়ারি, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২-এর **জুমুআর খুতবা।**	৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৫
যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৮
বিখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রী ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক হত্যা মামলার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা মওলানা জাফর আহমদ	২০
যা কিছু হচ্ছে আমার প্রিয় নবীর নামে মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি- দরবেশ আব্দুস সালাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৬
গিবত একটি জঘন্য পাপ মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	২৯
আমার আম্মা হাবিবা রাহাতের স্মরণে কিছু কথা আমাতুল কুদ্দুস শাহানা	৩১
নবীনদের পাতা- **আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ঈমান উদ্দীপক কিছু ঘটনা** সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত, চট্টগ্রাম	৩২
নবীনদের পাতা- হিন্দুধর্মে কলিযুগ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ	৩৩
পাঠক কলাম- **"শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।"** মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আনোয়ারা বেগম	৩৪
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০১৪ উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য বাণী	৩৬
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত	৩৮
সংবাদ	৪০
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭। আর নিশ্চয় ভোর হতেই এদের মূলোৎপাটন করা হবে বলে আমরা তাকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম।

وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। আর সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দ করতে করতে (লুতের কাছে) এলো[১৫১০]।

قَالَ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٩﴾

৬৯। সে বললো, 'এরা আমার সম্মানিত মেহমান। অতএব তোমরা আমাকে অপমানিত করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٧٠﴾

৭০। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না[১৫১১]।

قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٧١﴾

৭১। তারা বললো, 'আমরা কি তোমাকে জগতজোড়া লোকদের (সাথে যোগাযোগ রাখতে) নিষেধ করি নি[১৫১২]?'

১৫১০। হযরত লুত (আ.) এর লোকেরা তাঁকে অপরিচিত কোন লোক শহরে আনতে পূর্বে নিষেধ করেছিল। অতএব যখন অতিথিরা তাঁর নিকট এলো তখন শহরবাসীরা প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এলো, এই বাহানায় যে লুত (আ.) তাদের পূর্ব হুশিয়ারির প্রতি অবজ্ঞা করেছিলেন।

১৫১১। হযরত লুত (আ.) তাঁর শহরবাসীকে অপরিচিত মুসাফির লোকের আতিথেয়তার জন্য তাঁকে অসম্মান বা অমর্যাদা না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

১৫১২। যেহেতু লুত (আ.) এর লোক এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলোর মধ্যে মনোমালিন্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেই জন্য তারা লুত (আ.)কে বাইরের কোন অচেনা লোক শহরে প্রবেশ না করানোর জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই অঞ্চলে সফর আরামদায়ক ও নিরাপদ না হওয়ায় হযরত লুত (আ.) অচেনা অজানা মুসাফিরদেরকে তাঁর নিজ বাড়িতেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। লুত (আ.)-এর জাতি তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করতো। তাঁর সদুপদেশ ও প্রচারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার জন্য বাহানা খুঁজছিল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ অজুহাত দ্বারা তারা সেই সুযোগ পাচ্ছিল না। এখন দৃশ্যত তাদের নিষেধের বিরুদ্ধে লুত (আ.)-এর বাড়িতে আগন্তুকের আশ্রয় দেয়ার বাহানায় তারা তাদের আক্রোশ চরিতার্থ করার সুযোগ পেলো। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লুত (আ.)-এর লোকজন তাঁর অতিথিদের সঙ্গে সমকামিতার (Sodomy) কুমতলবে ছুটে আসে নি, বরং তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার যুক্তিসিদ্ধ কারণ সৃষ্টির কথাটি তাঁকে জানিয়ে দিতে এসেছিল। মনে হয় এটিই ছিল তাদের আনন্দোৎসবের কারণ।

হাদীস শরীফ

সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস

মহানবী (সা.)

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্য রূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি, যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্ব চরাচরকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তা'লা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয়, বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী, পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে স্বীয় কল্যাণের ধারায় উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন, যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কল্যাণে দু'জগতেই সমভাবে মানব কল্যাণমন্ডিত হবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তা'লা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তা'লা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুন্নাবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়তের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে আন নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত।

বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দীগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেকে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ।

এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।' (চশমায়ে মারেফাত, পৃ ৮-১০)

জুমুআর খুতবা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া

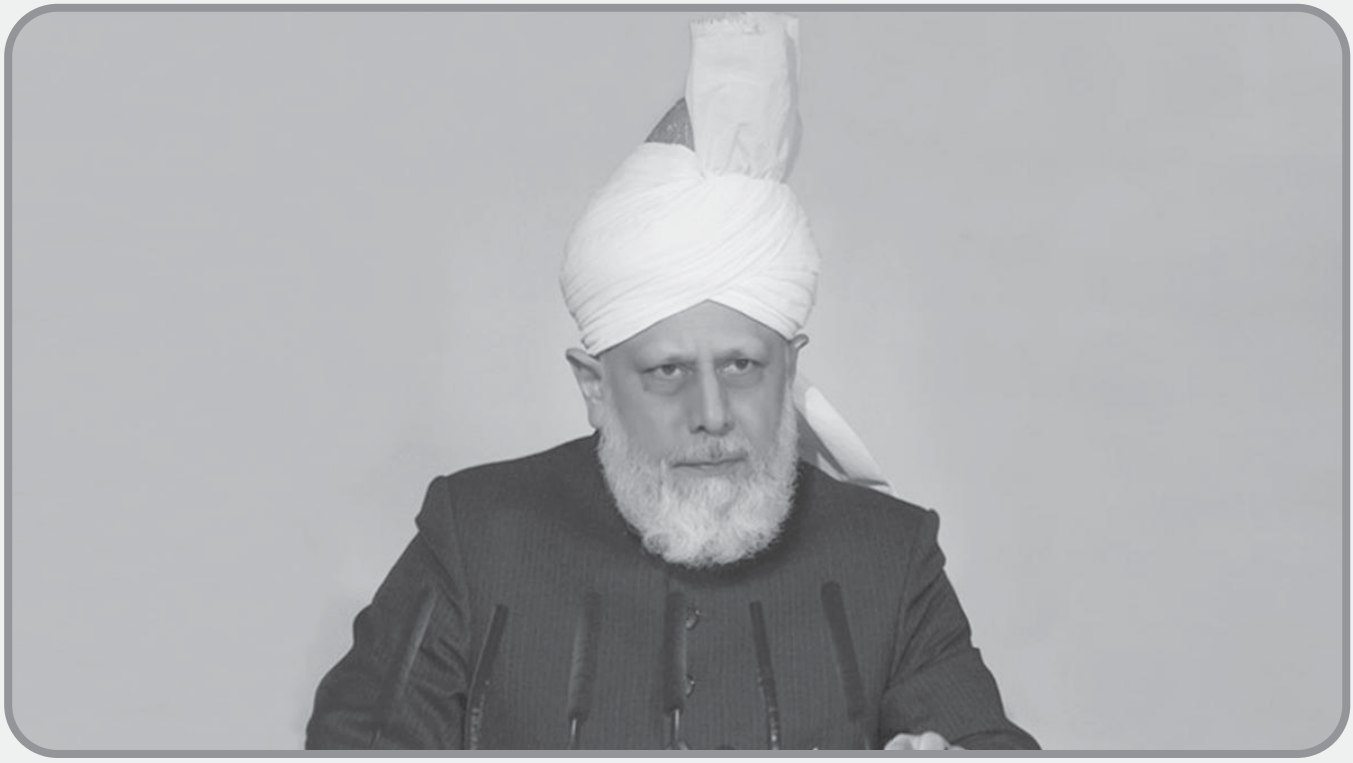

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা হলো প্রশ্নাতীত। যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্ রহমত ও আশিসের ভাগী করেছেন, আর তাঁর ফেরেশ্‌তারা যাঁর (সা.) জন্য সর্বদা দরূদ পাঠ করে, তাঁকে কেউ খাটো করতে পারে না। দরূদ পাঠ করুন আর এতো বেশি পাঠ করুন যেন পরিবেশ মুখরিত ও সুরভিত হয়ে ওঠে।

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২-এর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা আহযাব-এর ৫৭-৫৮ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ○

এরপর হুযূর বলেন : এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা এ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করছেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি করে শান্তি কামনা কর। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (সূরা আল্ আহযাব: ৫৭-৫৮)

ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিচালিত অত্যন্ত হীণ, জঘন্য এবং অন্যায় কর্মকান্ডের কারণে বর্তমানে ইসলামীক রাষ্ট্রসমূহে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে সঙ্গত ও ন্যায্য। মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে একজন মুসলমানের সঠিক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক সে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। ইসলামের শত্রুরা মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও বাজে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছে এবং এ চলচ্চিত্রে হুযূর (সা.)-কে যেরূপ চরমভাবে অপমান করার অপচেষ্টা করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক মুসলমানের দুঃখ পাওয়া আর ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মানবদরদী, সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ ও আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র মহানবী (সা.) মানুষের দুঃখে রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এত বেদনা ভারাক্রান্ত হয়েছেন আর নিজেকে এমন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করেছেন যে, স্বয়ং আরশের অধিপতি হুযূর (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'এরা তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক-প্রভুকে কেন চিনছে না- এ কথা ভেবে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?' মহান এই মানবদরদী নবী সম্পর্কে এমন অবমাননাকর চলচ্চিত্রের জন্য একজন মুসলমানের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে আহমদী মুসলমানরা। কেননা আমরা হলাম মহানবী (সা.)-এর সেই খাঁটি প্রেমিক ও দাসের মান্যকারী যিনি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার বুৎপত্তি দান করেছেন।

তাই, এ অপকর্মের জন্য আমাদের অন্তর আজ ঝাঁজরা এবং আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। আমরা খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করছি, হে খোদা! এসব দুরাচারীদের কাছ থেকে তুমি নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তুমি তাদের এমন উচিত শিক্ষা দাও যা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ যুগের ইমাম আমাদেরকে রসূল প্রেমের চেতনায় এভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, **'জঙ্গলের সাপ ও হিংস্র জীব-জন্তুর সাথে সন্ধি হতে পারে কিন্তু যারা আমাদের সম্মানিত নেতা ও অভিভাবক খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে অপমান করে অধিকন্তু হঠকারিতাও দেখায়, তাদের সাথে আমরা সন্ধি করতে পারি না।'** (পয়গামে সুলাহ্)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'মুসলমানরা এমন এক জাতি যারা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সম্মানার্থে নিজেদের প্রাণ বির্সজন দেয়। তাদের রসূল (সা.)-কে দিবানিশি গালি দেয়া যাদের পেশা, যারা নিজেদের পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ও বিজ্ঞাপনসমূহে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করে এবং তাঁর জন্য চরম নোংরা শব্দ ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মত অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাকে মুসলমানরা শ্রেয় মনে করে।'**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, **'স্মরণ রাখবেন! এমন লোকেরা স্বজাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। কেননা তারা তাদের চলার পথে অন্তরায়। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমাদের পক্ষে জঙ্গলের সাপ ও মরুভূমির হিংস্র জন্তুর সাথে সন্ধি করাও সম্ভব, কিন্তু আমরা এমন সব মানুষের সাথে আপোষ করতে পারি না যারা আল্লাহ্‌র নবীদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়া হতে ক্ষান্ত হয় না। তারা মনে করে গালমন্দ করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহারের মাঝে বিজয় নিহিত। বস্তুতঃ সকল বিজয় উর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে।'** তিনি (আ.) আরো বলেছেন, **'পবিত্র ভাষী মানুষেরা অবশেষে তাদের পবিত্র ভাষণ ও কথনের কল্যাণে মানুষের মন জয় করে থাকে। কিন্তু নোংরা স্বভাবের লোকেরা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কৌশল জানে না।'**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, **'অভিজ্ঞতাও এ কথাই বলে, নোংরা ভাষী মানুষের পরিণাম শুভ হয় না। আর অবশেষে আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান তাঁর প্রিয়জনদের পক্ষে কার্যকর হয়।'** (চশমায়ে মা'রেফত, রূহানী খাযায়েন ২৩খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫-৩৮৭)

বর্তমান যুগে পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের পাশপাশি অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকেও এই জঘন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতএব যারা হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধাচারণ করছে নিশ্চয়ই তারা তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি পাবে, ইনশাআল্লাহ্। এরা নিজেদের হঠকারিতায় অনড় থেকে ধৃষ্টতার সাথে অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০৬ সালে ডেনমার্কে নোংরা প্রকৃতির লোকেরা যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছিল, তখনো আমি জামাতকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন আমি আরও বলেছিলাম, পূর্বেও এমন সীমালঙ্ঘনকারীর জন্ম হয়েছে আর এ অপকর্মের এখানেই শেষ নয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বর্তমানে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে এতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং ভবিষ্যতেও এরা এ ধরনের কুকর্ম অব্যাহত রাখবে। আর আমরা দেখছি, এখন এরা এর চেয়েও বেশি ঘৃণ্যকর্ম ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। আর তখন থেকেই এরা ধীরে ধীরে এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে।

ইসলামের বিপক্ষে এটি হলো তাদের চরম পরাজয় যা তাদেরকে 'বাক-স্বাধীনতা'র ছত্রছায়ায় জঘন্য ও অশালীন কর্মকান্ডে ধৃষ্ট করছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! এরা নিজ জাতিরও শুভাকাঙ্খী নয়। একদিন এসব জাতির কাছেও এদের কর্মের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং পরিস্কার ভাবে প্রতিভাত হবে, এরা আজ যেসব জঘন্য অপলাপে লিপ্ত তা এসব জাতির জন্যও ক্ষতিকর কেননা এরা স্বার্থপর ও অত্যাচারী। নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা ছাড়া এদের অন্য কোন কাজ নেই।'**

বর্তমানে রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোথাও প্রকাশ্যে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনিয়ে বিনিয়ে এদের স্বপক্ষে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে আবার মুসলামানদের স্বপক্ষেও বলছে। কিন্তু মনে রাখবেন! পৃথিবীটা এখন এমন এক 'বিশ্বপল্লীতে' পরিণত হয়েছে যার কারণে মন্দকে যদি দ্ব্যর্থহীনভাবে মন্দ বলা না হয় তবে এসব কথা এ দেশগুলোর শান্তি ও স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে ফেলবে, এছাড়া আল্লাহ্‌র শাস্তির বিষয়টিতো আছেই।

যুগ-ইমামের কথা স্মরণ রাখুন! প্রতিটি বিজয়ই ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রদান করা হয়। ঊর্ধ্বলোকে সিদ্ধান্ত হয়েই আছে আর তা হচ্ছে, তোমরা যে রসূল (সা.)-এর মানহানির অপচেষ্টা করছ, তিনি (সা.) অবশ্যই এ পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ বিজয় মানুষের মন জয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। কেননা পবিত্র কথা ও বাণীতে এক প্রকার যাদু রয়েছে। পবিত্র বাণী ও বচনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের দরকার নেই আর জঘন্য কথার উত্তর নোংরা ভাষায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এসব লোক যেসব অশালীন ও কটুকথা বলতে আরম্ভ করেছে তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আর ইহজীবনের অবসানে এসব লোককে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দিবেন।

আমি যে দু'টি আয়াত পাঠ করেছি তাতেও আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এই রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করাই তোমাদের কাজ। এসব লোকের অশালীন ও অন্যায় বক্তব্য এবং হাসি-ঠাট্টার ফলে এমন মহান নবীর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটে না। তিনি এমন এক মহান নবী যাঁর প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তারাও দরূদ প্রেরণ করেন। মু'মিনদের দায়িত্ব হলো, এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণে রত থাকা এবং শত্রুদের অপলাপ যখন বেড়ে যায় তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা :

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি তুমি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের তুমি কল্যাণমন্ডিত কর যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের কল্যাণমন্ডিত করেছিলে। নিশ্চয় তুমি সর্বাধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী– অনুবাদক)। এই হলো দরূদ এবং ইনি হলেন সেই নবী (সা.), পৃথিবীতে যাঁর বিজয় অবধারিত।

কাজেই একজন আহমদী মুসলমান এমন অশ্রাব্য কথাবার্তার জন্য একদিকে ঘৃণা, দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে, অপরদিকে অপলাপকারীদের এবং নিজ নিজ দেশের নীতি নির্ধারকদের এমন অপলাপ থেকে বিরত থাকার ও বিরত রাখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আর এটিই আমাদের করা উচিত। একজন আহমদী জাগতিকভাবে নিজের মত করে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে প্রকৃত সত্য অবহিত করতে চায়, প্রকৃত সত্য কথাটি বলতে এবং মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের অনিন্দ্য সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরতে চায়। আর বিশ্ববাসীর সম্মুখে সে তার আচার-আচরণে মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে ইসলামী শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত হতে আগ্রহী। তবে, যেভাবে আমি বলছিলাম, এর পাশাপাশি দরূদ ও সালাম প্রেরণের প্রতিও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হতে হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উচিত, নিজের চারপাশের পরিবেশ এবং আকাশ-বাতাসকে দরূদ ও সালামে মুখরিত রাখা। নিজেদের আচার-ব্যবহারকেও ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ দিন। অতএব এ-ই হলো আকর্ষণীয় প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের দেখাতে হবে।

এসব দুরাচারীর পরিণতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এই রসূল (সা.)-কে যারা কষ্ট দিয়েছে অথবা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে বর্তমানে যারা খাঁটি মু'মিনদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে আল্লাহ্ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিবেন। এ পৃথিবীতে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হবে আর এ অভিসম্পাতের ফলে তারা আরো বেশি নোংরামীতে লিপ্ত হবে। আর এসব লোকের মৃত্যুর পর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **'নোংরা ভাষীদের পরিণাম শুভ হয় না।'** অতএব এসব লোক ইহজগতেই আল্লাহ্ তা'লার অভিশাপ আকারে এবং মৃত্যুর পর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিরূপে নিজেদের পরিণাম দেখবে।

অন্যান্য মুসলমানের উচিত তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তারা যেন দরূদ শরীফের মাধ্যমে তাদের দেশ, অঞ্চল ও নিজেদের চারপাশের পরিবেশ মুখরিত করে তুলেন। এটিই হলো, যথার্থ প্রতিক্রিয়া।

বর্তমানে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজ দেশেই নিজেদেরই সম্পদে অগ্নি সংযোগ করা বা নিজ দেশের নাগরিকদের মারপিট করা অথবা মিছিল বের করে পুলিশকে বাধ্য করে নিজেদের নাগরিকের উপরই গুলি বর্ষণ করিয়ে আপনজনদেরই হত্যা করা– এসব কর্মকান্ডে কোন লাভ নেই।

পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তা থেকে বুঝা যায় পশ্চিমা

এই সেই লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ যেখান থেকে সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এই জুমুআর খুতবাটি প্রদান করেন

বিশ্বের অধিকাংশ ভদ্রলোকও এমন আচরণকে অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছেন। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় এবং এখানকার সুশীল শ্রেণী এ বিষয়টি অপছন্দ করেছেন। কিন্তু যারা নেতৃস্থানীয় তারা একদিকে বলে, এটি অন্যায় আর অন্যদিকে বাক-স্বাধীনতার অজুহাতে এর সমর্থনও করে। এমন দ্বৈত-নীতি চলতে পারে না। বাক-স্বাধীনতার আইন কোন ঐশী বিধান নয়। আমি আমেরিকাতে বক্তৃতার সময় রাজনীতিবিদদের একথাও বলেছিলাম, মানব প্রণীত আইনে ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, আইন প্রণয়নের সময় কোন কোন দিক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে, কেননা অদৃশ্য বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের দ্রষ্টা, তাঁর প্রণীত আইনে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয় না। তাই আপনারা নিজেদের আইনকে এমন নিখুঁত মনে করবেন না যাতে আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। বাক-স্বাধীনতার আইন আছে ঠিকই কিন্তু কোন দেশের আইনে এবং জাতিসংঘের চার্টারেও **"কোন ব্যক্তির অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার স্বাধীনতা নেই"**– এই মর্মে কোন কথা বলা নেই। কোথাও বলা নেই, **অন্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অনুমতিও দেয়া যাবে না, কেননা এর দ্বারা জগতের শান্তি বিনষ্ট হয়, ঘৃণার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে**। কাজেই বাক-স্বাধীনতার আইন যদি প্রণয়ন করতেই হয় তবে একজনের স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই আইন প্রণয়ন করুন কিন্তু আরেকজনের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আইন প্রণয়ন করবেন না। জাতিসংঘও এ জন্য ব্যর্থ হচ্ছে, কেননা ব্যর্থ আইন প্রণয়ন করে তারা মনে করে, আমরা অনেক বড় কাজ সমাধা করে ফেলেছি। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঘোষিত আইনে বলেন, **অন্যের প্রতিমাকেও তোমরা মন্দ বলবে না,** কেননা এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। প্রতিমাকে তোমরা মন্দ বলবে, আর অজ্ঞতাবশে তোমাদের সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে তারা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করবে যার ফলে তোমাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হবে, মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ঝগড়া-বিবাদ হবে, দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।

অতএব এ হলো সেই চমৎকার শিক্ষা যা ইসলামের খোদা, এ পৃথিবীর খোদা এবং বিশ্বজগতের প্রভু উপস্থাপন করেছেন। সেই খোদা এ শিক্ষা দিয়েছেন যিনি তাঁর প্রিয়পাত্র হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষাসহ জগদ্বাসীর সংশোধন এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। আর মহানবী (সা.)-কে তিনি 'রহ্মতুল্লিল আ'লামীন' উপাধিতে ভূষিত করে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহ্মত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

কাজেই পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজনীতিবিদরা একটু ভেবে দেখুন, গুটিকতক বাজে লোককে কঠোর হস্তে দমন না করে কোথাও আপনারা নিজেরাও এ বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন না তো? জনসাধারণও একটু চিন্তা করে দেখুন, অন্যের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং জগতের কীট ও নোংরামিতে লিপ্ত এই ক'জন লোকের সাথে তাল দিয়ে আপনারা নিজেরাও কি জগতের শান্তি বিনষ্টে অংশীদার হচ্ছেন না?

আমরা যারা আহমদী মুসলমান, আমরা মানব সেবার কোন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করি না। আমেরিকাতে রক্তের প্রয়োজন পড়েছে, গত বছর আমরা আহমদীরা বারো হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে দিয়েছি। বর্তমানেও একাজ অব্যাহত আছে। আমি তাদেরকে বলেছি, আমরা আহমদী মুসলমানরা মানুষের জীবন বাঁচাতে নিজেদের রক্ত দিচ্ছি, আর তোমরা তোমাদের এসব কর্মকান্ড দ্বারা এবং সেসব নিকৃষ্ট লোকের কথায় সায় দিয়ে আমাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করছ। অতএব এ হলো একজন আহমদী মুসলমান তথা খাঁটি মুসলমানের কার্যক্রম পক্ষান্তরে যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করছে বলে আত্মপ্রসাদ নেয় ঐ হলো তাদের একশ্রেণীর অপকর্ম ।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়, তারা ভুল প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। একথা

ঠিক, তাদের কোন কোন প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়। ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, ঘেরাও করা, নিরীহ মানুষ হত্যা করা, কূটনীতিকদের নিরাপত্তা না দেয়া, তাদের হত্যা করা বা মারধর করা– এ সবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নিষ্পাপ নবীদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করা ও এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে থাকাও অনেক বড় পাপ। অন্যদের দেখাদেখি কয়েকদিন পূর্বে ফ্রান্সের একটি পত্রিকাও মাথাচাড়া দিয়েছে এবং এরা আবারও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে আর তা পূর্বের চেয়েও জঘন্য। এই জগতপূজারীরা ইহজগতকেই নিজেদের চূড়ান্ত প্রাপ্তি বলে মনে করে কিন্তু তারা জানে না, এই জগতই তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

এ প্রসঙ্গে আমি একথাও বলতে চাই, বিশ্বের এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে মুসলমান সরকার ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর একটি বড় অংশ মুসলমানদের অধিনস্ত। অনেক মুসলমান রাষ্ট্রকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। মুসলমান দেশগুলো জাতিসংঘেরও সদস্য। পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গীন জীবন বিধান– এর অনুসারীরা ও এর অধ্যয়নকারীরাও পৃথিবীতে বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালাকে জগতের সামনে তুলে ধরতে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করে নি বা এখনও কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তারা কেন জগতদ্বাসীকে একথা বলছে না, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর আল্লাহ্‌র নবীদের অসম্মান করা কিংবা এ উদ্দেশ্যে অপচেষ্টা করা– এ সবই অপরাধ, জঘন্য অপরাধ ও পাপ বিশেষ! আর বিশ্বশান্তির জন্য এ কথাটি জাতিসংঘের শান্তি ঘোষণায় সন্নিবেশিত করা আবশ্যক : **"কোন সদস্য দেশ তার নাগরিকদেরকে ভিনধর্মীদের অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি দিবে না। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নামে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার অনুমতি দেয়া যাবে না।"** বড়ই আক্ষেপ! এতদিন ধরে এতকিছু ঘটছে তথাপি মহানবী (সা.) এবং বিশ্বের সকল নবী-রসূলের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে জগদ্বাসীকে অবহিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। যদিও জাতিসংঘের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যেমন মানবাধিকার ঘোষণার মত, এটিও কার্যকর হবে না, কিন্তু কমপক্ষে বিষয়টি রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাবে। ওআইসি অর্থাৎ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের যদিও অস্তিত্ব আছে কিন্তু এর মাধ্যমে কখনো এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় নি যার মাধ্যমে জগতে মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত, কিন্তু ধর্মের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি তাদের মাথায় থাকে না। আমাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যদি বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হতো তাহলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এসব ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হতো না যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ পাকিস্তান বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে। তারা এ কথা ভেবে নিশ্চিত থাকতে পারতো, আমাদের নেতৃত্ব এ কাজে নিয়োজিত আর তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বরং সমস্ত নবী-রসূলের সম্মান প্রতিষ্ঠায় এমনভাবে আর্ন্তজাতিক ফোরামে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান প্রদর্শন করবেন যার কারণে জগদ্বাসীকে তাদের কথা সত্য ও যথার্থ বলে মানতে হবে।

এছাড়া পাশ্চাত্যে এবং পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা রয়েছে। ধর্মীয় অবস্থান ও অনুসারী-সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থানে সমাসীন। এরা যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামের শত্রুরা এ ধরনের মর্মপীড়াদায়ক অপকর্ম করার বা এ ধরনের চিন্তা করারও দুঃসাহস দেখাতে পারবে না।

যাই হোক, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যা বিদ্যমান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কেবল তুর্কী মুসলমানদের সংখ্যাই লক্ষ লক্ষ। গোটা ইউরোপে নয় বরং ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এরা বিদ্যমান। এশিয়া থেকে মুসলমানরা এসে এখানে বসবাস করছেন। এরা যুক্তরাজ্যেও আছেন আর যুক্তরাষ্ট্রেও আছেন। আবার কানাডা এবং ইউরোপের প্রত্যেক অঞ্চলেই আছেন। তারা সবাই যদি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আমরা আমাদের ভোট কেবল এমন ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করব যারা ধর্মীয় সহনশীলতার প্রবক্তা। এটি কেবল বুলি সর্বস্ব হবে না বরং এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটা চাই। তারা যদি এসব দুরাচারী, অপলাপী ও চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রকাশ্যে নিন্দা জানান তাহলে এসব বস্তুবাদী সরকারগুলোর ভেতর থেকেই এমন একটি শ্রেণী এগিয়ে আসবে যারা প্রকাশ্যে এই অশালীনতা ও জঘন্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

অতএব মুসলমানরা যদি নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তাহলে পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধিত হতে পারে। তারা চাইলে নিজ নিজ দেশে ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আইন প্রণয়ন করতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলেও এর বিরোধিতায় সবাই তৎপর থাকে। ফলতঃ শত্রুদেরকে আরো শক্তি যোগান দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান নেতাদের, রাজনীতিবিদদের এবং আলেম-উলামাকে স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে, এরা যেন নিজেদের অবস্থান ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। নিজেদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়।

যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অযথা আপত্তি উত্থাপন ও অভিযোগ উত্থাপন করে আর যারা এই চলচ্চিত্র নির্মাণের হোতা অথবা এতে অভিনয় করেছে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক মান কি তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি থেকেই সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। বলা হয়,

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী একজন মিশরীয় কিবতী খ্রিস্টান। এর নাম Nakoula Basseley (নাকুলা বেসেলে বা এমন কোন নাম হবে)। কিংবা Sam Bacile নামে সে পরিচিত। যাই হোক, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে রীতিমত অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এক ব্যক্তি, যার একটি Criminal Background রয়েছে। অপরাধি ব্যক্তি সে। প্রতারণার দায়ে সে ২০১০ সালে জেলও খেটেছে। আর দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এই চলচ্চিত্রের পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছে সে মূলতঃ 'নীল ছবির' পরিচালক।

এই চলচ্চিত্রে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে এরা সবাই নীল ছবির নায়ক-নায়িকা। এই হচ্ছে এদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থা! আর নীল ছবি যে কি জিনিস, সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। যারা স্বয়ং এমনসব জঘন্য নোংরামীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তারাই আবার আপত্তি জানাচ্ছে সেই মহান অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যাঁর পবিত্র স্বভাব ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন!

অতএব এই জঘন্য অশ্লীলতা ও নোংরামীর মাধ্যমে এরা নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার ক্রোধ ও আযাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর এ অপকর্ম তারা অবিরত করে চলেছে। একইভাবে এই নীল ছবির যারা পৃষ্ঠপোষক বা স্পনসর খোদা তা'লার শাস্তি থেকে তারাও রেহাই পাবে না। এদের মাঝে একজন হলো, সেই খ্রিস্টান পাদ্রী যে বিভিন্ন সময় আমেরিকায় সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহীকা।

কয়েকজন গণমাধ্যমে এই অপকর্মের জন্য একদিকে নিন্দা জ্ঞাপন করছে আবার একইসাথে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়ারও নিন্দা করছে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, ভুল প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন, এসবের সূচনা কে করেছে?

যাই হোক, আমি একটু আগেই বলছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ এসবই মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও নেতৃত্ব না থাকার কারণে সংঘটিত হচ্ছে। রসূল প্রেমের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এরা ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এরা মুখে বড় বড় দাবী করে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের বেলায় ঠনঠন। জাগতিকভাবেও এরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অপর কোন দেশকে এখনও জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানায় নি। জানিয়ে থাকলেও তা ছিল এত দুর্বল যে কারণে গণমাধ্যম একে কোন গুরুত্ব প্রদান করে নি। আর মুসলমানদের প্রতিবাদ সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশিত হলেও তা ছিল, **"১.৮ বিলিয়ন মুসলমান শিশুসূলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে।"** যখন পথ দেখানোর কেউ থাকে না মানুষ তখন দিশেহারা হয়েই ঘুরে বেড়ায়। তখন তাদের প্রতিক্রিয়া শিশুসূলভই হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এরা (গণমাধ্যম) খোঁচাও দিয়েছে, অপরদিকে বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছে। দোয়া করি, মুসলমানদের এখনও যেন বোধোদয় ঘটে।

এদের ধর্মের চোখ অন্ধ, নবীদের পদমর্যাদা কী তা এরা জানেই না। এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদাহানী ঘটিয়েও নিশ্চুপ থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর জন্য যে ভালবাসা এবং আবেগের উচ্ছাস রয়েছে তা এদের কাছে শিশুসূলভ প্রতিক্রিয়াই মনে হবে। কিন্তু আমি ২০০৬ সাল থেকেই এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছি, **'এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিন এবং এমন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিন যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপকর্ম ও অশালীন কাজ করার মত কেউ ধৃষ্টতা না দেখায়।'** হায়, যদি কোন মুসলমান দেশ এর প্রতি কর্ণাপাত করতো! আর যেখানে যে আহমদীর জন্য সম্ভবপর তারা যেন নিজ নিজ গন্ডিতে এই বাণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কয়েকদিন প্রতিবাদ করে নিরব হয়ে গেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না।

বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি পরামর্শ হচ্ছে, বিশ্বের যত মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিল আছেন তাদের উচিত হবে সম্মিলিতভাবে

লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের জুমুআর নামাযের খুতবা শ্রবণরত মুসল্লীগণ

একটি স্মারকলিপি জমা দেয়া। হায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান আইনজ্ঞ ও উকিলরা এ বিষয়টি যদি একবার খতিয়ে দেখতেন এবং এর সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা যাচাই করে দেখতেন অথবা এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করতেন কিংবা অন্য কোন সম্ভাব্য পথ খুঁজে বের করতেন! আর কতদিন এই নির্লজ্জতা অবলোকন করবেন আর নিজ নিজ দেশে সাময়িক প্রতিবাদ ও ভাঙচুর করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। এধরনের প্রতিবাদে পাশ্চাত্যের বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কিছুই যায় আসে না। এসব দেশে নিরীহ জনতার উপর আক্রমন করলে, কিংবা হুমকী দিলে অথবা মানুষ হত্যার প্রচেষ্টা চালালে বা দূতাবাসগুলোতে আক্রমন করলে–এসব কাজই হবে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী। কোনভাবেই ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। এমনটি করলে আপনারা নিজেরাই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিবেন।

অতএব উগ্রতা ও চরমপন্থা অবলম্বন এর সমাধান নয়। এর সমাধান হচ্ছে তা-ই যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ নিজের আচার-আচরণের সংশোধন এবং মানবের মুক্তিদূত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মুসলমান দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগ। যাই হোক, আহমদীরা যেখানেই বসবাস করছেন– এ নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করুন। আর অ-আহমদী বন্ধুদেরকেও এ পথে পরিচালিত হতে অনুপ্রাণিত করুন যাতে তারাও এসব দেশে তাদের যে শক্তি ও ভোটাধিকার রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করে আর মহানবী (সা.)-এর জীবনির বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিকও যেন সুন্দরভাবে তুলে ধরে।

বর্তমানে এরা বাক-স্বাধীনতার নামে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। একই সাথে একথাও বলছে, ইসলাম ধর্মে নাকি মত প্রকাশের এবং কথা বলার কোন অধিকারই নেই। আর এর সমর্থনে তারা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের উদাহরণ টেনে বলে, এসব দেশে নাগরিকদের কোন ধরনের স্বাধীনতা নেই। একথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এদের এই দুর্গতির কারণ হলো, ইসলামী অনুশাসন না মানা। এহেন বিধিনিষেধের সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ইতিহাস পাঠে আমরা মহানবী (সা.)-কে নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় সম্বোধন করার ঘটনা জানতে পারি। কেবল তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েও মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতার এমনসব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বে যার কোন জুড়ি নেই। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। যদিও এগুলোকে মহানবী (সা.)-এর দান-দক্ষিণার ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু এসবের মাঝেই তাঁর সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের ঘটনা এবং এর বিপরীতে তাঁর সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে। হযরত জুবায়ের বিন মুত্‌আম (রা.) বর্ণনা করেন, **একবার তিনি হুযূর (সা.)-এর সাথে ছিলেন আর সাথে ছিল আরো অনেকেই। তিনি (সা.) হুনায়ন থেকে ফিরছিলেন, হঠাৎ বেদুঈনরা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারা তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের চাহিদার কথা বলতে বলতে তাঁকে বাবলা গাছের কাছে ঠেলে নিয়ে যায় আর এর কাঁটায় তাঁর চাদর আটকে যায়। মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে যান আর বলেন, কমপক্ষে আমার গায়ের চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই বন্য গাছের সমসংখ্যাক উটও থাকতো তাহলে আমি তা তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম আর এক্ষেত্রে তোমরা আমার মাঝে কোন প্রকার কার্পণ্য, মিথ্যাচার বা ভীরুতা দেখতে পেতে না।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফারযুল খুমস- হাদীস নং: ৩১৪৮)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত আরেকটি হাদীস লক্ষণীয়। তিনি বর্ণনা করেন, **আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম আর তিনি মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে সেই চাদর ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দেয় যার কারণে হুযূর (সা.)-এর গলায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে যায়। এরপর সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সম্পদ দিয়ে আমার এই দু'টি উট বোঝাই করে দিন, কেননা আপনি আমাকে আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না আর আপনার পৈত্রিক সম্পদ থেকেও কিছু দিচ্ছেন না। একথা শুনে প্রথমে মহানবী (সা.) নিরব থাকেন এরপর বলেন, 'আল্ মালু মালুল্লাহি ওয়া আনা আবদুহু' অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌রই আর আমি তাঁর এক বান্দা মাত্র। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাকে যে কষ্ট দিয়েছ তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। সে বলল, না! মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন প্রতিশোধ নেয়া হবে না? সে বলল, কেননা আপনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। একথা শুনে হুযূর (সা.) হেসে ফেলেন। এরপর মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, এর একটি উটে যব আর অপরটিতে খেজুর বোঝাই করে দাও।** (আল্ শিফা লিকাযী আয়ায, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪, ২০০২ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্তই মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আর এই ব্যবহার শুধু আপনজনের সাথেই নয় বরং শত্রুদের প্রতিও প্রদর্শন করেছেন। এ হলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্য, ধৈর্য, সহনশীলতা আর বদান্যতার দিকও রয়েছে। আপত্তি উত্থাপনকারীরা একেতো অজ্ঞ তার উপর কোন কিছু না জেনেই হুট করে সেই রহমাতুল্লিল আ'লামীন এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বসে আর বলে, তিনি কঠোরতা দেখিয়েছেন আর তিনি অমুক অমুক দোষে দোষী।

এরপর এদের আপত্তি হলো পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে। যদিও আমি নিজে এটি দেখিনি কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, এ চলচ্চিত্রে এই আপত্তিও তোলা হয়েছে, হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-র চাচাতো ভাই সেই ওয়ারকা বিন নওফেল নাকি পবিত্র কুরআন লিখে দিয়েছিলেন যার কাছে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পর হযরত খাদীজাহ্ (রা.) তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কাফিরদের এই আপত্তি ছিল, এই কুরআন যা তুমি খন্ডে-খন্ডে নিয়ে আসছ, এটি যদি আল্লাহ্‌র বাণী হয়ে

থাকে তাহলে একযোগে কেন অবতীর্ণ হয় নি? কিন্তু এই বেচারারা এ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ বরং ইতিহাস সম্পর্কেও অনবহিত। যাই হোক, এই চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের চরিত্র এমনই। কিন্তু যে দু'জন পাদ্রী এই অপকর্মে জড়িত আর যারা নিজেদের বড়ই জ্ঞানী বলে মনে করে তারাও মূলতঃ এ বিষয়ে একেবারেই মুর্খ। ওয়ারকা বিন নওফেল আক্ষেপ করে বলেছিলেন, **'হায়, আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যখন তোমাকে তোমার স্বজাতি দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।'** এ ঘটনার কিছুদিন পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব বাদাউল ওহী, হাদীস নং:৩)

যেমনটি আমি বললাম, এই পাদ্রীরা ইতিহাস এবং বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। প্রাচ্যবিদরা সর্বদা পবিত্র কুরআন নিয়ে এই বিতর্কে লিপ্ত থাকে, এই সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে? মদীনায় না মক্কায়? এবার এরা এ প্রশ্ন তুলে আর বলছে, এই কুরআন নাকি তিনি লিখে দিয়েছেন! পবিত্র কুরআন স্বয়ং চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, যদি মনে কর, কেউ এটি লিখে দিয়েছে তাহলে এর কোন সূরার ন্যায় একটি সূরাই এনে দেখাও!

এছাড়া মানবীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহানবী (সা.) হলেন অতুলনীয়। তিনি সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা জানা থাকা সত্ত্বেও ইহুদীর অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তিনি বলেছিলেন, আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফিল খুসুমাতে, হাদীস নং:২৪১১)

মহানবী (সা.) দরিদ্রদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সদা দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাদের সম্মানকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর (সা.) একজন সম্পদশালী সাহাবী একবার অন্যদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছিলেন। হুযূর (সা.) তার একথা শুনে বললেন, তুমি কি তোমার এ শক্তি-সামর্থ ও ধন-সম্পদ নিজ বাহুবলে অর্জন করেছ বলে মনে কর? কক্ষনো না। তোমাদের সামগ্রিক শক্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সবই দরিদ্রদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং:২৮৯৬)

আজ স্বাধীনতার এই নব্য দাবীদাররা হতদরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের (তথাকথিত) চেষ্টাও করে আর ঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণাও করে– কিন্তু মহানবী (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একথা বলে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, **'তোমরা শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'** (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুর রহুন, হাদীস নং: ২৪৪৩)

অতএব এরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই মানব-হিতৈষী রসূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? মহানবী (সা.)-এর জীবনে তাঁর উন্নত চরিত্রের অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। এর যে কোন দিকই নিন– নির্ঘাত, আপনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সেক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাবেন। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে এরা অপবাদ আরোপ করে বলে, তিনি নাকি নারী-আসক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। তাঁর বিয়ের ব্যাপারেও এরা আপত্তি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এমন ঘটনা ঘটবে, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে–তাই এমন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন যার ফলে আপনা-আপনি এসব আপত্তির খন্ডন হয়ে যেতো।

আসমা বিনতে নু'মান বিন আবি জাওন সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আরবের অন্যতম সুন্দরী নারী ছিলেন। তিনি মদিনায় আসলে, মদিনার মহিলারা তাকে দেখতে আসে আর সবাই তার প্রশংসায় বলতে আরম্ভ করে, এত সুন্দরী মহিলা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। তার পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী রসূল (সা.) তাকে পাঁচশ' দিরহাম মোহরানা ধার্যে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) প্রথমবার যখন তার কাছে যান, সেই মহিলা বলে, 'আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তিনি (সা.) এ কথা শুনে বলেন, 'তুমি এক মহান আশ্রয়দাতার দোহাই দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ।' একথা বলে তিনি বেরিয়ে আসেন। এরপর তাঁর এক সাহাবী আবু উসায়েদ (রা.)-কে বলেন, তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে এসো। ইতিহাসে একথাও লেখা আছে, এই বিয়েতে তার পরিবারের লোকেরা একথা ভেবে খুবই আনন্দিত ছিল যে, আমাদের মেয়ের বিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে হয়েছে। কিন্তু তার ফিরে আসায় তারা খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে অনেক বকাঝকাও করে। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা: ৩১৮-৩১৯)

এই সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতি নারী আসক্তির জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয়! অথচ তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশেই একাধিক বিয়ে করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, **'তাঁর একাধিক স্ত্রী যদি না থাকতেন আর সন্তান-সন্ততি না থাকতো, তাহলে সন্তানের কারণে যে পরীক্ষা এসেছিল, তিনি যেভাবে এর মুকাবিলা করেছেন এবং স্ত্রীদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করেছেন এর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আমাদের মাঝে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো? আমরা কীভাবে তা জানতে পারতাম? তাঁর প্রত্যেকটি কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ছিল।'** (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২৩, পৃষ্ঠা: ৩০০)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্পর্কেও বিভিন্ন আপত্তি রয়েছে, তিনি হুযূরের খুবই আদরের ছিলেন। তার বয়স নিয়েও অনেক আজেবাজে কথা বলা হয়। অথচ হযরত আয়েশা (রা.)-কেও কোন কোন রাতে তিনি (সা.) এ কথা বলতেন, **'আমি রাতভর আমার খোদার ইবাদত করতে চাই। কেননা তিনিই আমার সবচেয়ে বড় প্রেমাস্পদ।'** (দুররে মনসূর, ইমাম সিউতি, সূরা আদ্ দুখান, আয়াত ৪, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৫০, বৈরুত থেকে প্রকাশিত ২০০১ সালের মুদ্রণ)

অতএব যাদের মাথায় নোংরামী ছাড়া আর কিছু নেই তারা এমন অপবাদ আরোপ করতেই পারে আর করছেও এবং এমন কাজ হয়তো ভবিষ্যতেও করবে, যেকথা আমি পূর্বেও বলেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন– এমন সব লোক দিয়ে তিনি জাহান্নাম পূর্ণ করতে থাকবেন।

এদের এবং এদের সহযোগীদের খোদা তা'লার শাস্তিকে ভয় করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের জন্য বড়ই আত্মাভিমান রাখেন।'** (তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৮)

এ যুগে তিনি তাঁর মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করে আত্ম-সংশোধনের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তারা যদি হাসি-বিদ্রূপ ও অন্যায় থেকে বিরত না হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিও অতি কঠোর। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, সবদিকে বিপর্যয় আঘাত হানছে। আমেরিকাতেও ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে, আর তা পূর্বের চেয়ে আরো চরম রূপ ধারণ করছে। অর্থনৈতিক মন্দা বেড়েই চলেছে। জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জনবসতি পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বিপদ-আপদে আজ তারা পরিবেষ্টিত।

অতএব এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমালঙ্ঘনকারীদের উচিত খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হচ্ছে এর উল্টোটি। সীমালঙ্ঘনের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। যুগ-ইমাম সতর্ক করে দিয়েছেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন, জগদ্বাসী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই বাণী যা বার বার পুনরাবৃত্তির যোগ্য, প্রায়ই উপস্থাপন করা হয়, আজ আমি পুনরায় সেটি তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখ! খোদা তা'লা আমাকে ব্যাপক ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প হয়েছে, তদ্রূপ ইউরোপেও হয়েছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও হবে। এর মধ্যে কয়েকটি কিয়ামত-সদৃশ হবে এবং এত বেশি লোক মারা পড়বে, যার ফলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এ মৃত্যুর কবল থেকে পশুপাখিও রেহাই পাবে না। পৃথিবীতে এত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ কখনও দেখা যায় নি। অধিকাংশ স্থান লন্ডভন্ড হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনো কোন বসতিই ছিল না। এর পাশাপাশি আকাশ ও পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদাপদ দেখা দিবে, যা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের কোন বইয়ে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে কী ঘটতে যাচ্ছে? অনেকে রক্ষা পাবে আবার অনেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সন্নিকট বরং আমি তা তোমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত দেখতে পাচ্ছি। সেদিন জগদ্বাসী কিয়ামতের একটি দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে, কতক আকাশ থেকে এবং কতক ভূপৃষ্ঠ থেকে। এটি হবার কারণ হলো, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত পরিত্যাগ করেছে এবং মনপ্রাণ, সর্বশক্তি এবং সকল চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পার্থিবতায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত রীতি প্রকাশিত হয়ে গেছে– যা দীর্ঘকাল যাবত অন্তরালে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,**

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

(অর্থাৎ, 'এবং আমরা রসূল না পাঠিয়ে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।' সূরা বনী ইসরাঈল:১৬)

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প ও বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছো অথবা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করছো? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপের অবসান ঘটবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশও যে এসব থেকে নিরাপদ –একথা মনে করো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশুন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন এবং তাঁর চোখের সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নিরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে সমবেত করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্যি সত্যিই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; তওবা কর, যেন তোমাদের প্রতি করুণা করা যায়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়, মৃত।' (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২২, পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক- বুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঘৃণ্য ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করার সামর্থ দান করুন (আমীন)।

[পুণ:মূদ্রিত]

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-২৩)

ষষ্ঠতঃ একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের এবং একই ধর্মের বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী নাগরিক বসবাস করে।

একটি রাষ্ট্রে জন্ম–গ্রহণকারী যে কোন মতাদর্শের ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে সেই দেশের আইন প্রণয়নে অংশ–গ্রহণের অধিকার রাখে এবং জাতীয় সংসদের সদস্যপদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রধানের পদের অধিকারী হওয়ার মৌলিক অধিকার রাখে। এরূপ অবস্থায় একজন অ–মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা সংসদ সদস্য হিসেবে শরীয়া আইনের কার্যকারীতা এবং আইনী ধারার অনুমোদন, স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়গুলো অমুসলিম সদস্য বা রাষ্ট্র–নায়কের দ্বারা সম্পাদিত হলে ধর্মীয় বিধি–বিধানের বৈধ্যতা অমুসলিম অথবা বিরুদ্ধ পক্ষীয় কোন ধর্মীয় ফেরকার সদস্যের অবস্থান কি হবে এবং সেই বিধি–বিধান কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে? সরকার পরিচালনা ও আইন–প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ–ধারণার কোনো দেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে মৌলিক নাগরিক–অধিকার লাভ করে। আর এসব অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের আইন–প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের বিষয়টি।

সপ্তমতঃ রাজনৈতিক দল অবশ্যই আসে আর যায়। আজ যে–দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী, তারা কাল সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে পারে। সকলের আশা পূরণ হয় না, বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু,নীতিগতভাবে প্রত্যেকে নিজ মতামত অন্য দলের সামনে প্রকাশ করার ন্যায্য ও সমান অধিকার রাখে। কিন্তু, যদি কোনো একটি শরীয়ত বা ধর্ম কোন দেশের আইন হিসেবে নির্ধারিত হয়, তখন কী হবে? যদি কোনো দেশে মুসলিম-আইন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই ভূ-খন্ডে বসবাসকারী [মুসলমান ছাড়া] আর সবাই দ্বিতীয়,তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গন্য হবে। দেশে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না

৪। ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করলে তার পরিণতি কি হবে?

ধর্মগ্রহণ এবং ধর্ম বর্জন করা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত মৌলিক মানবাধিকার। কোন সরকার যদি একজন কলেমা–পাঠকারীকে অমুসলমান বানাতে পারে, তাহলে একজন অমুসলমানকে (যেমন একই দেশে বসবাসকারী হিন্দু বা খৃষ্টানকে) সরকারী ঘোষণা দ্বারা মুসলমান বানাতে পারবে কি–যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ না করে? কোন দেশের সরকার এই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে পৃথিবীব্যাপী এমন একটি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে যা কোন স্বল্প–বুদ্ধি–বিশিষ্ট মোল্লাতন্ত্রী পন্ডিতদের মাথায় ঢুকবে কিনা সন্দেহ।

প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত–স্বরূপ, যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংসদ (বৃটিশ পার্লামেন্ট) যদি সেদেশের মুসলমানদেরকে এবং হিন্দুদেরকে খৃষ্টান বলে গন্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে কি তারা খৃষ্টান হয়ে যাবে?

আইন–প্রণয়ন দ্বারা এটা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে এই কথার সমর্থনে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্ম–গ্রন্থাবলীতে এমন কোন নির্দেশ বা দৃষ্টান্ত আছে কি? একটি সহজ কথা হলোঃ শক্তি দ্বারা মাথা নত করা যেতে পারে, কিন্তু হৃদয়–মন জয় করা যেতে পারে না। সেই শক্তি অস্ত্র অথবা সংখ্যা গরিষ্ঠতার শক্তি যাই হোক না কেন। এই বিষয়টি যে কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধি করা যত সহজ, একজন মোল্লা–পন্থীর পক্ষে তত সহজ নয়। তাই যখন মোল্লারা যুক্তিতে পারে না, তখন তারা লাঠি-সোটা নিয়ে সশস্ত্র জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং দেশীয় সরকারকে রাজনৈতিক সাহায্য–সমর্থন প্রদানের বিনিময়ে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলশ্রুতিতে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান–সহ বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ গুলোতে মৌলবাদী এবং চরমপন্থী চক্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দেশে দেশে নৈরাজ্য এবং সহিংসতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে ফিরকাবাজী এবং ফতোয়া–বাজীর

কারণে দৃশ্যমান অধোগতি ছাড়াও ঐ সকল দেশ আত্ন–বিধ্বংসী কলহ–কোন্দলের কারণে আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রেও ক্রমান্বয়ে অকার্যকার রাষ্ট্রে (Failed State) পরিণত হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একদেশে মুসলিম এবং অন্যদেশে অ–মুসলিম হওয়ার গোলক–ধাঁধা ।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। তাই কোন দেশের সংকীর্ণমনা মোল্লা–মৌলবীদের চাপে এবং এই ধর্মের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং অপরিনাম–দর্শিতার কারণে ইসলামের একজন অনুসারীকে অমুসলিম ঘোষণা করলেও সেই ব্যক্তি যখন সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী কোন দেশে বেড়াতে যাবে তখন সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলে মোল্লাদের অপরিনাম–দর্শীতার অবস্থান কি হবে? বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি (সুরা নূরঃ ৫৬ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস) অনুযায়ী খেলাফত ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমান যুগের ৭২ দলের মোল্লারা দেশীয় সরকারের দ্বারস্থ হয়ে থাকে তাদের খেয়াল-খুশী মত রচিত রাজনীতিঘেষা দাবী-নামার বস্তা-ব্যাগ নিয়ে। তারা ভুলে যায় যে, এই সকল দাবীর সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী খেলাফতের (যদি সেই ঐশী মনোনীত খেলাফতের অস্তিত্ব থাকে) কাছেই করা যায় যে খেলাফতের সকল কর্ম–কান্ড নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একাধিক ধর্মের অনুসারীদের এবং ধর্মীয় একাধিক ফিরকার অনুসারীদের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় সংসদ–সদস্যগণ এবং রাষ্ট্রের পক্ষে কে মুসলমান এবং কে মুসলমান নয় তা নিরূপণ করার প্রশ্নটাই অযৌক্তিক এবং অবান্তর।

তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং একই দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের এবং একই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ফিরকার অনুসারীদের ব্যাপারে শরীয়া আইন জটিল সমস্যাবলী সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমান যুগের শতধা–বিভক্ত এবং নেতৃত্বহীন মুসলিম সমাজ গায়ের জোরে (সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে এবং মোল্লাদের উস্কানীমূলক কারসাজিতে) প্রণীত শরীয়া আইনের ফলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের উপর শরীয়া আইনের যে ধরনের প্রভাব পড়বে তা খুবই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে যদি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর আরোপ করা হয়, তাহলে কী হবে, তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। এই প্রশ্ন শুধু ভারতের নয়, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিবে। অপরিনামদর্শী মোল্লাদের পক্ষে এই সকল জটিল পরিস্থিতি উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সত্যিকার ইসলামী পরিবেশে মুসলিম এবং অমুসলিম সকলে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা–চুক্তির মাধ্যমে (মদীনা সনদের দৃষ্টান্ত পরে আলোচনা করা হবে) বসবাস করতে কোন অসুবিধা নাই।

৫। শরীয়া আইন প্রচলনের জন্য–উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনঃ

উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া যেমন কোন শষ্য এবং ফল-ফলাদী আবাদ করা সম্ভব নয়, তেমনি সুস্থ পরিমন্ডল ব্যতীত শরীয়া আইনের প্রতিষ্ঠা এবং বলবৎ করা সম্ভব নয়। ধর্মীয় ইতিহাস এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে যে, সকল নবীই প্রথমে সেই সুস্থ পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন যাতে ঐশী আইন প্রচলন করা যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এজন্য তাঁরা কখনই বল–প্রয়োগ করেন নাই। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সুশিক্ষিত হওয়ার এবং আদর্শগত উৎকর্ষতা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এবং ধাপে ধাপে সুশৃংখল পদ্ধতির মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সত্যিকার অর্থে শরীয়া আইন প্রচলন করা সম্ভবপর ছিল। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিচে হলো।

(ক) ধর্মীয় ব্যাপারে ঐক্যমতঃ

শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম ধর্মীয় ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা প্রধান শর্ত। বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম বিবাদমান ফেরকাগুলোকে আধ্যাত্মিকভাবে খেলাফত ভিত্তিক এক প্লাটফর্মের অধীনে অস্ত্রবলের পরিবর্তে যুক্তি-জ্ঞান ও হৃদয় জয়ের মাধ্যমে একতাবদ্ধ করতে পারলে শরীয়া আইন বলবৎ করা সম্ভবপর হবে। খোদা তা'লার আইন অবশ্যই প্রচলিত হবে, তবে তা সেই সুশৃংখল পদ্ধতিতে হবে যা খোদাতালা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন।

(খ) নৈতিক শিক্ষার আবশ্যকতাঃ

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যাতে কেউ অপ–ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে। শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নৈতিক এবং আদর্শগত সুশিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(গ) সামাজিক সচেতনতাঃ

শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার নামে কোন কোন দেশে যে ধরনের মোল্লাতন্ত্রের দ্বারা জঙ্গীবাদী এবং আত্ম-বিধ্বংসী কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোর সংঙ্গে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর জীবনাদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টি জন–সম্মুখে সুস্পষ্টীকরনের প্রচেষ্টা করতে হবে এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) কলমের জিহাদ তথা যুক্তি–জ্ঞানের মাধ্যমে হৃদয়–জয়ের প্রচেষ্টাঃ

ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতার আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হবে। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থ–সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে অপ–ব্যবহারের সকল প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ঘাড়ের উপরে একবার জঙ্গীবাদ উঠে বসলে তাকে আর নামানো যাবে না, জঙ্গীবাদীরা দেশে দেশে তথা পৃথিবীকে আত্ন–বিদ্ধংসী পথে পরিচালিত করতে থাকবে এবং ইসলামের বদনাম চরমে পৌঁছাবে। ফলে ইসলাম-বিদ্বেষীরা আরো সুযোগ পাবে এবং অপ–প্রচার আরো বেড়ে যাবে। তাই ইসলামের বিস্তারের জন্য অস্ত্র নয়, বরং কলমের জিহাদ তথা সুশিক্ষা এবং যুক্তি–জ্ঞান দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার মত আদর্শ–ভিত্তিক ঐশী–অনুমোদিত নেতৃত্বের প্রয়োজন সর্বাধিক।

(ঙ) বাস্তবক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবন-ধারা কতখানি ইসলাম সম্মত?

সমস্যার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছেঃ তা হলো, অধিকাংশ দেশের মুসলমানদের জীবনধারা সত্যিকার অর্থে গভীরভাবে ইসলামী নয়। চিন্তা করে দেখুন,

দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার জন্য শরীয়া আইনের প্রয়োজন নেই। নিজে সৎভাবে জীবনযাপন করার জন্যও কোনো শরীয়া আইনের দরকার হয় না। সত্য কথা বলার জন্য, আদালতে বা অন্য কোথাও সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়া আইনের কোন প্রয়োজন নেই। একটি সমাজ, যেখানে ডাকাতি, গুম, খুন, ছিনতাই, রাহাজানী নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিরাজ করে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অন্যের অধিকার-হরণ, যেখানে সত্যবাদী-সাক্ষ্যদাতার সন্ধান কদাচিৎ মিলে, যেখানে নিত্যদিনের কথোপকথন নোংরা-ভাষায় পরিপূর্ণ, যেখানে মানব-আচরনে শালীনতার কোনে অংশই আর বাকি নেই, যেখানে ঘুষ ও দূর্নীতির মহা-প্লাবন সমাজের সর্বস্থানে প্রবাহমান-সেখানে শরীয়া-আইনের কী সুফল আপনারা আশা করতে পারেন? এরকম কোন একটি দেশে প্রকৃতপক্ষে কীভাবে শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব-এটাই প্রশ্ন।

(চ) শুধু মৌখিক সহানুভূতি দিয়ে মূল সমস্যার সামাধান করা যায় না।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে মৌখিকভাবে একতা ও সংহতির কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে বিপদে-আপদে সত্যিকার অর্থে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এবং বিপদ-গ্রস্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র এগিয়ে আসছে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মধ্য-প্রাচ্যের সাম্প্রতিক ভয়াবহ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াই, আত্ম-বিদ্ধংসী আক্রমণ এবং ইস্রায়েল রাষ্ট্রের গণহত্যামূলক আক্রমণের কথা সর্বজনবিদিত। এই মুহূর্তে যদি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্ব-মুসলিম জন-সাধারনের আত্মোপলদ্ধি না হয়, ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে অনুসরণ করা না হয়, তাহ'লে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

(ছ) সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যবাদী এবং শান্তিবাদীদের দ্বারাই।

ইসলাম যে সত্য, সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছে তা কখনই মিথ্যা এবং কপটতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, বর্শা-বল্লম, যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ দ্বারা সত্যের বিজয় হবে না। বরং যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্য-সমর্থনমূলক প্রমাণের আলোকে নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টামূলক কলমের জিহাদের মাধ্যমেই সত্যের মহা-বিজয় বাস্তবায়িত হবে ঐশী-প্রতিশ্রুত নেতৃত্বাধীনে গৃহিত প্রকৃত ইসলামী পথ ও পন্থা অবলম্বনে। (সূরা সাফঃ ১০, সূরা জুমুআঃ ৩-৪, সূরা ফাতহ ঃ ২৯, সূরা নহলঃ ১২৬, সূরা নুর ৫৬ ও সংশ্লিষ্ট হাদীস)।

৬। আশার আলোঃ মদীনা সনদের মহা-বারতা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো সর্বকালের সকল মানুষের সার্বিক কল্যানের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল আম্বিয়াঃ ১০৮)। আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস এই যে, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং অনুকূল পরিবেশে শরীয়া আইন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব। এ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক অনুসৃত 'মদীনা সনদ' এর উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই মহা-সনদ এমন একটি দলিল যার মাধ্যমে একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের জন্য স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এই সনদকে ঐতিহাসিকগণ বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান (First Written Constitution) বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ পক্ষে সকল মানুষের জন্য বিশেষত বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য এই সনদই আশার আলোক-বর্তিকা স্বরূপ।

(চলবে)

MTA INTERNATIONAL বিজ্ঞপ্তী

এমটিএ-এর 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' সংবাদ প্রচারে করণীয়

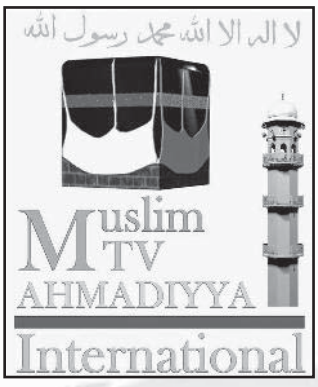

জেনে আনন্দিত হবেন যে, নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষায় এমটিএ-তে 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ' প্রচার হচ্ছে যা প্রতি শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় প্রচারিত হয় এবং পুন:প্রচার করা হয় একই সময় সোমবার।

এমটিএ 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' স্থানীয় জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যে সংবাদটি প্রচার করতে চান তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

২। যে সংবাদটি পাঠাচ্ছেন তার ছবি অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং যত বেশি ছবি পাঠানো সম্ভব দিবেন।

৩। অনেক দিনের পুরনো সংবাদ না পাঠানোই ভালো।

৪। ই-মেইলে সংবাদ পাঠালেই ভালো, তবে ছবি অবশ্যই ই-মেইলে পাঠাবেন।

সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা-
পাক্ষিক আহমদী
(আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ বিভাগ)
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল-০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইলঃ masumon83@yahoo.com

যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

আমার ভীসা পাওয়ার খবর শুনে হুযূর (আই.) বলেছিলেন, আমি জলসা দেখতে পেলাম না। তবে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউ.কে'র ৩২তম বার্ষিক ইজতেমা দেখতে পারব।

১৭,১৮, ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪ইং মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ৩২তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-এর প্রাঙ্গনে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। প্রায় ২২০০ এর বেশী আনসার ভাই এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া অনেক খোদ্দাম আর আতফালও অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ইজতেমার সমাপনী ভাষণ দিয়েছিলেন।

মাঝের দিন শনিবার বিকেলে আমাকে বক্তৃতার সুযোগ দিলেন। আমার বক্তৃতা রিপোর্ট সাপ্তাহিক "আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন"-এর ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ সংখ্যার পৃষ্ঠা ২ এ ছেপেছে। যার অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম:

"প্রায় ৫টার সময়ে মুকাররম ইমদাদুর রহমান সাহেব, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ তার বক্তৃতায় বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের বিরোধী আর এর জবাবে বাংলাদেশ জামা'তের কুরবানীর বর্ণনা দিলেন। বাঙ্গালী আহমদীদের কুরবানীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কয়েকবার আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি কুরবানীর বেশ কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করেন যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জান্নাত কেবল মৃত্যুর পরে নয় বরং ইহজীবনেই লাভ হয়ে যায়। তিনি বলেন, মানুষকে বয়আত করাতে হলে অনেক দোয়া করতে হয়; রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র দরবারে বুকভাঙ্গা ক্রন্দনময় দোয়া জরুরী।"

আমার বক্তৃতা সম্পর্কে অগণিত আনসার খুব ভাল ভাল মন্তব্য আর মোবারকবাদ দিয়েছেন। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব খুব জোর দিয়ে বলেলেন, "খুব ভাল হয়েছে।" আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব বললেন, "যারা আপনাকে দেখার ও বলার সুযোগ পান নি তারা আমাদেরকে মোবারকবাদ দিচ্ছেন।" আমাকেও অনেকে দেখা করে মোবারকবাদ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) মুলাকাতের সময় বললেন, "আপনি নাকি খুব জোরালো বক্তৃতা দিয়েছেন?" (উর্দূতে বলে "ধুঁয়াধার বক্তৃতা"- জ্বালাময়ী বা বজ্রকণ্ঠ বক্তৃতা) হুযূর তারপর বললেন, "ধুঁয়া বেশী ছিল না ধার বেশী ছিল?" আমি প্রথমত বুঝতে

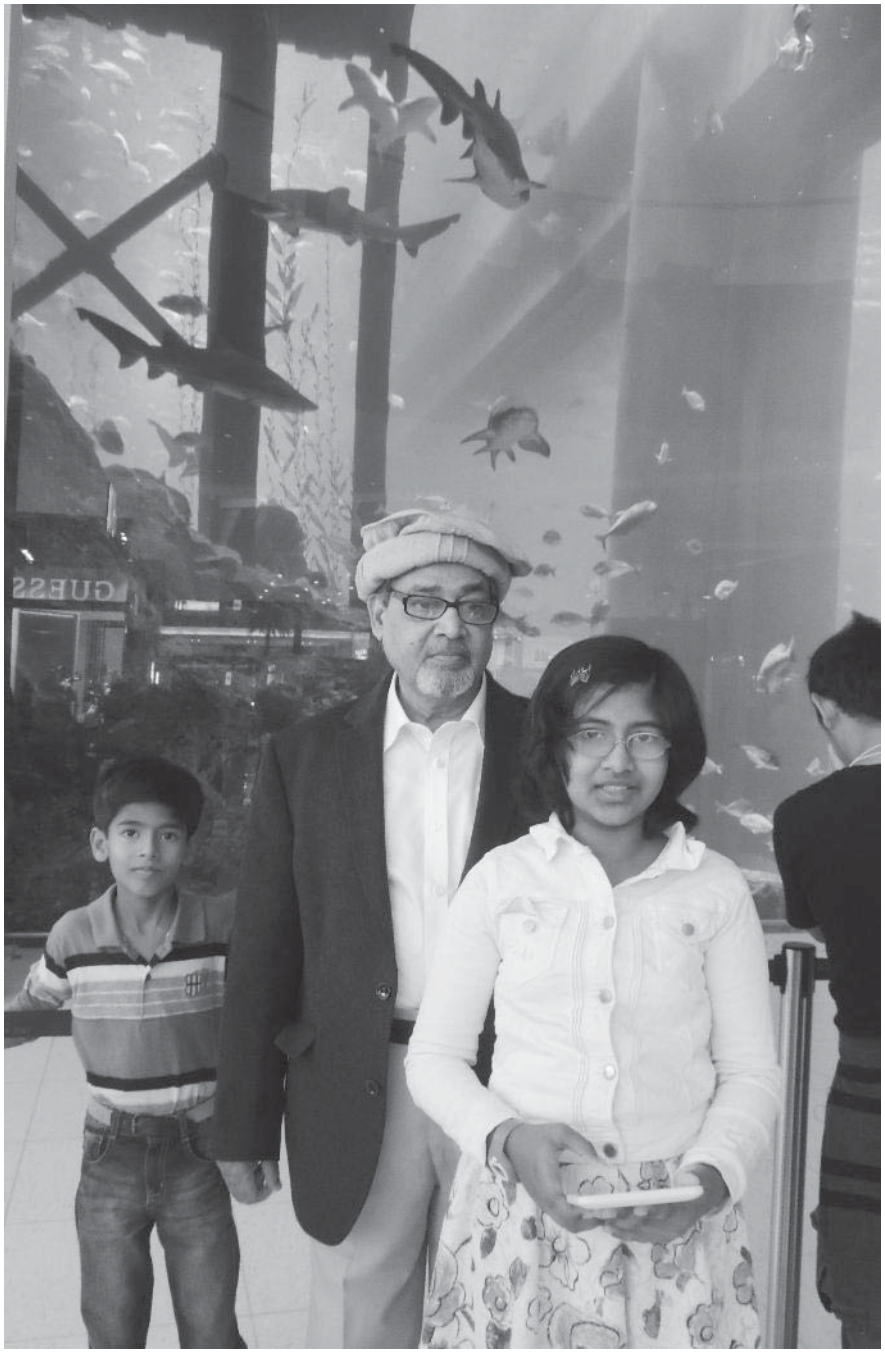

পারলাম না। ভাবলাম, ধুঁয়া আর ধার তো আলাদা হয় না। তারপর চিন্তা করে বললাম 'ধার বেশী ছিল'। অর্থাৎ শুধু তর্জন গর্জনই ছিল না বরং শ্রোতাদের অন্তরে ভাল প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আসলেই আমি মনে করি বেশ কয়েকটি ভাল কথা আল্লাহ্‌র ফযলে বলতে পেরেছি। (আল্লাহ্ কল্যান করুন)

লন্ডন সফর শেষে ৫ই নভেম্বর ফিরতি পথে দুবাইয়ে দুই দিন অবস্থানের অনুমতি হযরত সাহেবের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। দুবাইয়ে আমার বড় মেয়ে ও জামাই ফরিদ নিযাম থাকেন। তাদের জোর দাবী ছিল সেখানে আমি যেন কমপক্ষে ১০-১৫ দিন অবস্থান করি। মেয়ে জামাই তো এমন বলবেনই, তাই বলে এত দিন থাকতে হয় নাকি? আমি এরকম ভেবেছিলাম।

সেখানে আমার এক বড় কুটুম্ব মুহিবুর রহমান মুহিতও থাকেন। দুবাই সফর শেষে তাকে বললাম, "ভাই! তুমি ভাল কর নি, আমাকে কেন বললে না যে কমপক্ষে ১০দিন সময় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল!"

দুবাই দেখে খুবই অভিভূত হয়েছি। সব কিছু লিখতে পারছি না। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। অনেক আহমদী সেখানে আর অনেকে দেখা করতে চান। দুবাই দেখার সুযোগ পেলাম না। এটাই সত্যি কথা। প্রথম দিন কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দেখা করতে আসলেন। পরের দিন শুক্রবার। আমীর সাহেব বারবার পয়গাম দিচ্ছিলেন, তিনি দেখা করতে আসতে চান। কিন্তু তিনি খোদ্দামদের ইজতেমায় আটকে আছেন। অতএব আমি সেখানে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, সময় যদিও নাই তবুও বক্তৃতা করতে হবে। তাই বক্তৃতা করতে হল। খোদ্দামদের আমি চিনতাম না। কিন্তু তাদের চোখে মুখে বিরাট ভালোবাসা দেখলাম। কারো সাথে বসে কথা বলার সময় ছিল না। তাদের আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আল্লাহ্ সকলের মঙ্গল করুন।

কিছুই দেখতে পারলাম না। অন্য এক সেন্টারে জুমুআ পড়াতে হল। তারপর মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য ঘুরতে বের হলাম। মাত্র একটি শপিং মল, দুবাই মলে তিন ঘন্টা ঘুরেও পুরোটা দেখে শেষ করতে পারলাম না। শপিং মল কী?- এর মধ্যে কৃত্রিম পাহাড় আছে, জলপ্রপাত আছে, আইস স্কেটিং এর ব্যাবস্থা আছে। লেক আছে যাতে নৌকা ভ্রমণ করা যায়। এ্যাকুরিয়াম এর ভেতরে হাঙ্গরসহ অনেক প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ দেখা যায়। বাইরে থেকে বিনা পয়সায় দেখার সুয়োগ আছে। টানেলে ঢুকতে হলে পয়সা গুনতে হবে। টানেলে ঢুকলে মনে হবে সমুদ্রের ভেতরেই আছি। জলজ প্রাণীর চিড়িয়াখানা আছে। জানি না তিন তলা না পাঁচ তলা বিশাল বিল্ডিং এর ভিতরে সবকিছু। কৃত্রিম লেকে অপূর্ব লাইট, ওয়াটার এণ্ড মিউজিক শো দেখানো হয়। রাতের অন্ধকারে আলো মিশ্রিত পানির ফোয়ারা। বলে বোঝাতে পারব না। পাশেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ টাওয়ার বুর্জ খলীফা, মানুষের হাতের অপূর্ব সৃষ্টি। টেলিভিশনে মাঝে মাঝে এক ঝলক দেখানো হয়।

দুবাই পুরোপুরি মরুভূমি। কিন্তু সেখানে এত আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ভীড় করছে। সবশেষে বড় কুটুম্ব মুহিবুর রহমান মুহিতের বাসায় রাতের খাবার খেতে গেলাম। পরের দিন শনিবার দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

বিখ্যাত খৃষ্টান পাদ্রী ডক্টর হেনরী মার্টিন ক্লার্ক হত্যা মামলার ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

মওলানা জাফর আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

পাদ্রী ডঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক হত্যা মামলা ১আগষ্ট ১৮৯৭ইং

হযরত আকদাস (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রুশ ধ্বংস করা। এ কারনে তিনি কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। ১৮৯৩ইং সালে অমৃতসরের বাড়িতে ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে তাঁর (আ.) বিখ্যাত ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ হয় যা জঙ্গে মুকাদ্দাস নামে সুপ্রসিদ্ধ। সেই ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে ড. মার্টিন ক্লার্কও অংশ নিয়েছিলেন। উক্ত ধর্মীয় আলোচনার পরে আব্দুল্লাহ্ আথম যখন প্রত্যাবর্তনের চুক্তি থেকে ফায়দা হাসিল করে মৃত্যুবরণ করলেন এতে পাদ্রীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন অবস্থার অবতারণা হয়। এতে ড. মার্টিন ক্লার্কই সবচেয়ে বেশি দু:খিত ও রাগান্বিত হন এবং সে কোন না কোন ভাবে হযরত আকদাসের (আ.) ক্ষতি করার সুযোগের প্রতিক্ষায় থাকেন। সুতরাং আড়িয়াদের প্রখ্যাত নেতা পন্ডিত লেখরামের নিহত হওয়ার ফলে তাদের মাঝেও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু ড. মার্টিন ক্লার্কেরও একটি সুযোগ হাতে আসে। দু'দলই যেহেতু হযরত আকদাসের ক্ষতি করার সুযোগে ছিল তাই তারা এক দল হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আব্দুল হামিদের ফিতনাঃ

হযরত মৌলভী গাজী বুরহান উদ্দীন সাহেব জেহলমীর এক লম্পট ভাতিজার নাম আব্দুল হামিদ। ধর্মের সাথে তার কোন দূরতম সম্পর্ক নাই। কিন্তু জাগতিক লাভের জন্য সে ধর্ম পরিবর্তন করতে থাকতো। কাকতালীয়ভাবে ১৮৯৭ইং সালে সে কাদীয়ান পৌঁছায় এবং বয়াত করার জন্য অনেক পীড়াপিড়ি করে। কিন্তু সে সফল হয়নি। হযরত আকদাস (আ.) নিজ অর্ন্তদৃষ্টিতে তার কাদীয়ানে অবস্থানের ব্যপারে হৃদয় থেকে অনুমতি দিতে চাহেন নাই। বরং তাকে কাদীয়ান থেকে বের করে দেয়া হয়। সুতরাং সে কাদীয়ান থেকে বের হয়ে সরাসরি অমৃতসরে চলে যায়। প্রথমে তো পাদ্রী এইচ.জি.গ্রে সাহেবের নিকট যায়। কিন্তু তিনি তাকে লম্পট মনে করে নিজের কাছে আশ্রয় দেন নি। এরপর সে ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্কের নিকট যায়। ড. সাহেব তার কাদীয়ান থেকে সরাসরি অমৃতসরে আসার কথা জেনে তার আগমনকে তিনি গনিমত মনে করেন। হযরত আকদাসের (আ.)-এর বিরুদ্ধে তিনি যে ষড়যন্ত্র লালন পালন করেছিলেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য তার অধীনস্ত পাদ্রীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আব্দুল হামিদকে লোভ ও ভয় দেখিয়ে রাযী করিয়ে নেয়। অর্থাৎ সে আদালতে আমার সাথে গিয়ে এই স্বীকারোক্তী দিবে (হযরত) মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী আমাকে অমৃতসরে ড. মর্টিন ক্লার্ককে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছেন।

আব্দুল হামিদ এ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়। পাদ্রী সাহেব তাকে সাথে নিয়ে অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনার এ ই মার্টিনো আদালতে পৌঁছায়। আব্দুল হামিদ ড. মার্টিন ক্লার্কের ইচ্ছা মোতাবেক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করানোর পর ড. মার্টিন ক্লার্ক নিজের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করায়। ডিপুটি কমিশনার দু'জনের জবানবন্দী নেয়ার পরে ১ আগষ্ট ১৮৯৭ইং সালে হযরত আকদাসের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করে। উক্ত ওয়ারেন্টে জামানতের জন্য চল্লিশ হাজার রুপী এবং মুচলেকার জন্য বিশ হাজার রুপীর উল্লেখ ছিল। কিন্তু খোদাতা'লার কুদরতে সেই ওয়ারেন্ট দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তা গুরুদাসপুর পৌঁছায় নি। না জানি কোথায় হারিয়ে গেছে। এদিকে খৃষ্টান ও বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা প্রতিদিন মির্যা সাহেবের হাতে হাতকড়ি পড়া থাকবে এবং তিনি পুলিশের তদারকিতে রেলগাড়ী থেকে নামবেন এ দৃশ্য দেখার জন্য অমৃতসর ষ্টেশনে আসত।

এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৭ আগষ্ট ১৮৯৭ইং

অমৃতসরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজের ভুলের কথা মনে পড়ল। আইন অনুযায়ী তিনি অন্য এলাকার বাসিন্দার ব্যপারে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করার কোন ক্ষমতাই রাখেন। তিনি গুরুদাসপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেন আমি ১ আগষ্ট ১৮৯৭ইং যে আদেশ দিয়েছিলাম সেই ওয়ারেন্টের কার্যক্রম যেন বন্ধ রাখা হয়। এতে গুরুদাসপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ খুবই আশ্চর্য হল কবে এরূপ ওয়ারেন্ট এসেছে যার কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। পরিশেষে অফিসের রেজিষ্টার দেখার

পরে সেই মামলার কাজ পরিবর্তিত হয়ে গুরুদাসপুরের ডিপুটি কমিশনারের তত্বাবধানে আসে। গুরুদাসপুরের ডিপুটি কমিশনারের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এটার উদ্রেক করে দিয়েছেন যে এ মামলা সন্দেহপূর্ণ। ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্ক ও তার ওকীলদের শত বাড়াবাড়ি ও চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্বেও তিনি হযরত আকদাসের নামে ওয়ারেন্ট জারি করার পরিবর্তে সমন জারি করেন। তাতে ১০ আগষ্ট ১৮৯৭ইং: সালে বাটালা গিয়ে হাজিরা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্ধারিত তারিখে হযরত আকদাস বাটালা পৌঁছান। সেই দিন হযরত আকদাসের সামনেই ড. মার্টিন ক্লার্কের জবানবন্দী নেয়া হয়। সে নিজের জবানবন্দীতে কোন নতুন কথা বলেনি। বরং অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনারের নিকট যে জবানবন্দী দিয়েছিল তাই পুনরাবৃত্তি করে। আগষ্টের ১২ও ১৩ তারিখেও ড. সাহেবেরই জবানবন্দী নেয়া হয়।

আব্দুল হামিদের জবানবন্দী:

সেই দিন আব্দুল হামিদেরও জবানবন্দী নেয়া হয়। সে অমৃতসরের জবানবন্দীরই পুনরাবৃত্তি করে। এবার তার জবানবন্দীতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্বের তুলনায় বেশী ছিল। জবানবন্দীর পরে খৃষ্টানরা তাকে দিয়ে বলায় যেহেতু আমার জীবন নাশের আশংকা রয়েছে তাই আমাকে ড. মার্টিন ক্লার্কের নিকট অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হোক।

মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর স্বাক্ষ্য:

এ মামলায় মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী খৃষ্টানদের পক্ষে স্বাক্ষী ছিল। জবানবন্দী দেয়ার জন্য যখন সে ডিপুটি কমিশনারের কক্ষে পৌঁছায় তো সে মনে করেছিল হযরত আকদাসকে গ্রেফতার অবস্থায় দেখবে। কিন্তু যখন সে কক্ষে প্রবেশ করল তো দেখল হযরত আকদাস চেয়ারে বসে আছেন। এটা দেখে সেও ডিপুটি কমিশনারের কাছে চেয়ারের আবেদন করল। এর উত্তরে কমিশনার সাহেব বলেন তুমি আদালতে চেয়ার পাবে না। কিন্তু মৌলবী সাহেব জোর দিয়ে বলল আমি এবং আমার পিতা উভয়েই চেয়ার পেয়ে থাকি। এটা শুনে বাহাদুর সাহেব রাগান্বিত হয়ে বলেন তুমি মিথ্যাবাদী। না তুমি চেয়ার পাবে আর না তোমার পিতা রহিম বখশ চেয়ার পেত। তখন মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বলেন লাট সাহেব যে আমাকে চেয়ার দিতেন সেটার একটি চিরকুট আমার নিকট আছে। এটা শুনে ডিপুটি কমিশনার অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, "বক বক করনা পিছনে যাও আর সোজা হয়ে দাড়াঁও।* "স্বাক্ষ্য প্রদান শেষে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের জবানবন্দীতে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি সম্ভব তা আরোপ করে।

অপরদিকে হযরত আকদাসের সাথে ব্যবহার কিরূপ ছিল তা এই ঘটনা থেকে জানা যায়, একবার তাঁর (আ.)-এর উকিল মৌলবী ফজল দ্বীন সাহেব মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে এমন প্রশ্ন করল যার ফলে তার চরিত্রের উপর কলঙ্ক লাগতে পারে। হযরত আকদাস দ্রুত নিজের চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে মৌলবী ফজল দ্বীন সাহেবের মুখের দিকে হাত উঠিয়ে বলেন আমি আপনাকে এ ধরনের প্রশ্ন করার অনুমতি দিচ্ছি না। মৌলবী মুহাম্মদ হোসেনের অবনত মস্তক এবং হযরত আকদাসের উত্তম গুনাবলী ও দৃঢ় সাহসিকতা দেখে ডিপুটি কমিশনার সাহেবের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহজ হয় যে মৌলবী সাহেব (হযরত) মির্যা সাহেবের শত্রু আর তার জবানবন্দী অপ্রয়োজনীয় ও অবিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং তিনি নিজের রায়ে মৌলবী সাহেবের স্বাক্ষীর উল্লেখই করেন নি। সাক্ষ্য প্রদান করার পর মৌলভী সাহেব আদালত কক্ষ থেকে বাহিরে বের হয়ে ভিতরের ঘটনাকে ধামা চাপা দেয়ার জন্য বাহিরের কক্ষের একটি চেয়ারে বসেন। যেহেতু পিয়নের এটা জানা ছিল, এ ব্যক্তি ভিতরে চেয়ার পায় নি তাই সে মৌলভী সাহেবকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেয়। এরপর মৌলভী সাহেব পুলিশের কক্ষের দিকে যায় আর কাকতালীয়ভাবে বাহিরের ঘরে আর একটি চেয়ার পাতানো ছিল তিনি সেটিতে বসেন। তিনি কেবল চেয়ারে বসেছিলেন তখনই ক্যাপ্টেন সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। তিনি তৎক্ষনাৎ একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে মৌলভী সাহেবকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেন। হাজার হাজার লোকজন মৌলভী সাহেবের এই অপমান প্রত্যক্ষ করেন। তারা এটা বিশ্বাস করেছে, মৌলভী সাহেবের অপমানিত হওয়ার কারন হচ্ছে একটি মিথ্যা মামলায় পাদ্রীদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা। এরপর মৌলভী সাহেব বাহিরে আদালত প্রাঙ্গনের মাঠে আসেন এবং এক ব্যক্তির চাদর নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তাতে বসেন। চাদরের মালিক মৌলভী সাহেবের নীচ থেকে চাদর টেনে নিয়ে বলল, সম্মানিত মুসলমান ব্যক্তি হয়ে এমন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান! আরো জানা যায় মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর এ অবস্থা দেখে মওলানা হেকিম নুরুদ্দিন (রা) তাকে জামা'তের অন্যান্য সদস্য যেখানে বসেছিলেন সেখানে তাকে বসার জায়গা দেন। বলেন মৌলভী সাহেব আপনি আমাদের এখানে এসে বসুন।

আড়ীয়া উকিল পন্ডিত রাম ভজরতের উকালতিঃ

আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি, লেখরামের নিহত হওয়ার কারনে আর্যরাও এ মামলায় খৃষ্টানদের সাহায্য করেছে। সুতরাং এ মামলায় আর্য্য উকিল পন্ডিত রাম ভজরত সাহেবও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কিভাবে এসেছেন? তিনি পরিস্কার বললেন, আমি তো কোন মামলা নেই নি। আমি পন্ডিত লেখরামের হত্যার কোন তথ্য পাওয়ার আশায় অংশ নিয়েছি।

ক্যাপটেন ডগলাসের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রভাবঃ

ক্যাপ্টেন ডগলাস ডেপুটি কমিশনারের নথি মরহুম রাজা গোলাম হায়দার সাহেবের বর্ণনা হচ্ছে, যখন বাটালায় ১৩ আগষ্ট মামলার কার্যক্রম শেষ হয়েছে আর আমি গুরুদাসপুর যাওয়ার জন্য বাটালা ষ্টেশনে

(টিকা: এ সকল বর্ণনা হযরত আকদাস রচিত "কিতাবুল বাড়ীয়ায়" লিপিবদ্ধ আছে। তার ও মৌলবী সাহেবের মাঝে এক হাতের চেয়েও কম জায়গা ছিল এজন্য বাহাদুর সাহেব মৌলবী সাহেবকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন। এ কারনে বাহাদুর সাহেবকে মৌলবী সাহেবের চেহারা দেখার জন্য হেলে কথা বলতে হত। [লেখক])

পৌঁছাই তখনো গাড়ি আসতে দেড়ি ছিল। বাহাদুর সাহেব ডেপুটি কমিশনার প্লাট ফরমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন। আমি তার এ অবস্থা দেখে দুঃসাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার কি ব্যাপার? আপনাকে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হচ্ছে। বাহাদুর সাহেব উত্তর দিলেন, আমি এ মামলার ব্যাপারে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ কেননা যেদিকেই তাকাই সেদিকেই শুধু মির্যা সাহেবের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। তিনি মির্যা সাহেব বলেন তোমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায় বিচার করা সেটা হাত ছাড়া কারো না। তাছাড়া এ মামলায় শত্রুতা ও ঝগড়ার বিষয়টিও স্পষ্ট। আমি বুঝতে পারছিনা, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পরামর্শের আকারে নিবেদন করলাম আপনি আব্দুল হামিদকে খৃষ্টানদের নিকট থেকে পৃথক করে পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিন তাহলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে। বাহাদুর সাহেব দ্রুত রেলওয়ে অফিসে গিয়ে পুলিশের কর্মকর্তার নামে একটি নির্দেশনামা লিখেন এবং তারপর আমরা গুরুদাসপুর চলে যাই।

কিছুদিন পরে ২০ তারিখ সকালে পিয়ন আমাকে ডাকতে আসল। আমি যাওয়ার পর জানতে পারলাম পুলিশের ক্যাপ্টেন মিঃ লি চান্ড আব্দুল হামিদের বিস্তারিত জবানবন্দী লিখে এনেছেন। ডিপুটি কমিশনার সাহেবের তা সত্যায়ন করতে হবে। পুলিশের ক্যাপ্টেনের সামনে আব্দুল হামিদ তো পূর্বের সেই মিথ্যা গল্পই বর্ণনা করেছিল। কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন আমাদের সময় নষ্ট করো না। আমরা কেবল প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই। তখন সে ক্যাপ্টেন বাহাদুর সাহেবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে যায়। সে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগল আমার প্রথম জবানবন্দী সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। ড. মার্টিন ক্লার্ক ও তার সহপাঠিরা ভয় ও ধমকি এবং বিভিন্ন ধরনের লোভ লালসা দেখিয়ে আমাকে দিয়ে এ জবানবন্দী দেয়ায়। এমন কি আমি যে সকল কথা ভুলে যেতাম তা পেন্সিল দিয়ে আমার হাতে লিখে দিত যেন আমি তা দেখে দেখে যথাসময়ে বর্ণনা করতে পারি। আসলে সত্য কথা হচ্ছে মির্যা সাহেব কখনো আমাকে ডঃ মার্টিন ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন নি। এ সমস্ত ঘটনাই সাজানো আমি এ সকল কথা কেবল ভয় ও প্রলুব্ধ হয়ে বর্ণনা করেছি। এরপর সে সত্য জবানবন্দী দেয় যা পুলিশের ক্যাপ্টেন সাহেব ডিপুটি কমিশনার সাহেব দ্বারা সত্যায়িত করে নেন।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, খৃষ্টানরা যখন এ ঘটনা জানতে পারল আব্দুল হামিদ পূর্বের মিথ্যা গল্প পরিত্যাগ করে সত্য জবানবন্দী দিয়েছে তো তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারা আব্দুল গনি নামে এক ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠায়। সে তাকে বলে "পুনরায় নিজের প্রথম জবানবন্দী অনুযায়ী লিখাও নয়তো কারাবন্দী হয়ে যাবে। "আব্দুল হামিদ পুলিশের ক্যাপ্টেন সাহেবকে তাদের এ প্রস্তাবের কথাও বলে দেয়।

মামলার রায় ২৩ আগষ্ঠ ১৮৯৭ই

২৩ আগষ্ঠ ১৮৯৭ইং: সালে ডিপুটি কমিশনার সাহেবের মামলার রায় প্রদানের দিন নির্ধারিত ছিল। বিরুদ্ধবাদী মৌলবী, পন্ডিত ও পাদ্রীদের তো এ ধারনা ছিল, এ মামলায় একজন বিখ্যাত পাদ্রী ড. হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের হাত রয়েছে তাই নিশ্চয় মির্যা সাহেব কঠিন শাস্তি পাবেন। কিন্তু যখন তারা দেখে জনাব ডিপুটি কমিশনার বাহাদুর সাহেব মির্যা সাহেবকে বেকসুর খালাস দেন তো তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এরপর তারা আর একমুহূর্তও আদালতের কক্ষে অবস্থান করেনি।

ক্যাপ্টেন ডগলাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: পাঠকগণের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রথম মসীহর ওপরও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মসীহর সময় বিচারক ছিলেন পীলাত। তিনি মসীহর নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি জানা সত্বেও ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হোন। তিনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হযরত মসীহ (আ.) কে ক্রুশে লটকানোর আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বর্তমান বিচারক এতটুকু দু:সাহসিকতা দেখিয়েছেন ও ন্যায়পরায়নতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি নিজের সম ধর্মের পাদ্রী ডঃ মার্টিন ক্লার্কের না কোন সমীহ করেছেন আর না মুসলমান আলেম ও আর্য্যদের কোন তোয়াক্কা করেছেন। বরং ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হযরত আকদাসকে বেকসুর খালাস দেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি সমস্ত পৃথিবীর আহমদীদের নিকট একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন। বরং তিনি এটাও বলেছেন, "আপনি চাইলে এ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। "হযরত আকদাস একথার যে উত্তর দিয়েছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখার উপযুক্ত। তিনি (আ.) বলেন, "খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের মামলা তো আকাশে চলছে। আকাশের বিচারালয় আমাদের জন্য যথেষ্ট। জাগতিক বিচারালয়ে আমরা কোন মামলা দায়ের করতে চাই না।"

হযরত আকদাসের উত্তম চারিত্রিক গুনাবলীর ব্যাপারে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের উকিল মৌলবী ফজল দীন সাহেবের স্বাক্ষ্য:

প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তাই ভয় পাচ্ছি কোথাও পাঠকগণের জন্য বোঝা না হয়ে যায়। কিন্তু আমি আমার অভ্যাসের দিক থেকে অপারগ কেননা যে সকল ঘটনা দ্বারা হযরত আকদাসের উত্তম গুনাবলী ও মহান চরিত্র প্রকাশিত হয় তা অবশ্যই বর্ণনা করব। লালা দীনানাথ সাহেব "হিন্দুস্তান ও দেশ" পত্রিকার এডিটর হযরত শেখ ইয়াকুব আলী তোরাব সাহেব এডিটর আল হাকামের সাথে বর্ণনা করেন,"আমি মির্যা সাহেবকে একজন মহাপুরুষ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসাবে মহান সন্মানের অধিকারী বলে মান্য করি। তার প্রতি আমার এ বিশ্বাস একটি ঘটনা থেকে জন্মেছে তা হচ্ছে, হাকীম গোলাম নবী যাবদাতুল হিকমার বাড়ীতে প্রায় দিন সন্ধ্যায় বন্ধুদের সমাবেশ হত। আমিও সেখানে চলে যেতাম। কোন একদিন সেখানে বেশকিছু মানুষ উপস্থিত ছিল আর আচানক ভাবে মির্যা সাহেবের কথা উঠল। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার বিরোধীতা আরম্ভ করে। কিন্তু সেটা ভদ্রতা ও মানবীয় শিষ্টাচার বহির্ভূত ছিল। মরহুম মৌলবী ফজল দীন সাহেব এটা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে যান এবং তিনি বড়ই জোশের সাথে বললেন আমি মির্যা সাহেবের শিষ্য নই আর তার দাবীর প্রতি আমার বিশ্বাসও নাই। সেটার কারন যাই

হোক কিন্তু আমি মির্যা সাহেবের মানবীয় গুনাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতার সাব্যস্থকারী। আমি উকিল মামলার ব্যাপারে সব ধরনের লোক আমার নিকট আসে।

অনেক বড় বড় নেক স্বভাব বিশিষ্ট লোক যাদের ব্যাপারে কল্পনায়ও আসতে পারে না যে তারা কোন প্রার্থীব বিষয় দ্বারা কাজ আদায় করবে। তারাও মামলার স্বার্থে আইনগত পরামর্শে যদি নিজের জবানবন্দী পরিবর্তন করতে হয় তবু কোন প্রকার ইতস্ততা ছাড়াই পরিবর্তন করে ফেলে। কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবনে কেবল মির্যা সাহেবকেই দেখেছি যিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র পদচ্যুত হোন নি। আমি তার একটি মামলায় উকিল ছিলাম। সেই মামলায় আমি তার জন্য একটি আইনী জবানবন্দী উপস্থাপন করলাম। তিনি সেটা পাঠ করে বললেন এটাতে তো মিথ্যা কথা রয়েছে। আমি বললাম আসামীর জবানবন্দী প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী হয় না। আইন তাকে যা খুশি তা বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করে। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আইন তো তাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে সে যা খুশি বর্ণনা করুক। কিন্তু খোদা তা'লা তাকে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয় নি তাছাড়া আইন নিজেও এটা চায় না।

সুতরাং আমি কখনো এরূপ জবানবন্দী দিতে রাজি নই যার মাঝে ঘটনার বৈপরিত্য রয়েছে। আমি সত্য ঘটনা উপস্থাপনা করব। "মৌলবী সাহেব বলেন, আমি তাকে বললাম আপনি জেনেশুনে নিজেকে বিপদের মাঝে পতিত করছেন। তিনি বলেন, জেনেশুনে নিজেকে বিপদে ফেলার অর্থ হচ্ছে আমি বেআইনী জবানবন্দী দিয়ে সুযোগ লাভের জন্য খোদাকে অসন্তুষ্ট করব এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। যা খুশি হয়ে যাক। মৌলবী ফজল দীন সাহেব বলেন এ কথাগুলো মির্যা সাহেব এমন উদ্দীপনার সাথে বলছিলেন যে তার মুখায়বে এক বিশেষ ধরনের প্রতাপ ও প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এটা শুনে আমি বললাম তাহলে আমার ওকালতিতে আপনার কোন লাভ হবে না। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, আমি কখনো ধারনাও করিনি যে আপনার ওকালতিতে কোন লাভ হবে।

অথবা অন্য কোন ব্যক্তির চেষ্টায় কোন লাভ হবে আর না আমি মনে করি কারো বিরোধীতা আমাকে ধবংস করতে পারবে। আমার ভরসা তো খোদার ওপর যে সত্বা আমার হৃদয়কে দেখছেন। আপনাকে উকিল এ কারনে নিযুক্ত করা হয়েছে যে, জাগতিক উপায় উপকরনের সাহায্য নেয়া আদবের পরিপন্থি নয়। আর যেহেতু আমি জানি আপনি নিজ পেশায় দিয়ানতদার এজন্য আপনাকে মনোনীত করেছি। মৌলবী ফজল দীন সাহেব বলেন আমি আবারো বললাম আমি তো এ জবানবন্দীকেই সমর্থন করি। মির্যা সাহেব বলেন, না আমি নিজে যে জবানবন্দী লিখেছি ফয়সালা ও পরিনামের কথা চিন্তা না করে তাই উপস্থাপন করুন। এর মধ্য থেকে একটি শব্দও পরিবর্তন করবেন না। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি আপনার আইনী জবানবন্দী থেকে এটা অনেক বেশী প্রভাবিত করবে।

আপনি যে পরিণামের জন্য ভয় পাচ্ছেন তা প্রকাশিত হবে না। বরং পরিণাম ইনশাআল্লাহ উত্তম হবে। যদি জাগতিক দৃষ্টিতে এটা আবশ্যকীয় হয় যে আমার পরিনাম ভাল হবে না। অর্থাৎ আমি শাস্তিপ্রাপ্ত হই তাহলে এতে আমার কোন ভয় নেই। কেননা আমি তখন এজন্য আনন্দিত হব যে আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিনি। যাই হোক মৌলবী ফজল দীন সাহেব খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মির্যা সাহেবের পক্ষে প্রতিবাদ করেন। এরপর বলেন মির্যা সাহেব নিজে কলম দ্বারা জবানবন্দী লিখে দেন খোদার অদ্ভুত নিয়ম তিনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেইভাবে সেই জবানবন্দী দ্বারা তিনি নির্দোষ প্রমাণীত হোন।

মৌলবী ফজল দীন সাহেব তার নেক স্বভাব ও নেক গুনাবলীর কারনে তিনি যে কোন ধরনের বিপদ আপদের মোকাবেলা করার কথা উল্লেখ করলে উপস্থিত লোকদের ওপর এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে কতিপয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করে আপনি তাহলে কেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন না। এর উত্তরে তিনি বলেন এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এ বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তাকে আমি একারনেই একজন আধ্যাত্মিক ও পরিপূর্ণ মানুষ মনে করি এবং তাঁর জন্য আমার হৃদয়ে অঢেল সন্মান নিহিত রয়েছে।

প্রিয় পাঠক, চিন্তাকরুন! এটা সেই উত্তম দৃষ্টান্ত যা বর্তমান যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তৎকালীন সময়ের উকিল ও মামলায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য উপস্থাপন করেছে। শাসক ইংরেজ, বিচারপ্রার্থী পাদ্রী এবং বিচারকও ইংরেজ এমন কঠিন ও ভয়ানক পরিস্থিতিতেও তাঁর সত্বা সত্যের বিরুদ্ধে একটি শব্দ বলাও পছন্দ করে নি।

ক্যাপ্টেন ডগলাসের ওপর হযরত আকদাসের উত্তম গুনাবলীর প্রভাবঃ

ক্যাপ্টেন ডগলাস চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে এক দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন।এ মামলার বিষয়টি শুনার জন্য অনেক আহমদী তার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সর্বদা বলতেন, একদিকে একজন নামকরা পাদ্রী ছিল আর অপর দিকে ছিলেন মির্যা সাহেব। আমার পক্ষে পাদ্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও কঠিন ছিল। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের উত্তম গুনাবলী ও ন্যায়পরায়নতা এবং তার নি:স্পাপ চেহারা আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না মির্যা সাহেব পাদ্রী সাহেবকে হত্যা করার জন্য আব্দুল হামিদকে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে পুলিশের মাধ্যমে যখন আমি জবানবন্দী নেই তো আব্দুল হামিদ পুলিশের ক্যাপ্টেনের পায়ে পড়ে যায় এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে আমাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়েছে।

অথচ হযরত মির্যা সাহেব সম্পূর্ণ নির্দোষ। ক্যাপ্টেন সাহেব এটাও বর্ণনা করেন, সাধারণত লোকেরা যখন দেশের বাইরে চাকুরী করে ফেরত আসে তখন লোকেরা তার কাছে বিশেষ কোন ঘটনা শ্রবন করার জন্য আসে। আমাকে যখনই কেউ কোন ঘটনা শুনানোর কথা বলেছে আমি সর্বদা এ ঘটনাই বর্ণনা করেছি। ক্যাপ্টেন সাহেব কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সর্বদা আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলতেন আমি মির্যা সাহেবের উত্তম চারিত্রিকতায় মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো ধারনা করিনি মির্যা সাহেব এক সময় এত প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং তার জামাত সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে।

[সুত্রঃ হায়াতে তাইয়্যেবা, ২য় খন্ড]

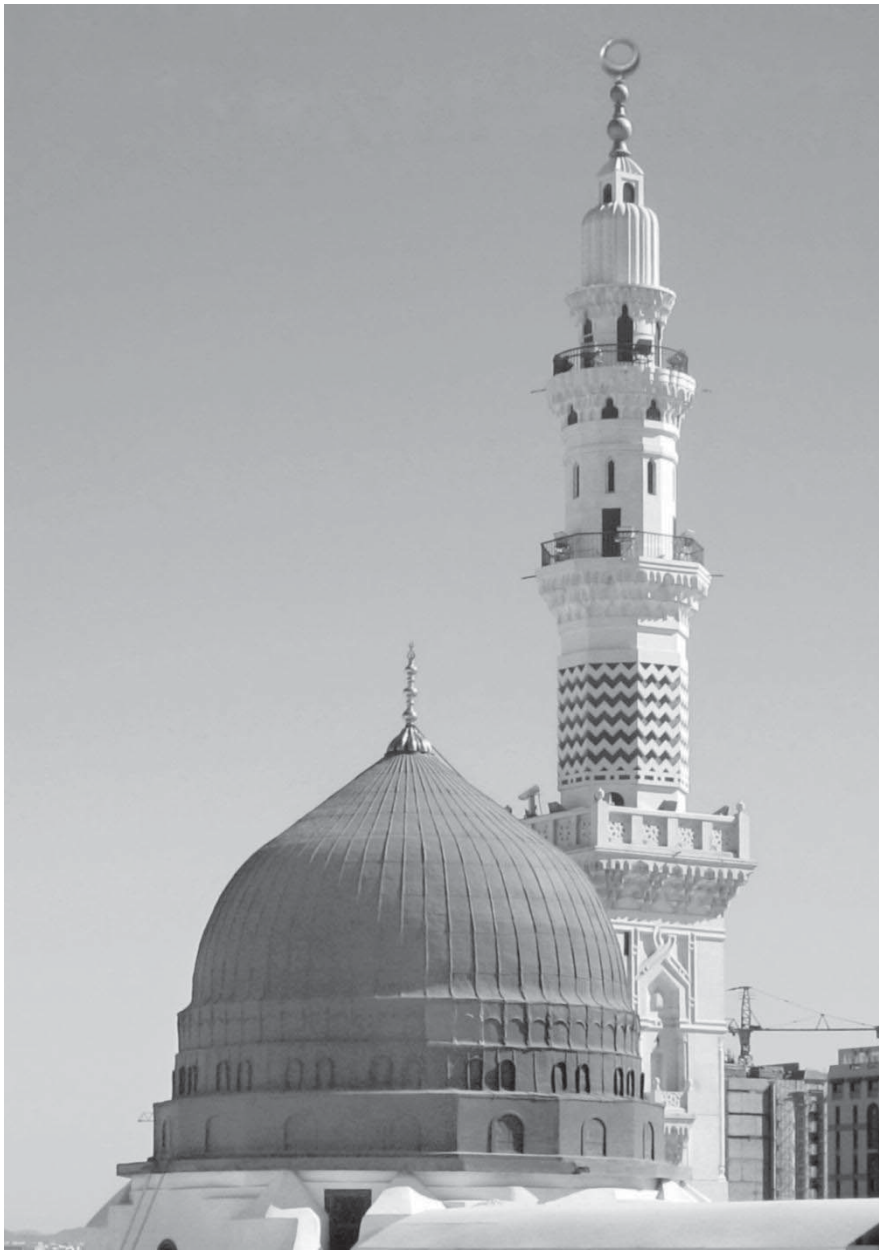

“যারা আমার প্রিয় রসূলের নামে নৃশংস কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের সাথে এই মহান রসূল ও ইসলামের দূরতম সম্পর্ক থাকতে পারে না। হায়! এই ধর্মান্ধরা যদি আজ আমার প্রিয় রসূলের আদর্শ অনুসরণ করতো তাহলো বিশ্বময় হতো শান্তিময়”

যা কিছু হচ্ছে আমার প্রিয় নবীর নামে

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস আমরা অতিক্রম করছি। এ পবিত্র মাসেই সর্ব শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মহান আল্লাহ্ তা’লা পাঠিয়েছেন সবার জন্য শান্তির বার্তা দিয়ে। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য কেবল রহমত এবং শান্তির কারণই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দয়ার এক মহা সাগর। আমরা যদি তাঁর (সা.) বিনয়, নম্রতা ও দয়াসুলভ আচরণের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি এ সবগুলো গুণেই সমৃদ্ধ ছিলেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন ‘অতএব এই কুরআন, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যদি কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি যেন মানুষ ঐশী বাণীর মাহাত্ম্য বুঝার জন্য চিন্তাভাবনা করে’ (সূরা হাশর:২২)। এ আয়াতে এই গুঢ়-তত্বই বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা-ই সেই সত্তা ছিল, যিনি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন, একারণেই পবিত্র কুরআনের মত মহা

মর্যাদাপূর্ণ বাণী তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর বিনয়, নম্রতা ও কোমলতায় উন্নতি করে তিনি আপন সত্তাকে এত বেশি বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় এমনভাবে বিলীন হয়ে বা মিশে গেছেন যে পর্যন্ত ফেরেশতারাও পৌঁছতে পারে নি।

মানুষের জন্য এত দরদ, এত প্রেম আর এমন অসাধারণ ভালোবাসা যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে আছে, 'নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তার কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের কল্যাণের পরম আকাঙ্ক্ষী। সে মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী' (সূরা তাওবা:১২৮)।

মানবের প্রতি মহানবী (সা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, তা তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তাঁর (সা.) তায়েফ গমনের ঘটনা সর্বজন বিদিত। মক্কায় আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ প্রচার করার ব্যাপারে কিছুটা ব্যর্থ হয়ে তিনি তায়েফ নগরীতে গমন করেন। মহানবী (সা.) ভাবলেন, তায়েফবাসী হয়তো বা তার কথায় কান দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের বাণী তায়েববাসীরা শোনাতো দূরের কথা, বরং তাঁর ওপর অমানবিক যুলুম অত্যাচার করল। তায়েববাসীরা বখাটেদেরকে তাঁর পিছনে লাগিয়ে দেয় এবং তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহকে রক্তাক্ত করে দেয়। আত্মরক্ষার্থে মানব দরদী রসূল দ্রুতপদে তায়েফ ত্যাগ করেন। তিনি যখন তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতা এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে এই যালিম শহরবাসীদেরকে আল্লাহ্ তাদের পাপের দরুন ধ্বংস করে দিবেন।' ফেরেশতার কথার জবাবে মানব-প্রেমী রসূল আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দু'হাত তুলে এই দোয়াই করলেন, 'হে খোদা! তারা অজ্ঞ, তাই আমার ওপর যুলুম করেছে। তুমি এদেরকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াত দাও।' হায়! কি মহানই না ছিলেন আমার প্রিয় নবী।

নবুওয়ত লাভের পর মক্কী-জীবনে তিনি (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যে পৈশাচিক যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমরা সবাই জানি। আবুজাহল ও আবুলাহাবের দল তাঁর ওপর জঘন্য শারিরীক নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রায় তিন বছর তাঁকে (সা.) ও সাহাবীগণ (রা.)-কে নির্বাসিত-জীবন যাপন করতে হয়েছিল। বহু নিরাপরাধ মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে যালিমদের যুলুম-নির্যাতনে মহানবী (সা.) প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যেদিন তিনি মহাবিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন মক্কাবাসীরা ভেবেছিল, আজ নিশ্চয়ই তাদের রক্ষা নেই। তারা ভয়ানক শাস্তির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানব দরদী রসূল সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। মহান আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়াত ও রাহমানিয়াতের গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত না হলে এমন সাধারণ-ক্ষমা করা কি সম্ভব?

তিনি (স.) সেই মানব-দরদী রসূল, যিনি বিচলিত চিত্তে এক ইহুদী শিশুকে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে যান এবং দরদ ভরা হৃদয়ে তাকে তৌহিদের বাণী শুনান এবং তিনি সেই মানব প্রেমিক রসূল যিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ঐ বৃদ্ধাকে দেখতে যান, যে তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এইতো সেই রাহমাতুল্লিল আলামীন, যিনি মানবতার সম্মানে ইহুদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যান। তিনিই সেই ক্ষমাশীল রসূল, যার মহান ক্ষমায় তারই সামনে নিবেদিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় হাজার হাজার বিধর্মীরা আশ্রয় গ্রহণ করে।

তিনি সেই পরম স্নেহময় রসূল, যার অকৃত্রিম স্নেহের স্পর্শে পালিত-পুত্র যায়েদ (রা.) স্বীয় পিতা-মাতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্নেহময় রসূলের নিকট সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তিনি সেই বাদশাহ্ রসূল, যিনি তার সবকিছু দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে নি:স্ব অবস্থায় তার পরম স্নেহময় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিউ ওয়ালা আলি মুহাম্মদ...।

এমন মহান আদর্শ, দয়া, মহানুভবতার শিক্ষা হলো আমাদের নবীর। আর আজ তাঁর উম্মতের দাবী করে একে অপরের গলা কাটছি, নিষ্পাপ শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করছি। আর যখন আমরা দেখতে পাই এসব নৃশংস ও বিভীষিকাময় কার্যক্রম করা হচ্ছে আল্লাহ ও সেই মানব দরদী রসূলের নামে তখন বড়ই কষ্ট লাগে, বুক ফেটে যায় কান্নায়। যারা আমার প্রিয় রসূলের নামে নৃশংস কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের সাথে এই মহান রসূলের দূরতম সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই ধর্মান্ধরা যদি আজ আমার প্রিয় রসূলের আদর্শ অনুসরন করতো তাহলো বিশ্বময় হতো শান্তিময়।

আজ এই ধর্মান্ধরা শরীয়তের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী এমন নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আর হাজারো নিরীহ ও অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলছে আর সব কিছুই করছে আমার প্রিয় নবীর নামে। অথচ পরম দয়ালু আল্লাহ এবং বিশ্বের জন্য মহান আশীর্বাদ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন শিশুকে হত্যা করতে বারণ করেছেন। রণাঙ্গনে ভুলক্রমে কোন ইহুদী শিশু মারা গেলে হুযূর পাক (সা.) সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ আজ সেই পবিত্র ও মানব দরদী রসূলের নামে এই ঘৃণ্য ও অমানবিক কার্যক্রম করা হচ্ছে। এটি শুধু পাকিস্তানের কথা নয়, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে আমার প্রিয় নবীর নামে করা হচ্ছে অশান্তি। অথচ মহানবী (সা.) প্রেম-ভালোবাসা, দয়া এবং তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে মানব হৃদয়কে জয় করেছিল, তরবারি দিয়ে তিনি মানব হৃদয় জয় করেন নি, তিনি জয় করেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক তরবারির ভালোবাসা দিয়ে। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশ মওলানা ওবায়দুর রহমান ফানী

দরবেশ মওলানা ওবায়দুর রহমান ফানী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৫ম কিস্তি)

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। এক মনোলোভা প্রাকৃতিক দৃশ্যময় পর্যটন নগরী। সাগরকুন্তলায় এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য এমন মনোহরী যা ভ্রমণ বিলাসীদেরকে হাতছানী দিয়ে ডাকে। সমুদ্র সৈকতের পূর্ব দিগন্তের সূর্যোদয়, গোধুলী লগ্নের নৈসর্গিক দৃশ্যপট, সূর্যাস্তের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং সমুদ্র বক্ষের বিশাল জলরাশীর উর্মীমালা দর্শনার্থীকে বিমোহীত করে তোলে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমির নিকটবর্তী রামু থানার অন্তর্গত মেরাংলোয়া নামক গ্রামে ১৯২৬ সালে ধর্মের এক সিপাহীসালাহ জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহা সড়কের পাশে গ্রামটি অবস্থিত। এটি বিশাল গ্রাম-চার ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) উত্তর মেরাংলোয়া, পশ্চিম মেরাংলোয়া, পূর্ব মেরাংলোয়া এবং মধ্যম মেরাংলোয়া। এ মধ্যম মেরাংলোয়ার মৌলভীপড়া অত্র এলাকার পীর মুর্শিদ এবং বড় আলেমদের বাড়ি হিসেবে খ্যাত। তাদের পূর্বসূরী হযরত মওলানা মীর ইয়াহিয়া সাহেব মক্কা থেকে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের অত্র অঞ্চলে আসেন এবং মধ্যম মেরাংলোয়ায় বসতী স্থাপন করেন। তৎকালীন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বিশ্বনবীর বিশ্ববাণীকে প্রচারে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত করেন এবং তাঁর অবস্থানরত পাড়াটির নামকরণ হয় মৌলভীপাড়া।

মওলানা মীর ইয়াহিয়া সাহেব নিজে যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে আলেম ছিলেন এবং আমরণ ইসলামের খেদমতে কাজ করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর উত্তরসূরীদেরকে দ্বীনি শিক্ষা লাভে ধর্মের সেবায় আত্মোৎসর্গের করার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই তাঁর উত্তরসূরী তিন সহোদর ভাই মওলানা হাফেজ আতাউর রহমান, মওলানা ফজলুর রহমান এবং মওলানা বজলুর রহমান পাক ভারতের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে ধর্মীয় জ্ঞানে বড় আলেম হন এবং পরবর্তীতে কক্সবাজার এলাকায় ইসলামের খেদমতে আজীবন কাজ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষা প্রদান এবং বড় বড় মাহফিলে ওয়াজ নসিহত করতেন। বিশেষত: মওলানা হাফেজ আতাউর রহমান এক অলী আল্লাহ্ মানুষ ছিলেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং ওয়াজ নসিহত শুনে শ্রোতারা বিমোহীত হয়ে যেতেন।

আতাউর রহমান সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া সমাপ্তির পর সেখানকার এক আলেম পরিবারের পরহেজগার মেয়ে বিয়ে করেন। অতঃপর নিজ জন্মস্থানে এসে ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁর দাম্পত্ত জীবনে চার ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। ছেলেরা হলেন– (১) মওলানা ছলিমউর রহমান, (২) মওলানা হাফিজুর রহমান, (৩) মওলানা রশিদুর রহমান এবং (৪) মওলানা ওবায়দুর রহমান। মওলানা ছলিমউর রহমান পিতার আদর্শগত শিক্ষায় দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে বড় আলেম হন। তিনি চারবার হজ্জ ব্রত পালন করেছেন। মওলানা হাফিজুর রহমান ও মওলানা রশিদুর রহমান কক্সবাজার সুরতিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে ধর্মীয় জ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইসলামের খেদমতে আজীবন কাজ করেছেন।

সবার ছোট আদরের ছেলে ওবায়দুর রহমান পিতার নিকট থেকে বাড়িতে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর বড় ভাইদের অধ্যয়নরত কক্সবাজার সুরতিয়া মাদ্রাসায়

ভর্তি হন। অধ্যয়নে অধ্যবশায় হয়ে লেখাপড়া করেন। তখন তাঁর মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয়। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভে পিতার মত একজন প্রসিদ্ধ আলেম হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। মাদ্রাসার শিক্ষক ও সহপাঠীদের নিকট মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে দৃষ্টি নন্দিত ও প্রশংসিত হন। লেখাপড়ার ক্রমধারায় উত্তম ফলাফলে উন্নতি লাভ করেন। একজন আদর্শবান মু'মিন মুত্তাকী মানুষ হিসেবে সুপরিচিত হন। মাতাপিতা ও ভাইবোনের অতি স্নেহভাজন হয়ে উঠেন।

সেকালে আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা হতো। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময় ও লক্ষণাবলী এবং তাঁর ওপর ঈমান আনার আবশ্যকতা নিয়ে মওলানা সাহেবরা বক্তব্য রাখতেন। উপরন্ত তাদের নিজ বাড়িতে ধর্মীয় আলেম পরিবারে ঘরোয়া পরিবেশে পিতা ও চাচাদের মধ্যে চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ইমামুজ্জামান আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হয়। ওবায়দুর রহমান সাহেব এ সব ওয়াজ নসিহত এবং ঘরোয়া আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং এটা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হতো। তাই তিনি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতেন এবং দোয়া করতেন। সমাজে অধর্মের প্রভাব এবং সামাজিক অনাচার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হতেন। তাই ধর্মীয় শিক্ষা এবং সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠাতার জন্য তাঁর মাঝে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়।

ত্রিশ/চল্লিশ দশকে পাক ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। তখন তাঁর এক মামা দিল্লীতে বসবাস করতেন। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ভারত বিখ্যাত নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর গঠিত আযাদ ফোর্সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

১৯৪৫ সালে ওবায়দুর রহমান সাহেব মাতাপিতার সাথে দিল্লীতে মামার বাসায় বেড়াতে যান। সেখানে এক আলোচনায় একজন বলেন– পাঞ্জাবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে এক ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলে দাবী করেছেন। এটা শুনে তাঁর পবিত্র মনে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সত্যতা যাচাইয়ে অনুপ্রেরণা জন্মে। কেননা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়কাল পাড় হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাই আলেম পিতার নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পিতা হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীর বিষয় অবগত ছিলেন এবং তাঁর নিকট বিরূপ মূল্যায়ণ ছিল। তাই পিতা পুত্রকে দমক দিয়ে বলেন, 'চুপ কর! এ ব্যাপারে কোন কথা বলবে না'। কিন্তু পিতার কথার ওপর তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পবিত্র মনে ঐশী প্রেমের প্রেরণা জাগে। তাই তিনি পিতার অমতে সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে কাদিয়ান চলে যান।

তখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং হযরত গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)সহ জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযুর্গ আলেমদের সংস্পর্শ লাভে ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন। আল্লাহ্ তা'লার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। ফলে ১৯৪৫ সালে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলাহ্ দাখিল হন।

আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর মাঝে বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি ইসলামের খেদমতে ফানাফিল্লাহ্ হয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ভূমি কাদিয়ান ছেড়ে চলে আসতে ব্যথিত হন। তাই জামা'তের খেদমতের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট নিজেকে সোপর্দ করেন। দে-হাতী মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণে ভর্তি হন। বাড়িতে পিতার নিকট পত্রে লিখেন– 'পাঞ্জাবের কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্য দাবীকারক। তিনিই এ যুগে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)। আমি তাঁর সত্যতা যাচাই করে বয়আত করেছি। আপনাদের পবিত্র মনে সত্য মিথ্যা যাচাই করে দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। আমি কাদিয়ানে আছি। মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হয়েছি। দোয়া করবেন, ইত্যাদি'।

পিতা পুত্রের পত্র পেয়ে বিস্মিত হন। ধর্মীয় আলেম পরিবারের ছেলে কাদিয়ানী কাফের হয়ে গেছে বলে তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পরে। কারণ তারা বড় বড় ডিগ্রীধারী আলেম হওয়া সত্বেও তাদের কপালে আহমদীয়াতের রাজটিকা লাগার সৌভাগ্য হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'লা যাকে হেদায়াত দেন তিনিই হেদায়াত প্রাপ্ত হন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– আল্লাহ্ তা'লা যাকে হেদায়াত দেন বস্তুত তিনিই হেদায়াত প্রাপ্ত হন (সূরা কাহ্‌ফ : ১৮)। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না এবং তিনি তাঁর কোপ তাদের ওপর বর্ষণ করেন যারা বুদ্ধি খাঁটায় না (সূরা ইউনুস :১০১) যে কেউ আমাদের সাথে মিলিত হবার বাসনা নিয়ে পরিশ্রম সহকারে কাজ করে আমরা নিশ্চয় তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন (সূরা আল্ আন্‌কাবুত : ৭০)।

খোদার রাহে ঘরছাড়া ওবায়দুর রহমান সাহেব নিজের আমিত্বকে বিসর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে বিলিয়ে দেন। আধ্যাত্মিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভে ঐশী নূরে আলোকিত হন। জামা'তের খেদমতে অল্পদিনের মধ্যে প্রাণ চঞ্চল উদ্যমী একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে অনেকের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। ফলে জামা'তের বুযুর্গরা তার ধর্মসেবার অনুরাগ প্রত্যক্ষ করে তাঁকে ফানী উপাধিতে ভূষিত করেন। যার অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়া। ফলে তাঁর নাম হয় ওবায়দুর রহমান ফানী। প্রকৃতপক্ষে তিনি খোদার রাহে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দরবেশে কাদিয়ান নিয়োগের তাহরীক করেন। তখন ফানী সাহেব নিজেকে পেশ করেন এবং দরবেশে কাদিয়ান হিসেবে জামা'তের সম্পদ রক্ষায় অন্যান্যদের সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকায় নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

কাদিয়ানের সম্প্রদায়িক দাঙ্গা শান্ত হলে

তৎকালীন নাযেরে আলা কাদিয়ান হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ (রাহে.) ১৯৫০ সালের শেষ দিকে তাঁকে মুর্শিদাবাদে দে-হাতী মোয়াল্লেম নিযুক্ত করেন। বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁকে পদায়ন করা হয়। ফলে তিনি মুর্শিদাবাদ এলাকায় অনেক তবলীগ করেন। বড় বড় আলেমদের সাথে বহাস করেছেন। কিছুকাল তিন বাঙালি দরবেশ যথা– (১) মওলানা ওবায়দুর রহমান ফানী (২) মওলানা আব্দুল মোতালেব এবং মৌলভী ওসমান আলী মিলে মুর্শিদাবাদ এলাকায় জামা'তের কাজ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় অনেক নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুরাতন জামা'ত তেজোদীপ্ত হয়ে উঠে। তবলীগের ক্ষেত্রে ফানী সাহেবের হাজের জওয়াব ছিল। তাই মানুষ সহজে আকৃষ্ট হতেন। পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের সাবেক ন্যাশনাল আমীর মাশরেক আলী সাহেব প্রধানত তাঁর তবলীগে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। এ ছাড়া ফানী সাহেব বিহার, কলিকাতা, দার্জিলিং, উড়িষ্যা, নেপাল ও ভুটান প্রভৃতি স্থানে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচারে কাজ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম– 'আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?' এর উত্তর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন ফানী সাহেব। তাই খোদার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর। বিগলিত চিত্তে হৃদয় নিংড়ায়ে দোয়া করতেন। যে কোন সমস্যা সমাধানে দোয়াই ছিল তাঁর হাতিয়ার। তাঁর জীবনের একটি ঘটনা এর প্রনিধানযোগ্য।

ফানী সাহেব একবার অর্থের খুবই অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি খোদা ব্যতীত কোন মানুষের নিকট চাওয়া পছন্দ করতেন না। তাই অনেক দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে নিজের আকুতি ব্যক্ত করে একটি পত্র লিখেন– 'হে আল্লাহ্! তোমার ভান্ডার অফুরন্ত ও অপরিসীম। তুমি ব্যতীত কোন রহমান ও রহীম নেই। তোমার রহমতের কাঙ্গাল আমি। তুমি আমার অভাব দূর করে দাও, ইত্যাদি।'

পত্রটি তিনি লিখে কাদিয়ানে দারুস সালাম কুটির নিকট এক জঙ্গলে আল্লাহ্‌র নামে ফেলে দেন। তখন কাদিয়ানে জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন হযরত গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)। তাঁর ওপর অহী ইলহাম হতো। তিনি সত্য স্বপ্ন ও কাশফ দেখতেন। তাঁর অনেক দোয়া কবুল হয়। তিনি জামা'তের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দোয়া করতেন। জামা'তের লোকজন তাঁর নিকট দোয়ার আরজ জানাতেন। ফানী সাহেব আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে লেখা পত্রটি জঙ্গলে ফেলে আসার পর বিশিষ্ট বুযুর্গ রাজেকী (রা.)কে আল্লাহ্ তা'লা জানান– 'ফানী অর্থ সংকটে আছেন, তাঁর সমস্যার সমাধান কর'। অত:পর রাজেকী সাহেব কাদিয়ানের নাযেরে আলা ও আমীর মোকামী হযরত আব্দুর রহমান জাট (রা.)-কে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন জাট সাহেব ফানী সাহেবকে ডেকে বলেন–তুমি অর্থ সংকটে আছো আমাকে বলনি কেন? তৎক্ষণাত জাট সাহেব ফানী সাহেবের হাতে কিছু অর্থ দান করেন। এটা একটি অলৌকিক ঘটনা, ঐশী নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দাদের জীবনেই এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে।

একজন উত্তম মানবদরদী মানুষ ছিলেন ফানী সাহেব। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাগবে সর্বদা সহমর্মিতা প্রকাশে সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। আজীবন বিভিন্ন ভাবে মানুষের সেবা করেছেন।

তিনি ১৯৫০ সালে মুর্শিদাবাদে জামা'তের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর আঙ্গারপুর নিবাসী ধর্নাঢ্য ব্যক্তি মোহাম্মদ সৈয়দ শেখ সাহেবের মেয়ে মনোয়ারা বেগমকে বিয়ে করেন। বিবাহ পড়ান মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সদর মুরব্বী সিলসিলাহ। একই অনুষ্ঠানে মওলানা সাহেব ইব্রাহীমপুর নিবাসী ইয়াকুব হোসেনের মেয়ে সাবেরা খাতুনের সাথে দরবেশ আব্দুল মোতালেব সাহেবের বিবাহ পড়ান। ফানী সাহেবের সহধর্মিণী খুবই পরহেজগার মহিলা। তিনি আজীবন স্বামীকে জামা'তের কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেছেন। ধর্নাঢ্য ব্যক্তির মেয়ে হওয়া সত্বেও জিন্দেগী ওয়াকফকারীর সাথে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন।

এ পুণ্যবান দম্পত্তির ছয় ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়। প্রথম ছেলে মাহমুদুর রহমান টিপু, ৭/৮ বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। দ্বিতীয় ছেলে মাহমুদুর রহমান বিহারী ৮/৯ বছর বয়সে বসন্ত রোগের মহামারীতে ইন্তেকাল করেন। তৃতীয় ছেলে মনসুর রহমান ২০১২ সালে মারা যান। বর্তমানে জীবিত আছে– (১) ডা: মাহবুবুর রহমান, তিনি কাদিয়ানে ডাক্তারী করেন। (২) মাহফুজুর রহমান, তিনি ওয়াকফে জিন্দেগী নায়েব অফিসার্স লংঘরখানা কাদিয়ান এবং (৩) মাহমুদুর রহমান হেপী কাদিয়ানে জামা'তে কর্মরত আছেন। দুই মেয়ের মধ্যে রুহিয়া বেগমের কাদিয়ানে বিয়ে হয় এবং রেহানা পারভীনের আসামে বিয়ে হয়। ফানী সাহেবের সন্তানরা মাতাপিতার আদর্শগত শিক্ষায় ধর্মপরায়ণ ও তাকওয়াশীল এবং জামা'তের কাজে নিবেদিত।

১৯৭১ সালের শেষ দিকে ফানী সাহেব মুর্শিদাবাদ থেকে কাদিয়ান যান। জামা'তের কাজে সম্পৃক্ত হন। তখন অসুস্থ হয়ে পরেন। সুচিকিৎসার জন্য অমৃতশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সুস্থ হননি। ১৪ মার্চ ১৯৭২ তারিখ আপন মাওলার ডাকে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ওসীয়্যত নং ১২৪৮২। ফলে কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরায় তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় পরিবার মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ির স্বজনীরা তাদেরকে কক্সবাজারের রামু চলে আসতে অনুরোধ করেন। আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক কাদিয়ানে স্থায়ী হওয়ার জন্য জানান। অত:পর মরহুমের পরিবার স্থায়ীভাবে কাদিয়ান চলে যান। পূর্ব পুরুষের সম্পত্তির লোভে কক্সবাজার যান নি। আল্লাহ্ তা'লা দরবেশে কাদিয়ান ওবায়দুর রহমান ফানীকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

(চলবে)

গিবত
একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

মানুষ যখন কোন অপরাধ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে এই অপরাধকে অপরাধ মনে করে না।

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

গত সংখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর গিবত সম্পর্কিত কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম। এ সংখ্যায়ও খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যা গিবত সম্পর্কিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন– যখন কোন মানুষ কোন অপরাধ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে এই অপরাধকে অপরাধ মনে করে না। আর যদি তা মনে করে থাকে তাহলে (অপরাধ) করার সময় তা অনুভব করে না। এমন ব্যক্তিদের যদি বোঝানো হয় তাহলে তারা অস্বীকার করে যে আমরা তো এমন কাজ করিনি। আমি এটি খুব ভালোভাবে জানি কেননা প্রতিদিনই মানুষের সাথে লেনদেন করতে হয়।

আমি দেখেছি যে এমন অনেক লোক আছে যারা সর্বদা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সে সাথে সাথে এটিও বলে যে আমাদের অভ্যাস এমন নয় যে আমরা কারো দোষক্রটি খুঁজে বর্ণনা করি। তাদের এই কথা এমন যে যদি তারা দিনে হাজার কথাও অন্যের গিবত ও দোষক্রটি সম্পর্কে করে তারপরও সে এটিই বলবে যে আমাদের অভ্যাস এমন নয় যে আমরা কারো দোষক্রটি বর্ণনা করি। অথচ তাদের একশ কথার মাঝে পঞ্চাশটি কথাই অন্যের দোষক্রটি বর্ণনা সম্পর্কিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা অন্যের দোষক্রটি বর্ণনা করেও বুঝে না যে তারা অন্যের দোষক্রটি বর্ণনা করছে। যদি শৈশবেই তাদের সংশোধন করা হত, তাদের তত্ত্বাবধান করা হত তাহলে তাদের এই অভ্যাস হত না। যদি কোন জাতি উত্তম চরিত্র ও পছন্দনীয় কাজে উন্নতি করতে পারে তাহলে তার জন্য সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হল সে যেন নিজের সংশোধনেরও চেষ্টা করে এবং নিজ বংশধরদের সংশোধন ও তাদের চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়।

(ওড়নি ওয়ালিওকে ফুল পৃষ্ঠা-১৫৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) গিবতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৪১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী জুমআর খুতবায় বলেন– মানুষ জানে না যে সত্যতা কি জিনিস। তারা তো শুধুমাত্র সত্য শব্দটি সম্পর্কে জেনে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। ঠিক তদ্রুপ তারা জানে না যে পরিশ্রম কত প্রয়োজনীয় জিনিস। বরং তারা পরিশ্রম শব্দটিকে নিজের জন্যও নিজের সন্তানাদির জন্য পুনরাবৃত্তি করাকে যথেষ্ট মনে করে। একই ভাবে মানুষ মিথ্যা পরিহার সম্পর্কিত শব্দতো শুনে থাকে কিন্তু তারা জানে না যে মিথ্যা কি জিনিস। অনুরূপ ভাবে তারা মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও শুভাকাঙ্খী হওয়ার শব্দ তো তারা শুনে থাকে কিন্তু তারা জানে না যে ভালোবাসা ও শুভাকাঙ্খী কি জিনিস। একই ভাবে তারা গিবতের শব্দ শুনে থাকে। এমনটি নয় যে আমাদের শরীয়তে এর সমাধান নেই। বরং আমাদের শরীয়তে এর সমাধান রয়েছে। কুরআন করীম এই সমস্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট করেছে এবং হাদীস শরীফে রসূল করীম (সা.) সমস্ত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লোকেরা এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। হাদীস শরীফে এসেছে যে, একবার রসূল করীম (সা.) বলেছেন গিবত করা ঠিক নয়। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! যদি আমি আমার ভাইয়ের সেই দোষক্রটি বর্ণনা করি যা তার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে তবুও কি তা গিবত হবে? রসূল করীম (সা.) বললেন–এর নামই তো গিবত যে তুমি তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষক্রটি বর্ণনা কর যা তার মাঝে বিদ্যমান থাকে। আর যদি তুমি তার

সম্পর্কে এমন কোন কথা বলো যা তার মাঝে পাওয়া যায় না তাহলে তা গিবত নয় বরং তা হবে অপবাদ।

এখন দেখুন রসূল করীম (সা.) এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন আর বলে দিয়েছেন যে, এটি গিবত নয় যে তুমি কারো দোষ বর্ণনা কর যা তার মাঝে পাওয়াই যায় না। আর যদি তুমি এমন করো তাহলে তুমি মিথ্যা রটনাকরী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক কিন্তু তুমি গিবতকারী নও।

গিবত এটি যে তুমি তোমার ভাইয়ের কোন সত্য বা সঠিক দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা কর এটিও নিষেধ আর ইসলাম এটিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিহত করেছে। মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এই বিষয়ের সমাধান সারে তেরশ বছর পূর্বে দেয়া সত্ত্বেও এবং কুরআন করীমে এর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও যদি এখনও কেউ গিবত করে আর তাকে যদি বলা হয় যে তুমি গিবত করছ তখন সে তৎক্ষণাৎ বলবে যে আমি তো গিবত করছি না। আমি তো সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বর্ণনা করছি। অথচ রসূল করীম (সা.) সারে তেরশ বছর পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত শুনিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। তথাপি আজও যদি কাউকে বাধা প্রদান করা হয় তখন সে বলবে যে এটি তো গিবত নয় এটি তো পুরোপুরি সত্য কথা। সুতরাং কারো অনুপস্থিতিতে কারো সত্য দোষত্রুটি বর্ণনা করাও গিবত আর যদি তা মিথ্যা হয় তাহলে তুমি গিবতকারী নও রবং তুমি মিথ্যারটনাকারী ও মিথ্যাবাদী। এই সমস্ত বিষয়াদির দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

(২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ সালের জুমুআর খুতবা, আল ফযল ১৪ই মার্চ ১৯৪১ইং, মাশআলে রাহ ১ম খন্ড, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১)।

কোন অবস্থাতেই অন্যের গিবত করার কোন সুযোগ নেই। গিবত করার মাঝে কোন লাভ নেই ক্ষতি ছাড়া। আমরা জেনে বুঝে কেন এই ক্ষতির সম্মুখীন হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে গিবতের মত পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

আগমি সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ্ গিবত সম্পর্কে আরো কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উস্থাপন করার চেষ্টা করব যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তৃতায় করেছেন।

(চলবে)

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩শে মার্চ-এর গুরুত্ব ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইলঃ ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

আমার আম্মা হাবিবা রাহাতের স্মরণে কিছু কথা

আমাতুল কুদ্দুস শাহানা

জামা'তের সকল ভাই ও বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। গত ৬ই জানুয়ারী ২০১৫ইং, মঙ্গলবার বিকাল ৩.৩০ মিনিটে আমার মা হাবিবা রাহাত সাহেবা প্রায় ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার আব্বাজান মোহতরম মওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ ১০ই আগস্ট ১৯৮২ইং সালে ইন্তেকাল করেছেন যখন আমি আমার স্বামী মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের সাথে রাবওয়ায় ছিলাম। এবার দেশেই ছিলাম। কিন্তু, আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে সময়মত পৌঁছাতে পারলাম না, আমাদের মা জননী মারা গেলেন। দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহর কৃপায় জানাজায় পৌঁছতে পেরেছি। ৬ তারিখে রাত প্রায় ১২টায় আমি আমাদের দুই ছেলে ও ছোট মেয়েকে নিয়ে চরদুখিয়া পৌঁছলাম। রাত ১.৩০ মিনিটে নামাযে জানাজা হলো। তীব্র শীত ও গভীর রাত হওয়া সত্ত্বেও চরদুখিয়া জামা'তের প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আপনাদের সকলের কাছে আমার মায়ের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ তা'লা আমার মা'কে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন, আমীন।

আমার আম্মা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মোবাল্লেগ মরহুম মওলানা আল্লামা যিল্লুর রহমান সাহেব-এর প্রথম সন্তান ছিলেন। আমার মা খুব সম্ভব ১৯২৮ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর মা বাবা ভাইবোনের সাথে প্রায় ৫/৬ বছর বয়সে কাদীয়ান চলে যান। নানার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে মেয়েরা যেন কাদীয়ানের ধর্মীয় পরিবেশে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানীর (রা.) চোখের সামনে উত্তম তরবীয়ত পেয়ে বড় হয়। আমার মা কাদীয়ানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। আম্মা বলতেন, খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর এক মেয়ের সাথে তিনি পড়তেন। তারপর তার বিয়ে হয়ে যায়। আমার আব্বার এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। নানা এ বিয়েতে রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পরামর্শে এ বিয়ে হয়েছিল। আমার বড় আম্মার বিয়ের বারো বছর পরও কোন সন্তান হয় নি। তাই আমার আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। কাদীয়ানে তরবীয়তপ্রাপ্ত একজনকে বিয়ে করে কল্যাণের অংশীদার হতে চেয়েছিলেন হয়তো। আল্লাহর মহিমায় আমার আম্মার সাথে আব্বার বিয়ের পরে বড়মার কোলে বড়ভাইজান মাহমুদ আহমদ, অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ জন্মগ্রহণ করেন।

মরহুম মওলানা মুহিবুল্লাহ

আমার আব্বা আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেই আলেম ছিলেন। আহমদী হবার পর জীবন ওয়াকফ করেন এবং কাদীয়ানে মোবাল্লেগ ট্রেনিং লাভ করেন। তারপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আব্বাকে বাংলাদেশে মোবাল্লেগ হিসেবে নিয়োগদান করেন। আমার দাদা মৌলানা খাজা আব্দুল মান্নান সাহেব আমার আব্বাকে ইসলাম ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমার আব্বা যখন আহমদী হয়ে বাড়ী আসলেন তখন আব্বার তবলীগে আমার দাদা এবং আরো অনেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এভাবে নুসরতাবাদ জামা'ত (চরদুখিয়া, জেলা-চাঁদপুর, থানা- ফরিদগঞ্জ) প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বা এদেশে এসেই বিরোধীতার সম্মুখীন হন। বিভিন্ন সময়ে তার ওপরে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয়েছে। আম্মা সারাজীবন আব্বাকে সাহায্য করেছেন। অনেক সাদা-সিধে জীবন যাপন করেছেন। কখনও ভোগবিলাসের কল্পনাও করেন নি। কিন্তু তার মেয়েদের তালিম তরবীয়ত-এর খেয়াল করেছেন। আমার মায়ের গর্ভে পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলের জন্ম হয়েছিল। আমাদের দুই বোন ও একমাত্র ভাই মাসুদ আহমদ বাল্যকালেই মারা যায়। আমার মেঝবোন আমাতুল কাইয়্যুম ফারজানা এক ছেলে রেখে ২০০৬ সনে মারা গেছেন। এখন সবার ছোট আমি ও বড়বোন আমাতুল হাদী রেহানা জীবিত আছি।

আম্মা ২০ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাকী জীবনটা প্রত্যন্ত গ্রামে কাটিয়েছেন। কিন্তু কাদীয়ানের আদব-কায়দা সারাজীবন তাঁর মধ্যে ছিল। কাদীয়ানের একটুখানি পরশ যেন আম্মার মাধ্যমে বাংলার এই প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়েছিল। কালো বোরখা ছাড়া অন্য রং এর বোরখা পড়তে কখনও রাজী হন নি। খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) কালো ও নীল ছাড়া অন্য রং এর বোরখা পছন্দ করতেন না তাই। আম্মা গল্পগুজব কম করতেন। একা একা নযম গাইতেন। নযমের চমৎকার গলা ছিল তাঁর। "কালামে মাহমুদ" আর "দুররে সামিন" এর অনেক নযম মুখস্ত ছিল। ভালো উর্দু বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতেন। নিজের আগ্রহে বাংলা পড়তে শিখেছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে খুবই চেষ্টা করতেন। কিন্তু মোখালেফাতের কারণে আমাদের স্কুলের লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। বাসায় আমাদের আরবী আর উর্দু পড়াতেন। সহীহ উচ্চারণে কায়দা পড়াতে জানতেন। মাথায় তেল দেয়াটা খুব পছন্দ করতেন। ভোগবিলাসের প্রতি কোন রকম মোহ ছিল না। ভীতু আর লাজুক স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু চরদুখিয়া মসজিদ গয়ের আহমদী মোল্লারা দখলকরার পর প্রচণ্ড বিরোধীতার সময় যখন প্রায় সবাই বাড়ী ছেড়ে চলে গেল আম্মা আর আপা বাড়ী ছেড়ে যান নি। স্বামীর ভিটা ছাড়তে তিনি রাজী হন নি। মোখালেফতকারীরাও এ বাড়ীতে কখনো হামলা করে নি। আম্মার

উপস্থিতি এ বাড়ীর জন্য কত যে কল্যাণের কারণ ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। দীর্ঘ ২২ বছর মামলা লড়ার পর অবশেষে আমরা মসজিদ ফিরে পেতে যাচ্ছি।

শেষ বয়সে গ্রামে থাকাটা যখন বেশী কষ্টকর ছিল তাকে আমার কাছে এনে রাখতে চেয়েছি। এত কষ্ট ছিল তাঁর, কিন্তু স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে রাজী হন নি। কাদীয়ানকে স্মরণ করতেন সবসময়। আর নিজের ভাইবোনেদের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। কোন ভাই বা বোন বা তাদের কারো ছেলেমেয়ের অসুস্থতার কথা শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। যাদের তিনি দীর্ঘ জীবনে কমই দেখেছেন। নিজের মাকে স্মরণ করতেন সবচেয়ে বেশী, যাকে তিনি স্বামীর ঘরে চলে আসার পর কোনদিনই দেখেন নি।

সব নাতি-নাতনীদের মধ্যে আমার মেঝবোনের ছেলে এজাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতেন। কারন , তাঁর যুক্তি ছিল এজাজের বাবা নেই। তাই তার প্রতি বেশী খেয়াল রাখতে হবে। এটাই তো ইসলামের মহান শিক্ষা। তাঁর মুখে শুনেছি তাঁর শাশুড়ি যখন মারা যান তখন তিনি এত কেঁদেছিলেন যে, কেউ কেউ অবাক হয়ে বলেছিল যে, শাশুড়ি মারা গেলে বউ এভাবে কাঁদে? সতীনদের এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রতি হিংসা করতে কখনও দেখিনি তাকে। এমনই ছিলেন আমার মা। সবার জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা বয়ে বেড়ানো একজন সাদাসিধে মানুষ। জামা'তের ভাইবোনেরা আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার মা'কে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

নবীনদের পাতা-

আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ঈমান উদ্দীপক কিছু ঘটনা

সৈয়দা সাফিয়া নুসরাত, চট্রগ্রাম

আজ আমি আমার শ্বশুর লুৎফুল হক সিরাজী ও শ্বাশুড়ী জনাবা হালিমা খাতুন সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। লুৎফুল হক সিরাজী সাহেব পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন। শ্বাশুড়ী ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। চট্টগ্রাম পোষ্ট অফিসে কর্মরত অবস্থায় তার ভাতিজা মরহুম জনাব আব্দুল গফুর সিরাজী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের খবর পান। একদিন আমার শ্বশুর বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন, তখন আমার শ্বাশুড়ী বললেন, আপনি কোথায় যাবেন, আমিও আপনার সাথে যাব–আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি, আমিও বয়আত নেব।

১৯৫৭ সালে মরহুম জনাব খাজা আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বয়আত নিয়ে আহমদীয়াতে দাখিল হন। তখন থেকেই জামা'তের সদস্য হিসাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। চট্টগ্রাম জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসাবে দীর্ঘকাল সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯৭১ সালে পোষ্ট অফিসের ট্রেজারীর চাবি তার কাছে থাকতো। যখন শহরে গোলমাল শুরু হলো–তখন অনেকের সাথে তারাও কর্ণফুলী নদীর ওপাড়ে চলে যান। এদিকে রেডিওতে বার বার ঘোষণা দেওয়া হতে লাগলো যার কাছে ট্রেজারীর চাবি আছে, কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে পোষ্ট মাষ্টারকেও মেরে ফেলেছে। চাবির খোজে গ্রামে আসলে–গ্রামের অনেককেই মেরে ফেলবে। সবাই ভয় পাচ্ছে–কি করবে বুঝতে পারছে না।

আমার শ্বাশুড়ী বললেন–আমাদের জন্য কারো ক্ষতি হোক আমরা তা চাই না। আপনি চাবি জমা দিতে যান, আল্লাহ্ই আমাদের ও আপনার হেফাযত করবেন। শ্বাশুড়ী দোয়া করতে লাগলেন। শহরে তখন ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। সব জায়গায়, রাস্তায়, মহল্লায় অগণিত লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যেই শ্বশুর চাবি জমা দেওয়ার জন্য গেলেন–চাবি জমা দিলেন, আল্লাহ্ই তার হেফাযত করলেন।

ফিরিঙ্গী বাজার এলাকায় রিকন্ডিসন করা সরকারী বাসায় থাকতেন। অনেক বড় জায়গা ছিল। সেখানে অনেক দিন ছিলেন। অনেকে তাকে পরামর্শ দিলেন–হক সাহেব এ বাসা ছাড়বেন না, নিজের নামে 'এলট' করে ফেলেন, অনেকেই করছে। এ-সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি বললেন, এটা তো অন্যায়, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এরপর সরকারী বাসার জন্য আবেদন করে আগ্রাবাদ পোষ্ট অফিস কলোনীতে তার প্রাপ্য বাসা খালি না পাওয়ায় অন্য আর একটি অনেক ছোট বাসায় চলে আসেন।

তাদের বড় ছেলে মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব যখন বুয়েটে ভর্তি হন–তখন একদিন অফিসে গিয়ে দেখেন–হঠাৎ করেই বেতন বেড়েছে এবং বেশকিছু জমা টাকাও পাবেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা ছেলের পড়ার খরচের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারা দুজনই খুব ফিটফাট থাকতে পছন্দ করতেন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারতো না তারা যে কত হিসাব করে চলতেন। একদিন অফিসের একজন কলিক বললেন, হক সাহেব আপনার কতগুলি পাঞ্জাবী আছে যে, রোজই ইস্ত্রীকরা একটা পাঞ্জাবী পরে আসেন। তিনি বললেন–আমার তো একটাই পাঞ্জাবী, আর তা রোজ ধুয়ে সকালে ইস্ত্রী করে পরে আসি। দু'জনই ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়া গো ছিলেন।

লুৎফুল হক সিরাজী সাহেব ১৬ই জুন ২০০০ সালে আর হালিমা খাতুন ২৩ শে এপ্রিল ২০১৪ সালে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দু'জনের জন্যই আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব বিগত ২০১৩ সালের ৩১ শে জুলাই ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ছোট ছেলে আমেরিকা প্রবাসী মঈনউদ্দিন আহমদ সিরাজী। আমাদের সবার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

নবীনদের পাতা-

হিন্দুধর্মে কলিযুগ

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, সাতক্ষীরা

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

অন্যদিকে বেদ সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ মানুষের প্রক্ষেপন হয়েছে, সেই কারণে ঐ সব ধর্মগ্রন্থে বহু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। আর সে কারণে এ যুগে সে সব শিক্ষা অচল প্রমাণিত হয়েছে। বেদে প্রক্ষেপনের কারণে সে সব শিক্ষা বর্তমান যুগে তার অনুসারীদের মেনে চলা সম্ভব না হওয়ায় বেদের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মহীনতা পেয়ে বসেছে এবং নিজেদের মত চলছে, যেমন বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল তা এখন কেউ মানে না। সতীদাহ আইনে সিদ্ধকরা হচ্ছে। এখন হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা চালু হয়েছে, হিন্দু ধর্মে নারীদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। নারী শুধু ভোগের পাত্র, ধর্মগ্রন্থে তাদের কোন সম্মানের আসন নাই। অথচ ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষদের সমান অধিকার কুরআন সম্মত। ইসলামে নারী পিতা ও স্বামীর কাছ থেকে পুরুষের সমান সম্পত্তির অংশ পায়। ইসলামে প্রথম বিবাহিত নারী অসুস্থ হয়ে অচল হলে বা পুরুষ সামর্থ মত প্রয়োজন হলে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বিবাহ করতে পারে। ইসলামে নারী কুরআন সম্মতভাবে যেমন পুরুষকে তালাক দিবার অধিকার রাখে তেমনি পুরুষও নারীকে তালাক দিতে পারে। আর কুরআন পূর্ণ ধর্ম বিধান, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইনের সকল কিছু এটি পুরণ করে। এতে কোন ভুল নেই, কোন সন্দেহযুক্ত বিধান নেই। এর বিধান স্পষ্টপ এবং চির অবিকৃত থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে (আল কুরআন ১৫:১০)। সকল বনী আদমকে সম্মানিত করা হয়েছে। এতে কোন জাতিভেদ, শ্রেণী ভেদ নাই, হিংসা সাম্প্রদায়িকতা নেই। আল কুরআন নাযিলের পূর্বে সকল ধর্মগ্রন্থে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সে কারণে বেদে মূর্তি পূজার উল্লেখ নেই, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি পূজার কথা থাকলেও তা প্রক্ষিপ্ত। কেননা শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র সৃষ্টিপূজা করেন নাই, মূর্তির কপালে সিঁদুর দিতে যান নাই। তিনি আল্লাহ্ সকল প্রশংসার যোগ্য, তিনি এক মেবাদ্বিতীয়ম, আলো, বাতাস, ইথার এর মত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা কি সাকার দিয়ে হয়? সৃষ্টি মানবরূপী লক্ষ্মী, স্বরসতি, কালি, দূর্গারূপে ঈশ্বরের পূজা হয় না।

আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রভু বলে গ্রহণ করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না। তাদের নিজেদেরও ভাল মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই, অধিকন্তু তাদের জন্ম মৃত্যুর ওপরও তাদের ক্ষমতা নেই। তারা এও জানে না, কবে তাদের পুরুত্থান হবে, (সূরা ফুরকান ৪)। ধর্ম ব্যবসায়ীদের মনগড়া সৃষ্টি এই মূর্তিপূজা। মূর্তিপূজারীরা অবতারগণের আদর্শ থেকে বিচ্যুত, মূর্তি অসার বস্তু, অপব্যয় এবং বৃথা খরচ। আপনার জমি অন্য কেউ দখলে নিলে আপনি কি তা সহ্য করবেন? পরমেশ্বর আল্লাহ্ তাঁর শক্তি, গুণে ও তাঁর সৌন্দর্যে কেউ ভাগ বসালে তা তিনি সহ্য করেন না। আল্লাহ্‌কে শিরক মুক্ত এবাদত করতে হবে। সমগ্র মূর্তিগুলি মিলে একত্রে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এমন কি মাছি যদি তার মুখ থেকে খাবার কেড়ে খায় তা তারা রোথ করতে পারে না। (আল কুরআন)

মূর্তির হাত আছে ধরে না, মুখ আছে বলে না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শুনে না, (আল কুরআন)। মূর্তিপূজা বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত ইব্রাহিম (আ.) সকল মূর্তি ভেঙ্গে বড় মূর্তির ঘাড়ে কুড়াল রেখে দিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে চিতায় ভস্মিভূত করতে চেয়েছিল, পারে নাই। তিনি তাদের হৃদয়ের ফেতনার আগুন ঠান্ডা করে ছিলেন, পরবর্তীতে তারা ইব্রাহিম (আ.)-কে সালাম বর্ষণ করেন। হযরত মুহাম্মদ কাবা ঘরের ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙ্গে কাবাঘর খালি করেছিলেন। মূর্তির কোন শক্তি হয় নি তা রোধ করার, মূর্তি পূজারীরা শক্তির মোকাবেলায় একেশ্বর বাদীদের নিকট সর্বদাই পরাজিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। বদর যুদ্ধে ৩১৭ জন সাহাবী (রা.) ১০০০ জন সজ্জিত মক্কাবাসী লাত, হোবল দেবতার নাম নিয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত ও ধ্বংস হয়। মূর্তি তাদের কোন কাজে লাগে নি, মূর্তি তাদের রক্ষা করতে পারে নি। আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে মূর্তির পিছনে সময় ও সম্পদ ব্যয় না করে তা মানব কল্যাণে ব্যয় হয় তাতেই ঈশ্বরের সন্তুষ্টি। শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, "জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক হাদীসে বলেছেন, ভারতে কৃষ্ণ বর্ণের এক নবী ছিলেন যার নাম কানাই,-"কানা ফিল হিন্দে নবীয়ান আসাদুল লাওনে ইসমুহু কাহান।"

গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ- যখনই ধর্মে গ্লানি দেখা দেয় তখন সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্টদের বিনাশের জন্য অন্যায় অবিচার অধর্ম ছেয়ে যাবে তখন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীতে কল্কি অবতার আসবেন, ভবিষ্য পুরান, দেবী ভগবত, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থে কল্কি দেবের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে। তাই এখন যে কল্কি অবতার আসবেন তিনি হবেন কৃষ্ণর বিকাশ স্থল। কল্কি অবতার রূপে তিনি জগতকে কলহর- পাপ মোচন করবেন। (৬:৭:৩/৬/২৩)

এখানে কল্কিকে জগতপতি রূপে অবির্ভূত করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের পর এখন জাতিতে জাতিতে আলাদা বিধান নিয়ে আর কোন অবতার আসবেন না। একথা আমি পূর্বেও বলেছি। বর্তমানে আগে আবির্ভূত কৃষ্ণকে বিশ্ব অবতার রূপ দেয়ার চেষ্টা চলেছে কিন্তু তিনি এসেছিলেন ভারত ভূমির হিন্দু জাতির সংস্কার করার জন্য। তাকে বিশ্বরূপ দেয়ার চেষ্টা সফল হবে না। কেননা বেদের শিক্ষা অপূর্ণ এবং তা বর্তমান যুগে মানব সংস্কারের অযোগ্য।

সব লক্ষণ যখন পূর্ণ হয়েছে ঠিক তখনই পরমেশ্বর আল্লাহ্ সকল ধর্মের উন্নতির জন্য অবতারকে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীরে কাদিয়ান গ্রামে প্রেরণ করেছেন। হিন্দু পন্ডিতেরা বিভিন্ন বর্ণনায় তার আগমন কাল ১৯০০ সালের পূর্বে হতে ১৯৮৫ পর্যন্ত সময় নিরূপিত করেছেন। এই পবিত্র মহাপুরুষের নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তাঁর সম্পর্কে যাদের কোন সন্দেহ হয় তারা এই বলে প্রার্থনা করুন "হে পরমেশ্বর যদি এ ব্যক্তি যিনি তোমারি প্রেরিত ও নিষ্কলঙ্ক হবার দাবি করেছেন। তিনি সত্য হন তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য হৃদয়ের দার উন্মুক্ত করে দাও এবং তাঁকে গ্রহণ করার শক্তি দাও" এই প্রার্থনা ধৈর্য্যের সাথে অব্যাহত রাখুন। তবে তিনি তাকে গ্রহণ করার সামর্থ দিবেন। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে তাঁর হাতে দীক্ষা নিলে পরমেশ্বর তাদের বিশেষ হেফাযতে রাখবেন। পরমেশ্বর আল্লাহ্ তাঁকে অন্যান্য সকল অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযাসহ দোয়া কবুলিয়তের মোজেযা দিয়েছেন। আপনাদের সমস্যায় তার কাছে প্রার্থনার আবেদন জানিয়ে প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ কবুল করবেন। পরমেশ্বর থেকে ধর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যেন মানুষ তার ইপ্সিত লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারে। এটাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর তরিতে উঠতে হলে জাত কূল, মান ত্যাগ করে যাবতীয় অর্থ সম্পদ তার পদতলে নিয়ে আসতে হবে এবং তাঁর দেওয়া ব্যবস্থা মত জীবন যাপন করলে দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণ লাভ হবে।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। এসব মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ইসলামের শিক্ষা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন তথা বাসস্থান, পোষাক, খাদ্য ও পানির নিশ্চয়তা দানে রাষ্ট্রকে তাগিদ প্রদান করে। মানবতার তাগিদে অর্থাৎ সবার ওপরে মানুষ সত্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানবধর্ম হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি যে সামর্থ্যবান তার উচিত নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে অসহায় মানুষকে নিরাপদ ও সুন্দর জীবন যাপনে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা এবং যথাসাধ্য সাহায্য করা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনা আমরা জানি, আটার বস্তা নিজে পিঠে করে বৃদ্ধার দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক যথা সময়ে পালন হয় নি বলে আক্ষেপ করেছেন। অন্য দিকে আজ সমগ্র বিশ্বের সব রাষ্ট্রই নিজেদের তত্ত্বাবধায়ক না ভেবে বরং জনগণকেই তাদের সেবক ভাবে এবং অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন করে নিজেদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পিছপা হয় না।

পবিত্র কুরআন বলে, তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে? এ সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবীকে খাবার দিতে (অন্যদের) জন্য যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন (এবং) যারা কেবল লোক দেখানোর কাজ করে এবং যারা নিত্য দিনের ব্যবহারের সাধারণ জিনিস পত্র থেকে অন্যদের বঞ্চিত রাখে (সূরা আল মাউন : ২-৮)। আল্লাহ্‌র রসূল প্রতিবেশীর প্রতি এতই সচেতন ছিলেন যে, তিনি নির্দেশ দিতেন, যখন তরকারী পাকাও তখন বেশী করে ঝোল দাও, যাতে তা থেকে প্রতিবেশীকেও তাতে শামিল করা যায়।

শুধু আদর্শ আওড়ানোতে কোনই মূল্য নেই বরং পবিত্র কুরআন একে তিরস্কার করেছে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসরই শীত এলে অসহায় মানুষের যন্ত্রণা বাড়ে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, শীত বস্ত্রের অভাবে শর্দি, কাশি, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অনেকের মৃত্যুও ঘটে। কাথার অভাবে শীতে মৃত্যুবরণ করে হবিগঞ্জের সঞ্চব আলী ইতিহাস হয়ে আছেন। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? গ্রাম বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে– “সাত মন ঘিও হবে না, আর রাধাও উঠে নাছবেন না।” সব কিছুর জন্যই সিরাতে মুস্তাকিম আছে। “আল্লাহ্‌ কারো সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপান না”।

যার যার সামর্থ্যের মধ্যে সৎ উদ্দেশ্যে পরিচর্যা করতে গেলে বাধা থাকে না। ব্যক্তি পর্যায়েও এসব সেবামূলক কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন। যারা এক আধ টাকা দিয়ে সাহায্য করে অংশগ্রহণ করতে চান তাদেরও সুযোগ আছে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অতীতেও তাই হয়েছে। বর্তমানেও ঠিক সে ভাবেই হচ্ছে। এখানে যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই তাই গরীব অসহায়দের সেবা ও সাহায্য করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ সে ব্যাপারে আমি পবিত্র কুরআনের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অনুগ্রহ সূলভ আচরণের ও পরমাত্মীয় সূলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন” (আন নাহল : ৯১)। ‘আর তাদের ধনসম্পদে ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে’ (সূরা যারিয়াত : ২০)। ‘তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত’ (আলে ইমরান : ৯৩)। পবিত্র কুরআনে অনুরূপ অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

শীতে শীত বস্ত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পোষাক, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা সংকুলান করতে পারে না তাদের জন্য সামর্থ্যবান সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। তাতে করে কর্মবিমুখতা ও অলসতা মুক্ত হতে তারা উদ্বিপ্ত হয়ে উঠবে এতে সামাজিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক দৈন্যতাও দূর হবে এ ভাবেই দেশ উন্নয়নের দিকে পা বাড়াতে সক্ষম হবে।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

শীতার্ত ও অসহায়দের সেবায়ও আহমদীয়া জামা'ত পিছিয়ে নেই

"কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখ্‌রিজাত লিন্নাসী" অর্থাৎ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে।" "তিনিই তো পৃথিবীতে যা কিছু আছে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন" (পবিত্র কুরআন) মানুষের সব রকমের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লাই করেছেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন শ্রেষ্ঠ মানব সেবক ছিলেন যিনি একজন মূর্তিমান মানব প্রেমিকও ছিলেন। মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতিও খেয়াল রাখতেন যারা মানবজাতির সেবায় নিজেদের সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি তো কেবল মুসলমানদের জন্য ইসলাম নিয়ে আসেন নি তিনি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ত্রাণকর্তা। তাঁকে "রাহমাতুল্লিল-আলামীন" বলা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য তিনি রহমতস্বরূপ। সত্য ধর্মের দু'টি দিক আছে–একটি হচ্ছে "স্রষ্টার" সঙ্গে সম্পর্ক, অপরটি হলো "সৃষ্টির" প্রতি সহানুভূতি। বহু রকমের সেবা করার আদেশের মধ্যে শীতার্তদের পক্ষে সহানুভূতির জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া এটাও সৃষ্টির সেবার অন্তর্ভুক্ত। "জীবে দয়া করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" এ বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খোদা প্রদত্ত তিনটি কর্তব্যের মধ্যে তৃতীয় কর্তব্যটি হলো "মানবসেবা" যার নির্দেশ কুরআনে বহুবার দেয়া হয়েছে। বান্দাকে তার স্রষ্টার প্রতি সততার সাথে প্রত্যাবর্তন করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনে বান্দা তার পদে ও মর্যাদায় তখনই বলে বিবেচিত হবে যখন সে তার সৎগুণে ও সৎকর্মে অন্যদিগকে অতিক্রম করে যাবে। সময় উপযোগী দান ও অসহায় বান্দার প্রতি সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে খেদমতে-খাল্‌ক- অর্থাৎ সৃষ্টির সেবা।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। বর্তমানে শীতের ঋতু চলছে। প্রচন্ড শীতে কাঁপছে সারা দেশ। শীতার্ত অসহায় মানুষকে শীতের প্রয়োজনীয় সাহায্য করার লক্ষ্যে দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়া আবশ্যক। বন্যার্তদেরকে যেমন রিলিফ দেয়া হয় তেমনি শীতার্ত অসহায়দের সেবায়ও আহমদী জামা'ত পিছিয়ে নেই। আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন "হিউম্যানিটি ফার্স্ট"। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সংগঠনটি প্রাকৃতিক নানান রকমের দুর্যোগে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে আসছে। রেজিষ্ট্রিকৃত এই সংগঠনের মূল-ব্রত হচ্ছে মানব সেবা করা। পার্থিব নাম কিংবা পার্থিব পুরস্কার এই সংগঠনের কাম্য নয়, কেবল মাত্র ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরেই এই সংগঠন নিরলস সেবা করে চলেছে যা ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা শীতার্ত অসহায় মানুষকে শীতের প্রয়োজনীয় সাহায্য করার লক্ষ্যে ব্যতিক্রমী এক আয়োজন "প্রজেক্ট কম্বল" অর্থাৎ "শীতের পোষাক সংগ্রহ" অভিযান। এ ছাড়াও এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে "ত্রাণ বিতরণের" জন্য নির্দিষ্ট নেট-ওয়ার্ক তৈরী করে এর মাধ্যমেও শীতার্তদের সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

শীতের প্রকোপ বাড়ার সাথে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগ। বিশেষ করে শিশুরা ও বয়স্করা বেশী আক্রান্ত হচ্ছে। শীত বস্ত্রের পাশাপাশি যদি আহমদী ডাক্তারগণও তাদেরকে স্বেচ্ছাশ্রম দেন এবং ঔষধ-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সার্থক হবে আমাদের "হিউম্যানিটি ফার্স্ট" এর মূল লক্ষ্য! প্রতিটি পরিবারের কাজের সাহায্যকারী ব্যক্তিটির প্রতিও গৃহের সকলেই যদি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন যেমন বলা যায় তার ভাঙ্গা চালা ঘরটি মেরামত করে দেয়া একাজটিও তো শীতে অত্যন্ত উপযোগী আমলে-সালেহ্ এর অন্তর্ভুক্ত! সকলেরই তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। আসলে জীবনের সার্থকতা পরের উপকার সাধনের মাঝে নিহিত- তা যেভাবেই হোক। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে মানব-কল্যাণে নিব সার্থকে কুরবানী করার মধ্যে মানসিক-তৃপ্তি নির্ভর করে।

"Love for all Hatred for none"–মূল্যবান এ কথাটি জাতিধর্ম নির্বিশেষে খুবই তাৎপর্য বহন করে। পাক কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ মূল দু'টি আদেশ তাহলো–এক "আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য, দুই- নিজের ভাই ও মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীলতা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট মোচনের মধ্য দিয়ে নেকীর স্বাদ অনুভব করা যায়।" "খায়েরা উম্মত" হবার উপযোগী হতে হবে আমাদেরকে। যেভাবে ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, সে ধর্ম-ধর্মই নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই, সে মানুষ মানুষই নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। মহান আল্লাহ্ তো কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দাকে তার সকল শক্তি-সামর্থ্য ধন-সম্পদ তাঁর সৃষ্টি জীবের সেবায় নিয়োজিত করতে আদেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রেরিত সকল ধর্মেই নির্দেশ দেয়া আছে–জীবের সেবা করার। ইসলাম এ সেবাকে খুবই মর্যাদা দিয়েছে। প্রকৃত মানুষ তখনই হওয়া যায় যখন অন্যের উপকার সাধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করা যাবে না এটাইতো প্রকৃত সহানুভূতি।

জামা'তে আহমদীয়া এ বিষয়কে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। "রাহ্‌মা তুল্লিল আল্ আমীন" এর শিক্ষানুযায়ী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকেই শীতার্ত অসহায় মানুষের পাশে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। মূল কথা হলো অন্যের কাছ থেকে সেবা দেবার পরিবর্তে নিজেরাই যেন মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জীবনের ঘটনা এবং সাহাবীগণের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উত্তম সেবকে পরিণত হবার তৌফিক দিন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০১৪ উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর অমূল্য বাণী

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُه وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الکَرِیْم
وعلٰی عبدِهِ المسیح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالنّاصـــر

লন্ডন
৮ই ডিসেম্বর, ২০১৪

মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্ সাহেব
সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

বাংলাদেশ-মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ৩৬তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। ইজতেমায় যোগদানকারী আনসার ভাইদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক দোয়া ও অভিনন্দন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আপনাদের সংগঠনের নাম রেখেছেন আনসারুল্লাহ্। এই সংগঠনের গুরুত্ব কী এবং আপনাদের করণীয়ই বা কী তা আনসারুল্লাহ্ শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আনসারুল্লাহ্ শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। এ দৃষ্টিকোন থেকে এই সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হওয়া এবং অন্যদের আনসারুল্লাহ্ বানানো। পরিচালকের ভূমিকা পালন করাই হলো আনসারুল্লাহ্‌র মূল কাজ। যেখানে অন্যদের কাজ হলো সঠিক পথে চলা সেখানে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব হবে, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা। আপনাদের সকল কার্যক্রমে এই ভূমিকার কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেসব শিক্ষা ও বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব।

আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল কাজ করেছে আর সেগুলোর একটি হলো আহমদী ঘরগুলোকে 'ডিশ' নেটওয়ার্কের আওতায় আনা এবং প্রত্যেক আহমদীর জন্য 'এমটিএ' দেখার সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজের ফসল যদি ঘরে ওঠাতে হয় তাহলে এখন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এমটিএ'র অনুষ্ঠানাদি দেখা ও দেখানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে অধুনা প্রযুক্তির কল্যাণে চাইলেই যুগ খলীফার সঙ্গে বিশ্বের সকল আহমদী একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়তে পারে। যুগ খলীফা স্বয়ং আপনার ও আপনার পরিবারের তরবীয়তের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারণ করে আপনারা স্বপরিবারে এমটিএ দেখুন। এ উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বাণী বা পূর্ণাঙ্গ শরীয়তগ্রন্থ আল্ কুরআন তিলাওয়াত করা আর জামাতের আপামর সদস্যকে তা শেখানো। এবছর যদি আপনারা কুরআন শেখা ও শেখানো এবং প্রতিদিন ঘরে কুরআন পাঠ নিশ্চিৎ করার পরিকল্পনা হাতে নিতে পারেন তাহলে খুবই উত্তম হবে। প্রত্যেক আহমদী গৃহ হতে ফজরের পর তিলাওয়াতের ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হওয়া চাই। এই দায়িত্ব প্রধানত আনসারুল্লাহ্‌র। মনে রাখবেন, এরফলে যেখানে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন হবে সেখানে এটি আপনার পাড়া ও শহরে আমাদের পক্ষে এক নীরব তবলীগও বটে। প্রত্যেক মসজিদ-মক্তবে কুরআন শিক্ষা, কুরআন তিলাওয়াত ও দরসের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এবং বৃহত্তর পরিসরে জামাতের তরবীয়তের মূল দায়িত্বও আনসারুল্লাহ্‌র। শিশু-কিশোর, তরুণ-প্রবীণ সকলকে আদর্শবান ও নৈতিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করুন।

واجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هو النّاصــــر

বিবাহ-শাদীর সমস্যা বাংলাদেশ জামাতে ক্রমশঃ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। জামাতকে এরফলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এর মূল কারণ হলো, তরবীয়তের অভাব। গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসিয়ে কেউ কেউ অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ ঘরের আনসার যদি সত্যিকার অর্থেই সচেতন হয় তাহলে কোনভাবেই এমনটি হওয়ার কথা নয়। তাই আপনারা একটু ভাবুন! এই ইজতেমায় এ প্রেক্ষাপটেও আনসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, আলোচনা-পর্যালোচনা করুন। আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসে গেছে। বিয়ে-শাদীর দৃষ্টিকোন থেকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ছোটকাল থেকেই সন্তানদের তরবীয়ত করুন। তাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা সমাজের অন্য দশজনের মত নই। আমরা নেতৃত্বহারা বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীর মত নই। আমাদের একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি আছে, আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। যেই মূলবোধের জন্য আমাদের অগ্রজরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন আমরা যদি যৌবনের আবেগ ও উম্মাদনার বশবর্তী হয়ে তা পদদলিত করি খোদার দরবারে জবাব দিতে হবে।

জামাতের তরবীয়তের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ওয়াকফে আরযীর প্রতি আনসারুল্লাহ্‌র অধিক মনোযোগী হতে হবে আর এক্ষেত্রে অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা দরকার।

আহমদীদের জন্য সর্বশক্তিমান খোদার এক মহান নিয়ামত হলো খিলাফত। এজন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিনা কেন তা হবে অপ্রতুল। খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করলেই আমরা সত্যিকার অর্থে কল্যাণমন্ডিত হতে পারবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "সত্যিকার আনুগত্য করলে হৃদয়ে এক প্রকার আলো সৃষ্টি হয় এবং আত্মায় এক প্রকার (আধ্যাত্মিক) প্রশান্তি ও জ্যোতি সৃষ্টি হয়। সাধনা ও সংগ্রামের ততটা প্রয়োজন নেই যতটা প্রয়োজন আনুগত্যের।" সুতরাং আনসারের মাঝে আনুগত্যের সেই অনন্য প্রেরণা সঞ্চার করুন।

ধ্বংসের কিনারায় দন্ডায়মান জগদ্বাসীকে রক্ষার দায়িত্ব আনসারুল্লাহ্‌র। কিন্তু মনে রাখবেন, নিমজ্জমান কাউকে বাঁচাতে হলে প্রথমে আমাদের সাঁতার কাটা শিখতে হবে। তাই এ লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা এবং এর সময়োচিত বাস্তবায়ন চাই। আমরা সৌভাগ্যবান যে, শেষ সহস্রাব্দের খলীফা বা ইমামের হাতে আমরা বয়আত করেছি। এখন এই নিয়ামতের সংবাদ স্বদেশবাসীর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনাদের। আমি আশা করি, আনসারুল্লাহ্ তাদের নিজ নিজ গন্ডিতে দায়িত্ব পালনের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা হাতে নিবে এবং তা পালনে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এই ইজতেমা আপনাদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবে এটিই আমার প্রত্যাশা। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করেও দেশের দূর-দূরান্ত হতে ১০১টি মজলিস থেকে প্রায় ৬০০ আনসারুল্লাহ সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৯.৩০ মিনিটে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর ইজতেমা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত আশিসপূর্ণ বাণী পাঠ করে শুনান জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ।

হুযূর (আই.) তাঁর বাণীতে আনসারুল্লাহ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন "আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেসব শিক্ষা ও বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আনসারুল্লাহর দায়িত্ব।" তিনি তাঁর বাণীতে আরো বলেন, "আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়তগ্রন্থ আল কুরআন তেলাওয়াত করা আর জামা'তের আপামর সদস্যকে তা শেখানো। প্রত্যেক আহমদীর গৃহ হতে ফজরের পর তেলাওয়াতের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হওয়া চাই। এই দায়িত্ব প্রধানত আনসারুল্লাহর।" এরপর হুযূর (আই.)-এর বাণীর প্রতি গুরুত্বারোপ করে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ঈমান সঞ্চারী শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করে। এরপর সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আই.)-এর আশিসপূর্ণ বাণী প্রদানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আর সেই বাণীর আলোকে সবার জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

ইজতেমায় ভলিবল প্রতিযোগীতার একটি দৃশ্য

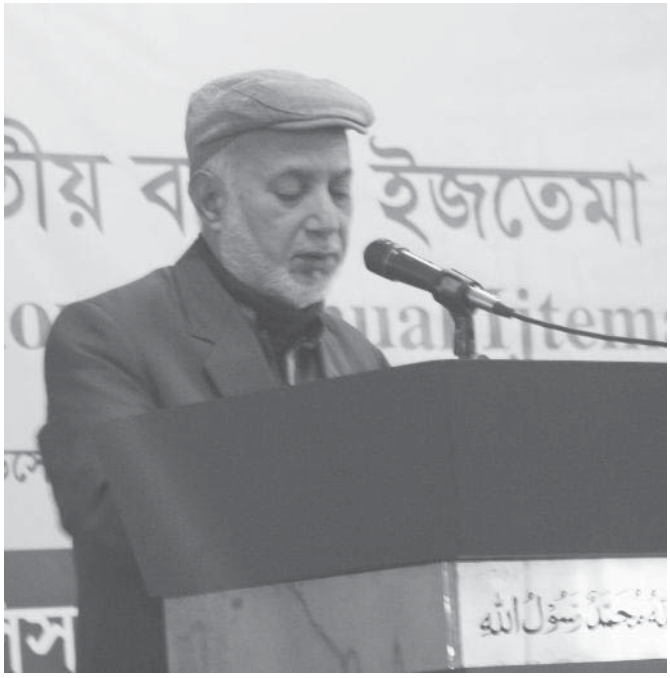

বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী এবং ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান

ইজতেমায় বিভিন্ন তালিমী বিষয়এবং খেলাধুলা প্রতিযোগীতার আয়োজন ছিলো। ইজতেমার দিনগুলোতে শীত থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আনসারুল্লাহ সদস্যগণ বিভিন্ন খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলার মধ্যে ছিলো ভলিবল, সাইকেলস্লো, বল নিক্ষেপ ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে এবারের ইজতেমায় মোবাল্লেগ ইনচার্জসহ সিলসিলাহর অন্যান্য মুরব্বীগণ বৈবাহিক জীবনে ইসলামী আদর্শ, পবিত্র কুরআন পাঠের কল্যাণসমূহ, আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধে এমটিএ-এর কার্যকারিতা ইত্যাদী বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন যা আনসারুল্লাহ সদস্যগণকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে।

বক্তব্য রাখছেন সদর, আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ

২৬ ডিসেম্বর সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এতে বিভিন্ন তালিমী এবং খেলাধুলা প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সাবেক সদর মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী প্রমুখগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শেষে সদর সাহেব আনসারুল্লাহ সদস্যদের করনীয় এবং একজন আহমদীর যুগ খলীফার সাথে কিরূপ সম্পর্ক হওয়া চাই এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তার বক্তব্যে আনসারদের উদ্দেশ্যে জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, আনসারদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, আহমদী সন্তানদেরকে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সেই সাথে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুগোপযোগী হেদায়াত ও দিকনির্দেশনাসমূহ মেনে চলার শিক্ষা দেয়া এবং খেলাফতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়া। এজন্য আনসারগণ প্রথমে নিজেরা এসব বিষয় পালন করবেন আর সন্তানদেরকেও তা শেখাবেন।

মোহতরম সদর সাহেবের আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এই মহতী ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

(ডেস্ক রিপোর্ট)

সং বা দ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৪ বাদ মাগরীব মৌলবী পাড়া মসজিদুল মাহ্‌দীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। এখতিয়ার উদ্দিন শুভ কায়েদ-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আতাই রাব্বি, নযম পেশ করেন জনাব নুরুদ্দিন আহমদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব রায়হান আহমদ রুদ্র। বক্তৃতা পর্বে 'এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহানুভবতা ও পরমত সহিষ্ণুতা' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর আদর্শের গুরুত্ব আলোচনা পূর্বক সমাপনী বক্তৃতা দেন সভাপতি। দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রায়হান আহমদ রুদ্র

বানিয়াজানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বানিয়াজান-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ রহুল বারী। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল আযীয। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক সুরুজ, জনাব আব্দুর রউফ, জনাব মামুন অর রশীদ এবং মওলানা মোহাম্মদর রুহুল বারী।

সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ

সেলবরষে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তালিম ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট তিন দিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সেলবরষে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

অত্যন্ত জাঁকজমক ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ বাদ মাগরিব নতুন মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মাল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সেলবরষ। রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব রফিকুল ইসলাম ও মওলানা রবিউল ইসলাম।

বক্তৃতার পর মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় এবং জামা'তের লিফলেট দেয়া হয়। প্রশ্ন-উত্তর শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন মেহমানসহ মোট ৩৫ জন আহমদী ভাই বোন উপস্থিত ছিলেন। এরপর ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ২ দিন পর্যায়ক্রমে নামায, কুরআন, চাঁদা, এতায়াত, তবলীগ ও নামায শিক্ষার ওপর ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসে মোট ২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আসাদ

কটিয়াদী (বৈরাগীরচর হালকায়) সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২/১২/২০১৪ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদী (বৈরাগীরচর হালকায়) সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান। উক্ত অনুষ্ঠানে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ এবং মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৬ জন আহমদী এবং ২ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান

দেয়ালিকা প্রকাশ

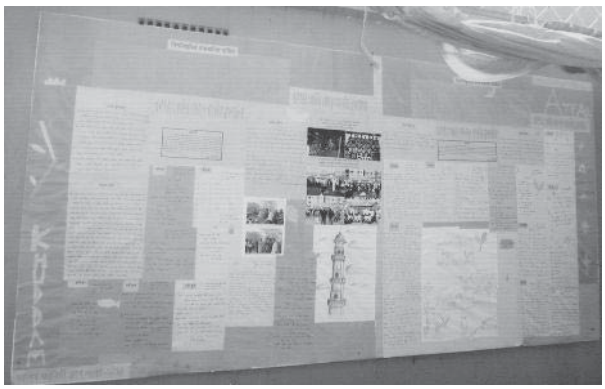

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, ৩০তম স্থানীয় বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে "আল মাহ্‌দী" নামে একটি আকর্ষণীয় দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। দেয়ালিকাটি কুরআন, হাদীস, অমৃতবাণী, সাধারণ জ্ঞান, কবিতা, কৌতুক, ধাঁধাঁ, কায়েদ সাহেবের বাণী, আলোকচিত্র এবং চিত্রাঙ্কন এর মাধ্যমে সাজানো হয়। যা তালিম তরবিয়তী ক্লাসের ছাত্রদের থেকে সংগ্রহ করা হয়। ছাত্ররা তাদের সৃজনশীল কর্মের দ্বারা দেয়ালিকাটি তৈরী করে। ২৬ ডিসেম্বর জুমুআর নামাযের পূর্বে নায়েব আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে দেয়ালিকাটির উদ্বোধন করেন।

নাযেম ইশায়াত

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

* আমাদের বড় ছেলে খন্দকার ইনতেছার আহমদ, পিতা খন্দকার ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমদ, ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় ধানমন্ডি গভমেন্ট বয়েজ হাই স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

শারমিন আক্তার (শিখা)
তেজগাঁও

* আমাদের একমাত্র ছেলে আবুজার রহমান (শান্ত), পিতা- জিএম. সিরাজুল ইসলাম, ২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ওয়েষ্ট এন্ড হাইস্কুল, আজিমপুর থেকে GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

জিএম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা

* আমাদের বড় ছেলে আহনাফ হাসান অনন্ত, পিতা- মোহাম্মদ শাহিন খান, ২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষায় সরকারী বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল থেকে Golden GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ভিকারুন নেসা লুনা, তেজগাঁও

আমাদের বড় মেয়ে মাহিয়া মরিয়ম উপমা ২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষায় তেজগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে Golden GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের ছোট মেয়ে লেহলা সিদ্দিকা অর্পিতা একই স্কুল থেকে ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাদের দু'জনেরই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

নুরুন নাহার বেগম, তেজগাঁও

* আমাদের কনিষ্ট কন্যা শিফা সামিয়াত (তুরিন), পিতা- মোহাম্মদ আবদুস সালাম, ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় YWCA Dhaka স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, সে তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. এম.এ রশীদ সাহেব এর নাতনি এবং মিরপুর নিবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক মরহুম সৈয়দ আবদুল কাহ্‌হার সাহেব এর দৌহিত্রী। তার শারিরীক, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

সৈয়দা ফারহানা আহমদ
তেজগাঁও

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ৮ জানুয়ারি ২০১৫ইং তারিখে আমরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করি, (আলহামদুলিল্লাহ)। হুযূর (আই.) আমাদের সন্তানের নাম রেখেছেন নূর উদ্দিন। তার সুস্থ্য জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

আফছার মোল্লা ও মাহমুদা সুলতানা কলি
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ৭ দিন ব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলাতার সাথে সমাপ্ত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২০ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী ৩০তম স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস আহমদী পড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২০ ডিসেম্বর শনিবার বাদ মাগরিব জনাব মাহবুবুর রহমান জেপি, সেক্রেটারী মাল, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সোলায়মান আহমদ, নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে জনাব নূরুদ্দীন আহমদ ও রক্তিম আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, মওলানা শসিমসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌ. এস, এম আবু তাহের। স্বাগত ভাষণ দেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। ক্লাসে কুরআন নাযেরা, কায়েদা শিক্ষা, কুরআন মুখস্ত, হাদীস, দোয়া শিক্ষা, ওযু, আযান ও নামায, বক্তৃতা, দ্বীনিমালুমাত ইত্যাদি ক্লাস হয়। শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌ. এস, এম আবু তাহের, মৌ. আব্দুস সালাম, এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, আকবার আহমদ, কাউসার আহমদ মঞ্জুর, রাশেদুল আলম পাপ্পু, নুরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। ক্লাসের তৃতীয় ও পঞ্চম দিন দু'টি তরবিয়তী সেমিনার হয়, এতে যথাক্রমে নামাযের গুরুত্ব ও এতায়াতে নেযাম ও এর সুফল বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। এছাড়া ক্লাসের ২য় ও চতুর্থ দিন সাংগঠনিক বিষয়াদির ওপর দুটি বিশেষ ক্লাস নেওয়া হয়।

যথারীতি ৭ দিন ব্যাপী ক্লাস ও প্রতিযোগিতার পর ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ শেখ সাব্বির আহমদ জেলা কায়েদ এর সভাপতিত্বে ক্লাসের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব রাশেদুল আলম, চেয়াম্যান, ক্লাস বাস্তবায়ন কমিটি। সভাপতির ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ বৎসর ক্লাসে অত্র মজলিসের ৭৭ জন আতফাল, ১২ জন নবীন খোদ্দামসহ মোট ৮৯ সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে মসজিদে সার্বিকভাবে অবস্থান করে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। ক্লাসের মাধ্যমে ৪ জন আতফাল কুরআন সবক নেন এবং অর্থসহ নামায শিখেন ৩৫ জন। ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা নিজেদের সৃজনশীল কর্ম দ্বারা একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শণীর আয়োজন করে, দু'টি দেয়ালিকা "আল মাহ্‌দী" ও "আতফাল বার্তা" প্রকাশ করে, যাতে তারা নিজেরা নিজেদের লেখনি, চিত্রাংকন প্রদর্শন করে।

আবির আহমদ চাঁদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

তাহরীকে জাদীদ এর ২০১৪-২০১৫ ওয়াদা প্রসঙ্গে

তাহরীকে জাদীদ এর অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ গত ১/১১/২০১৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি জামা'ত হতে ওয়াদার তালিকা কেন্দ্রে পৌঁছেছে।

খেলাফতে আহমদীয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী জামা'তের প্রত্যেক সদস্য (নবজাতক থেকে বয়োবৃদ্ধ) যেন এ নেক কাজে অংশ নেন, তার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এমন কি, মৃত ব্যক্তির নামেও এই চাঁদা দিয়ে উত্তসূরীগণ পূর্বসূরীদের নামকে সচল ও জীবিত রাখতে সচেষ্ট হবেন। পূর্বে কোন ব্যক্তি যে হারে চাঁদা দিয়েছেন, বর্তমানে তিনি যেন তার চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি চাঁদা আদায় করেন, সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় জামা'তগুলোতে প্রদানকৃত রেজিষ্টার খাতায় তাহরীকে জাদীদ এর মোজাহেদিনগণের নাম লিপিবদ্ধ করুন যা আপনার জামা'তের তাজনীদ এর সাথে সামঞ্জস্য থাকবে। বরং তাহরীকে জাদীদ এ মৃত ব্যক্তিগণের নাম অন্তর্ভূক্ত হলে তা তাজনীদ থেকে বেশি হবে।

ওয়াদা নেয়ার ব্যাপারে সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদসহ স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবগণ সর্বাত্নক সহযোগিতা করবেন। এ ব্যাপারে তাহরীকে জাদীদ খাতে কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাসমূহ যা হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন সেগুলো সাধারণ সদস্য/সদস্যাকে অবহিত করুন যাতে তারা এ খাতে চাঁদা প্রদানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন।

আশা করছি যতশীঘ্রই সম্ভব আপনাদের ওয়াদার তালিকা কেন্দ্রে পৌঁছাবে, ইনশাআল্লাহ।

ইনসান আলী ফকির
সেক্রেটারী, তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১৬-৯৭৩৩৭৭, ০১৬৭৫-০২৫১৮৭

ফতুল্লা মজলিসে ৭ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লার উদ্যোগে গত ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ৭ দিন ব্যাপী আতফালদের নিয়ে তালিম তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ শনিবার বাদ আসর মজলিসের কায়েদ জনাব ডা: কামরুল হাসান সরকার-এর সভাপতিত্বে জনাব ফজল আহমদ এর কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম, বীর প্রতীক ও মোয়াল্লেম মৌ. এনামুল হক রনি নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ৭ দিনের ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে জনাব মৌ. এনামুল হক রনি ও জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্লাসে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, হাদীস, ইসলামী দোয়া, নামায, আযান শিক্ষা, দ্বিনী মালুমাত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ৭ দিন শেষে ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ সভাপতি হিসাবে কায়েদ সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেবসহ জামাতের তালিম তরবিয়ত সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্লাসে ১১ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

ডা: কামরুল হাসান সরকার

কুমিল্লায় দু'দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাশ সফল ভাবে সম্পন্ন

গত ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লায় আতফালদের জন্য তালিম তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাশে কুমিল্লা জামা'তের ৮ জন তিফল অংশগ্রহণ করেন। ১৯শে ডিসেম্বর বাদ জুমুআ কুরআন তেলায়াত, নযম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাশের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় কায়েদ জনাব আশরাফুল ইসলাম শান্ত, স্থানীয় মুরব্বী সিলসিলাহ্ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ক্লাশে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ ও স্থানীয় কায়েদ। কুরআন, হাদীস, ধর্মীয় সাধারন জ্ঞান, সাংগঠনিক বিষয়াদী প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হয়। ২০ ডিসেম্বর বাদ আসর কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাশের সমাপ্তি ঘটে।

জহির উদ্দিন আহমদ

লেখা আহ্বান

আগামী বছর ২০১৫ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে। তাই পচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক একটি মনোরম স্মরণীকা প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তালিম তরবীয়ত এবং ইতিহাস ভিত্তিক যে কোন লেখা প্রদানের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনা, নবীন-প্রবীন লেখক সকলেই লেখা দিতে পারেন। লেখা আগামী ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
আহ্বায়ক, সুভিনর কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষা শিক্ষা কোর্স সুসম্পন্ন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটের অধীনে আরবী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা কোর্স গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪, বাদ যোহর দুই সপ্তাহব্যাপী দারুত তবলীগে সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ এই কোর্স আরম্ভ হয়েছিল। এবারের কোর্সটি বিশেষভাবে জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাত্রদের মধ্য থেকে ১৫ জন কোর্সটির শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে কোর্স পূর্ণ করে। ছাত্রদেরকে উর্দু ভাষার প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে উর্দূ পঠন ও লিখন শিক্ষা দেয়া হয়।

আরবী অংশে কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন শরীফের বাংলা শব্দার্থ শিক্ষা দেয়া হয়। জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শাহেদ ক্লাসের ছাত্রগণ কোর্সের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিল। ক্লাসের এক ফাকে ছাত্রদেরকে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্স শেষে ছাত্রদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন।

এছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মোজাফফর আহমদ

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিউম্যানিটি ফর্স্টের ব্যানারে বিনামূল্যে সেবাদান কার্যক্রম এবং ওয়াকারে আমল

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর ব্যানারে মানব সেবামূলক একটি বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক এর অনুমোদনে জেলা নিয়াম মুহাম্মদ স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে একমাত্র বরাদ্ধকৃত স্টল ছিল হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর মানব সেবা দানের ভেন্যু। দিবসের দিন ভোর ৬.৪৫ মি.-এ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর কায়েদ সাহেবের পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবক টীম স্টেডিয়ামে পৌঁছে এবং স্টল ডেকোরেশন পূর্বক সকাল ৭.৩০ মি. হতে সেবাদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হয়। কেন্দ্রীয় টিমের সমন্বয়ে স্থানীয় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক খোদ্দাম বিনামূল্যে বিভিন্ন মানব সেবা দান করেন।

সর্বসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি পান, রক্তের গ্রুপ সনাক্তকরণ, ওজন পরিমাপ ও চা পান করানো হয়। উল্লেখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেলা প্রশাসন এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পুলিশ ও শিক্ষার্থীরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মহতী এই কর্মসূচীর প্রশংসায় স্থানীয় ৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এছাড়া এ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ওয়াকারে আমল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। শহরের প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা পরিস্কার করা হয়।

দেলোয়ার হোসেন মুন্না

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২ জানুয়ারী ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর খুতবার শুরুতে সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকাল নববর্ষ উপলক্ষে পরস্পরকে মোবারকবাদ জানানো হচ্ছে। কিন্তু এই মোবারকবাদ তখনই আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যখন আমরা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখবো যে, গত বছর যেসব অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম তার কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে। অতএব, আজ বছরের প্রথম জুমুআয় পুণ্যকর্মে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদীদের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমরা কি করছি তা খতিয়ে দেখতে হবে। শুধুমাত্র ঈসার মৃত্যু বা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনে বিশ্বাস বা ইমাম মাহদীকে মানাই একজন আহমদীর জন্য যথেষ্ট নয় বরং বয়আতের সময় তিনি (আ.) যে দশটি শর্তে আমাদের বয়আত নিয়েছেন তা আমরা কতটা পালন করছি আজ তা খতিয়ে দেখার সময়। তিনি (আ.) আমাদেরকে যে মানে উপনীত দেখতে চেয়েছেন সে মানে আমরা অধিষ্ঠিত হয়েছি কি না তা আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

এরপর হুযূর বলেন, বয়আতের শর্ত বাহ্যত ১০টি হলেও এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে কমপক্ষে ৩০টি বিষয়ের অঙ্গীকার নিয়েছেন। হুযূর এরপর একে একে বয়আতে শর্তাবলী পাঠ করেন এবং এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি নির্দেশনা দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সকল প্রকার শিরক ও অংশীবাদীতা হতে মুক্ত থাকতে হবে। মিথ্যা পরিহার করা, ব্যাভিচার না করা ও কামলোলুপ দৃষ্টি না দেয়া। অনাচার-কদাচার পরিহার করা, যুলুম ও অন্যায় না করা, অন্যের অধিকার খর্ব না করা। বিশ্বাস ঘাতকতা না করা। নৈরাজ্য ও ফিৎনা-ফাসাদ হতে মুক্ত থাকা। বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করা। রিপুর তাড়নার শিকার না হওয়া।

খোদাভীতির সঙ্গে পাঁচবেলার নামায পড়া, তাহাজ্জুদ পড়া, নিবিষ্টচিত্তে দোয়া ও প্রার্থনা করা। খোদার জন্য সকল প্রকার কষ্ট-দুঃখ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা। বিপদ বা পরীক্ষার সময় অবিচল থাকা। সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার করা। কুরআনের শিক্ষা ও রসূলের আদেশ ষোলআনা মেনে চলা। অহংকার ও গর্ব পরিহার করে, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা। ধর্মের সম্মান ও ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে সবকিছুর চেয়ে প্রিয়তর জ্ঞান করা। সৃষ্টির সেবা করা, খোদার ভালবাসা লাভের জন্য মানবকল্যাণে সকল শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করা। এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করা। এই হলো, শর্তাবলীর সারমর্ম। এখন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে যে, এসব অঙ্গীকার পালনে আমরা কতটা যত্নবান।

হুযূর বলেন, আমাদের গভীরভাবে যাচাই করে দেখা উচিত যে, গত বছর এসব অঙ্গীকার আমরা সত্যিকার অর্থে পালন করতে পেরেছি কি না? যদি কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা বা ঘাটতি থেকে তাহলে আজ পুনরায় তা যথাযথভাবে পালনের জন্য অঙ্গীকার করা আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে নিজ নিজ অঙ্গীকার রক্ষার এবং খোদা ও তাঁর রসূলের প্রিয়ভাজনদের দলভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর শহীদ লোকমান শাহজাদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর, গুজরানওয়ালাতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা তাঁকে গুলি করে শহীদ করে। শহীদ মরহুম নিজ পরিবারে একা আহমদী ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে চরম বিরোধিতা এমনটি বিভিন্ন সময় শারীরিক নির্যাতনও তাকে সইতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসে ছিলেন অটল। এই নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান আহমদীকে শুধুমাত্র ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে ২৭ বছর বয়সে প্রাণ দিতে হয়েছে। ফজরের নামায পড়ে বাড়ী ফেরার পথে তাঁকে গুলি করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন এবং জান্নাতের উচ্চ আসনে নিজ প্রিয়দের মাঝে তাঁকে স্থান দিন।

আমাদেরকে সকল প্রকার শিরক ও অংশীবাদীতা হতে মুক্ত থাকতে হবে। মিথ্যা পরিহার করা, ব্যাভিচার না করা ও কামলোলুপ দৃষ্টি না দেয়া। অনাচার-কদাচার পরিহার করা, যুলুম ও অন্যায় না করা, অন্যের অধিকার খর্ব না করা। বিশ্বাস ঘাতকতা না করা। নৈরাজ্য ও ফিৎনা-ফাসাদ হতে মুক্ত থাকা।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ৯ জানুয়ারি ২০১৫-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর পবিত্র কুরআনের সূরা তাগাবুনের ১৭ নাম্বার আয়াত পাঠ করে বলেন, 'মু'মিনদের জন্য নির্দেশ হল, খোদাভীতি অবলম্বন, খোদার নির্দেশ মানা, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর পথে খরচ করা। কারণ এসব কিছু তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম। যাকে প্রবৃত্তির লালসা হতে রক্ষা করা হয় তারাই হয় সফলকাম।

হুযূর বলেন, আজ একমাত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতই পুণ্য উদ্দেশ্যাবলী দৃষ্টিতে রেখে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর রাস্তায় খরচ করছে। অর্থাৎ ইসলামের তবলীগ, বিভিন্ন দেশে মুবাল্লিগ প্রেরণ, ধর্মীয় বই-পুস্তক ছাপানো, মসজিদ-মিশন হাউস নির্মাণ ছাড়াও খোদার সৃষ্টির সেবার মানসে দেশে দেশে স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করছে। যুগ ইমামকে মেনে এসব কর্মের মর্ম ও মূল বুঝেছি বলেই আমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদানের নিমিত্তে এসব কাজ করছি স্বানন্দ্যে।

হুযূর বলেন, পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী যারা এমনটি করে তারা শুধু সফলই হয় না বরং স্বাচ্ছন্দ্যও লাভ করে। তাদের জীবন খোদার পবিত্র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এসে যায়। ইহ ও পরকালে তাদের ওপর খোদার চিরস্থায়ী কৃপা বর্ষিত হয়। মোটকথা, যারা খোদার পথে ব্যয় করে তারা তাঁর সীমাহীন কল্যাণে ধন্য হয়। কারণ, আল্লাহ্ কারো কাছে ঋণী থাকেন না, ঋণ ফেরত দেয়ার সময় বাড়িয়ে ফেরত দেন। অধিকন্তু, মানুষের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাকে অধিক সৎকর্ম করার শক্তি দান করেন।

আজ শুধু আহমদীরাই খোদার কাছ থেকে এই কৃপা লাভ করছে। এটি শুধুমাত্র আমাদের মৌখীক দাবী-ই নয় বরং জগতের সকল দেশে এর হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরপর হুযূর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিষ্ঠাবান আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ করেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে তাদের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেন।

তিনি বেনিন, তাঞ্জানীয়া, বুরুন্ডী, কঙ্গো, কানশাসা সিয়েরালিওন, মালী, ভারত এবং ফ্রান্সের নবাগত আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা শোনান এবং কীভাবে আল্লাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ত্যাগের বিনিময় দিয়েছেন, তাদের পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছান্দ্য এসেছে, কীভাবে তারা ঈমানের বলে বলীয়ান হচ্ছেন এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। হুযূর বলেন, নবাগত আহমদী এবং শিশুদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়; কে তাদের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে আমাদের খোদা, তিনিই তাঁর বান্দার হৃদয়ে ধর্মসেবার প্রেরণা সৃষ্টি করেন আর তিনি স্বয়ং এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

এরপর হুযূর জামা'তের রীতি অনুসারে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫৮তম নববর্ষের ঘোষণা দেন। আর ৫৭তম বছরের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এখাতে বিগত বছর মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা হচ্ছে, ১১লক্ষ ২০ হাজার। কিন্তু এই সংখ্যা আরো অনেক গুণ বাড়তে পারে। গত বছর বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়া এখাতে মোট ৬২লক্ষ ৯ হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৭লক্ষ ১হাজার পাউন্ড বেশি। চাঁদা প্রদানের দিক থেকে শীর্ষ দশটি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, যুক্তারাষ্ট, জার্মানি, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দুবাই এবং বেলজিয়াম। মাথাপিছু চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

হুযূর প্রসঙ্গক্রমে বলেন, যারা একসময় বয়আত করেছিলেন কিন্তু এখন জামা'তের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, তাদের খুঁজে বের করুন, জানার চেষ্টা করুন, তারা কি ঈমানী দুর্বলতার কারণে জামা'ত থেকে দূরে সরে গেছে না-কী অন্য কোন কারণ আছে। যে কোন মূল্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বহাল হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ অনেক কাজ করেছে কিন্তু এখনও সুযোগ আছে, বিশেষ করে তাঞ্জানিয়া এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নাম হুযূর উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সুপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেন।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। তিনি বলেন, আজকাল রাবোয়াতে অনিষ্টকারীরা ষড়যন্ত্রের পায়তাঁরা করছে, আল্লাহ্ তাদের অনিষ্ট থেকে জামা'তকে রক্ষা করুন আর তাদের অনিষ্ট তাদের ওপরই উল্টিয়ে দিন।

পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের বিষয়ে হুযূর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে বিভীষিকা চালানো হয়েছে, নির্দয়ভাবে নিরীহ লোকদের হত্যা করা হয়েছে, এরফলে পাশ্চাত্বাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এরফলে এখানকার প্রচার মাধ্যম ভুল প্রতিক্রিয়া দেখালে তা সবার জন্য আরো ক্ষতিকর হবে। কেননা, নামধারী এসব মুসলমানদের বোঝানোর কেউ নেই, তাই ভুল প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা আরো ক্ষেপে গেলে তা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ্ আহমদীদের নিজ নিজ গন্ডিতে উভয় শ্রেণীকে বোঝানোর এবং অন্যায় থেকে বিরত করার তৌফিক দিন। আর পৃথিবী থেকে অশান্তি ও নৈরাজ্য দূরীভূত করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন।

কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানা সফলতার সাথে সমাপ্ত

সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ কাদিয়ানের ১২৩তম বার্ষিক জলসা এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সরাসরি উপভোগ করেন। এই জলসা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কাদিয়ানে, যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান কেন্দ্র। এতে যোগদানকারী এবং সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য এই জলসা একটি অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৪, রবিবার অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনটি কাদিয়ান জলসাগাহ ও লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে একযোগে সম্প্রচারিত হয়।

প্রতি বছর এ জলসাকে পূর্ণতা দানের জন্য সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

কাদিয়ান জলসার সমাপনী অধিবেশনে ৩৭টি দেশ থেকে ১৮,৭০০ এরও অধিক নিষ্ঠাবান আহমদী যোগদান করেন এবং লন্ডনের তাহের হলে ৫,৪০০ এরও বেশী আহমদী একত্রিত হন হুযূর (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ শোনার জন্য।

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) তাঁর ভাষণে কতিপয় সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামের পবিত্র শিক্ষা কীভাবে কলঙ্কিত হয়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি সব ধরণের সন্ত্রাসবাদের উল্লেখ করে তার তীব্র নিন্দা করেন। হুযূর বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সব সময় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রচার করে চলছে।

জলসার কার্যক্রম শেষ হয় হুযূর (আই.)-এর পরিচালনায় নিরব দোয়ার মাধ্যমে। এতে তিনি আহমদীদেরকে বিশ্বশান্তির জন্য এবং সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিনাশের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান। তিনি আফ্রিকা থেকে ইবোলা সংকট নিরসন এবং নতুন বছর যেন সবার জন্য, সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য আনন্দ ও সফলতা বয়ে আনে সেই প্রার্থনা করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্লাকটাউন জামা'তের উদ্যোগে কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

গত ২২ নভেম্বর সিডনির গ্রানভিলে অনুষ্ঠিত হলো কুরআন প্রদর্শনী। আয়োজক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অস্ট্রেলিয়ার ব্লাকটাউন শাখা। গ্রানভিলের [Granville] টাউনহলে এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ, কয়েকজন সরকারী অফিসার, অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ মানুষ। সবমিলিয়ে প্রায় ৩৫০ জন দর্শনার্থী এতে উপস্থিত ছিলেন।

আল-কুরআনের মূল আরবী সংস্করণের পাশাপাশি আরো ৫৬টি ভাষায় এর অনুবাদ প্রদর্শন করা হয় এই মহতী আয়োজনে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ পর্যন্ত ৭৫টিরও বেশি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গিন তর্জমা করেছে।

বেলা দশটায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী বক্তৃতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, অস্ট্রেলিয়ার নায়েব আমীর চৌধুরী খালিদ সাইফুল্লাহ খান কুরআন প্রদর্শনীর বিভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরেন। ইসলাম ও জিহাদ নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত-ধারণার খণ্ডনও করেন তিনি। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। এরপর, নীরবে দোয়া করা হয়।

কুরআন প্রদর্শনী উপলক্ষে গ্রানভিল টাউনহলের সাজসজ্জায় পরিবর্তন আনা হয়। ইসলামী শিক্ষামূলক নানা রকম পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয় হলটিকে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস মনোরমভাবে প্রদর্শণ করা হয়।

অতিথিদের জন্য ছিল গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা। ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। অতিথিরা ইসলাম, কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্যারামাটা লোকাল কাউন্সিলের কাউন্সিলর মিজ জুলিয়া ফিন [Ms Julia Finn] এবং মিস্টার শাহাদৎ চৌধুরী। সুপারিন্টেডেন্ট [Superintendent] স্কট হোয়াইটের [Scott Whyte] প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন মিস্টার হ্যানী বট্রোস [Mr Hany Botros] এবং রাক্সটন [Ruxton]। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১. সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২. দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 13th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th January, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, www.alislam.org, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com